উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

বাংলাদেশের সঙ্গে ৭১-এর জট কেটে গিয়েছে » ৭

শাশ্বত ভীতু, কটাক্ষ বিবেক-পত্নীর

অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে ভীতু বলে কটাক্ষ করলেন বিতর্কিত 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' সিনেমার সহ প্রযোজক পল্লবী যোশি। তিনি বলেন, 'শাশ্বতর কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না।' » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৬°	৩৩°	২৬°	৩২°	২৬°	৩২°	২৬°

আমার মনে হয় হনুমানই প্রথম মহাকাশচারী » ৭

৮ ভাদ্র ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 25 August 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 98

নিরাপত্তার বিপদ... রাহুল গান্ধিকে আলিঙ্গনের চেষ্টা এক সমর্থকের। রবিবার বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রায়। -পিটিআই

বহুতল টপকে দক্ষ চোর পুলিশি জালে

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : দড়ি ধরে দেওয়াল বেয়ে মুহূর্তে পৌঁছে যেতে পারেন বহুতলে। ঘরের সামগ্রী লোপাট করে এক বহুতল থেকে অন্য বহুতলে টপকে উধাও হয়ে যান চোখের নিমেষে। আদতে নেশাখোর দাগি চোর। কিন্তু অপরাধ সংঘটিত করার ক্ষেত্রে তাঁর ওই ক্ষিপ্র গতি ও পারদর্শিতার কারণে তিনি এলাকায় 'স্পাইডারম্যান' নামে পরিচিত হয়ে গিয়েছেন। সেই কুখ্যাত 'স্পাইডারম্যান' এবার পুলিশের জালে। ধৃতের নাম মানিক মহম্মদ।

অভিযোগ

- ছিলেন নির্মাণশ্রমিক ও রংমিস্ত্রি
- রংমিস্ত্রির কাজ করার সময়ই দড়ি ধরে উঁচু দেওয়ালে ওঠার অভ্যাস, যা দেখে বন্ধুরা নাম দেন স্পাইডারম্যান
- পরে সেই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বহুতলে উঠে চুরি সংঘটিত করতেন বলে অভিযোগ

কয়েকবার নাগালে পেয়েও পুলিশ তাঁকে কবজা করতে পারেনি। গত প্রায় তিন বছর ধরে রায়গঞ্জ শহর ও শহরতলি এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন রায়গঞ্জ থানার হরিগ্রাম সংলগ্ন কাচিমোহার বাসিন্দা মানিক মহম্মদ। তাঁর দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষ তো বটেই, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল পুলিশও। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর অদম্য সাহস ও দড়ি ধরে ক্ষিপ্র গতিতে দেওয়াল বেয়ে বহুতলে উঠে পড়ার বাহাদুরি দেখে বন্ধুরাই তাঁকে খেতাব দিয়েছিলেন 'স্পাইডারম্যান'। পরবর্তীতে বড়ুয়া ও বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্পাইডারম্যান নামেই পরিচিত হয়ে ওঠেন মানিক। তবে স্পাইডারম্যানের মতো ভালো কোনও কাজে নয়, তাঁর ওই বিশেষ দক্ষতাকে তিনি ব্যবহার করছিলেন বহুতলে চুরি সংঘটিত করার কাজে।

এরপর দশের পাতায়

দুর্ঘটনায় মৃত ৩

খেলা দেখতে যাওয়ার পথে বিপত্তি

রসিদপুর হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে। রবিবার। -সংবাদচিত্র

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২৪ অগাস্ট : ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়াই কাল হল। দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারীতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। গুরুতর আহত আরও বেশ কয়েকজন। মৃতদের মধ্যে আশিক শেখ নামে ১৫ বছরের এক কিশোরও রয়েছে। মৃত্যু হয়েছে গাড়িতে থাকা ৩৫ বছরের আজিজুল শেখ ও ৩৩ বছরের আমির শোহেলের।

রবিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বংশীহারীর জামবাগান এলাকায় ৫১২ জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সেসময়ে ওই গাড়ির পিছনে থাকা একটি সরকারি বাস দুটি গাড়িকে সজোরে ধাক্কা মেরে নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। ওই গাড়িতে করে পুরাতন মালদার মাধাইপুর থেকে ১০ জন বংশীহারীতে ফুটবল খেলা দেখতে যাচ্ছিলেন। পথেই এই দুর্ঘটনা ঘটে যায়। গুরুতর আহতদের রশিদপুরে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মালদা মেডিকেলে রেফার করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গাড়িতে থাকা প্রত্যেকেরই বাড়ি পুরাতন মালদার মাধাইপুরের মসজিদপাড়ায়। দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ঠিক কী হয়েছে, তা তদন্তের পরই বলা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

শনিবার থেকে বংশীহারীর ঠেঙ্গাপাড়ায় দু'দিনব্যাপী দিবারাত্রি ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। প্রতিযোগিতার সূচনা করেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। এদিন সেই খেলা দেখতেই মাধাইপুর থেকে যাচ্ছিলেন ১০ জন। পথেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। রশিদপুর হাসপাতাল থেকে গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে একজনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরও তিনজন। পুরাতন মালদার মাধাইপুরে দুর্ঘটনার খবর পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই রশিদপুর হাসপাতালে ভিড় জমতে থাকে। মৃত আশিক শেখের আত্মীয়স্বজন রশিদপুর হাসপাতালে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। মোট কতজন আহত হয়েছে তা স্পষ্ট করতে পারেনি পুলিশ। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ২৮ বছরের মতি শেখ, ৪০ বছরের আনসার শেখ, ৫০ বছরের মতিউর রহমান, ৬০ বছরের মতিরুল রহমান, ৪৫ বছরের মাসুম শেখ, ৫৩ বছরের ফারুখ হোসেন, ৩৮ বছরের মণিরুল ইসলাম ও ৪০ বছরের রঞ্জন আলি। দুর্ঘটনার পর খোঁজখবর নেন বিপ্লব মিত্র। তিনি বলেন, 'খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। রাজ্য সরকার মৃতদেহ পরিবারের পাশে আছে।'

সময়ের কথা

অনাদরের ধুলোয় ঢাকা পড়ছে দুই দিনাজপুর

শুভ্রশঙ্কর নাগ

উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার কথা মহাভারত সমান। কিন্তু সেই উত্তরবঙ্গের ভেতরেই আছে আরও এক বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ। সেই উত্তরবঙ্গ নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই, ভাবনাচিন্তা নেই। যুগের পর যুগ ধরে উত্তরবঙ্গের ভেতরে থাকা দুয়োরানি দুই দিনাজপুরের কান্না শোনার লোক নেই। কেন্দ্র, রাজ্য দুই সরকারই ব্রাত্য করে রেখেছে উত্তরের দুই প্রাচীন জনপদকে।

১৯৯২ সালে উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ভাগ হলেও আজও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। গোটা উত্তরবঙ্গজুড়ে কোথাও না কোথাও হয়তো একটু উন্নয়নের ছোঁয়া ইদানীংকালে দেখতে পাওয়া যায়। তবে সেই উন্নয়ন মূলত শিলিগুড়ি ও মালদা কেন্দ্রিক। ওই এলাকায় যেভাবে উন্নয়নের আলো

মা আসছেন

৩৪

দিন পর

পড়েছে তার ছিটেফোঁটাও পড়েনি দুই দিনাজপুরে। নতুন করে কোথাও কোনও কর্মসংস্থান নেই, কোনও শিল্প নেই। রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হলেও তার ফলাফল খুব হতাশাজনক। সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালকে মেডিকেল কলেজ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে এখনও কোনও কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি বিভাগ নেই। বড় কোনও সমস্যা হলে জেলায় চিকিৎসার কোনও সুবিধাও মেলে না। সাধারণ সমস্যা নিয়েও সবসময় জেলাবাসীদের ছুটতে হচ্ছে কলকাতা, চেন্নাই বা অন্যান্য জায়গায়। চিকিৎসা পরিষেবায় আমরা বিশবাঁও জলে। অথচ যেটা মানুষের অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয়।

এবার পরিবহণের কথা বলা যাক। একমাত্র রেল পরিষেবা কিছুটা উন্নত হলেও রায়গঞ্জের বাসিন্দাদের দূরপাল্লার যাত্রার জন্য ট্রেন ধরতে যেতে হয় পাশের রাজ্য বিহারের বারসই স্টেশনে। শিলিগুড়ি ও কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের দুটি মাত্র ট্রেন। কলকাতাগামী ট্রেনের পরিষেবা ভালো বলা যেতে পারে, কিন্তু সেটা বাদ দিলে বাকিটা হতাশার। তুলাইপাঞ্জি চাল এবং বিঘোরের বেগুন,

এরপর দশের পাতায়

শঙ্কিত টিআইসি সহ শিক্ষিকারা

স্কুলে তৃণমূল নেতার 'দাদাগিরি'

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৪ অগাস্ট : দলবল নিয়ে মেয়েদের স্কুলে ঢুকে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকাকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের এক শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে। তিনি আবার ওই স্কুলেরই পরিচালন কমিটির সভাপতি। রবিবার ওই হুমকির সিসিটিভি ফুটেজ সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই তা নিয়ে হইচই পড়ে যায় জেলায়। ভাইরাল হওয়া ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, তৃণমূল নেতা সুবোধ রায় টিচার্স রুমে ঢুকে টিআইসির দিকে আঙুল তুলে চিৎকার করছেন। তিনি রীতিমতো মারমুখী অবস্থায় (ফুটেজ খতিয়ে দেখেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। বৃহস্পতিবার দুপুরের এই ঘটনায় হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী আরএন রায় বালিকা বিদ্যানিকেতনে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ঘটনায় নিন্দার ঝড় জেলায়, সরব শিক্ষা মহল। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে জেলা স্কুল পরিদর্শকের কাছে নালিশ জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা (টিআইসি) ঝুম্পা মজুমদার। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করছেন ওই তৃণমূল নেতা। তবে ঘটনা খতিয়ে দেখছে শিক্ষা দপ্তর।

সিসিটিভির ফুটেজে টিচার্স রুমে বচসার দৃশ্য।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেতাদের 'দাদাগিরি'র ঘটনা কম নয়। এতে নতুন করে যুক্ত হল হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী আরএন রায় বালিকা বিদ্যানিকেতনের নাম। স্কুল সূত্রে খবর, ঘটনার সূত্রপাত স্কুলের এক শিক্ষিকার ছুটির আবেদন বাতিল হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে। কয়েকজন শিক্ষিকা সিসিএলে থাকায় বর্তমানে স্কুলে শিক্ষিকা রয়েছেন ২০ জন। ছাত্রীর সংখ্যা ১,৯২০। যে কারণে ওই শিক্ষিকার সিসিএলের আবেদন এখন মঞ্জুর করা সম্ভব নয় বলে জানান ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা ঝুম্পা মজুমদার। যে কারণে ওই শিক্ষিকা টিআইসির বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা সুবোধকে অভিযোগ জানান। বৃহস্পতিবার তৃণমূল নেতা সুবোধ স্কুলে এসে টিআইসিকে একাধিক বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। অভিযোগ, চিৎকার করে কথা বলার পাশাপাশি ওই তৃণমূল নেতা আঙুল উঁচিয়ে টিআইসির যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। একজন শিক্ষিকা চিৎকার করে কান্নাকাটি করছেন এবং এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

ফের ক্যামেরায় ব্ল্যাক প্যান্থার

» দুইয়ের পাতায়

মালদা মেডিকেলে শোকজ পড়ুয়াকে

ইন্টার্নকে মারধরের অভিযোগ

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৪ অগাস্ট : মালদা মেডিকেলে রেস্টরুমে ঢুকিয়ে চিকিৎসক পড়ুয়াকে মারধরের অভিযোগে থ্রেট কালচারের অভিযোগ উঠেছিল। অবিলম্বে পদক্ষেপের দাবিতে শনিবার দুপুর থেকেও ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল মালদা মেডিকেলের অধ্যক্ষকে। তাঁর সঙ্গেই ঘেরাও হয়ে ছিলেন মেডিকেল কলেজের সুপারও। অবশেষে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজের ভিত্তিতে অভিযুক্ত চিকিৎসক পড়ুয়াকে শোকজ নোটিশ দিল মালদা মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনায় আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি।

ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার। অভিযোগ, সেদিন সার্জিক্যাল বিভাগে কর্মরত ছিলেন ময়ূরাক্ষী ঘোষ। মিজানুর নামে এক ইন্টার্ন ময়ূরাক্ষীর হাত থেকে মোবাইল কাড়তে গেলে ময়ূরাক্ষীর মাথায় সামান্য আঘাত লাগে। এরপর ময়ূরাক্ষীর ঘনিষ্ঠ আরেক ইন্টার্ন নবদ্বীপ শীল মিজানুরকে রেস্টরুমে ঢুকিয়ে মারধর করেন বলে অভিযোগ।

এই ঘটনার পর থেকে মালদা মেডিকেল কলেজে থ্রেট কালচার নিয়ে সরব হন চিকিৎসক পড়ুয়াদের একাংশ। শুক্রবার দুপুর থেকে অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে চলতে থাকে বিক্ষোভ। প্রতিবাদে অধ্যক্ষের ঘরে দেওয়াল লিখনে ভরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। শুক্রবার সারারাত ঘেরাও থাকার পর শনিবার দুপুর থেকে ফের মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করেন চিকিৎসক পড়ুয়ারা। রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ কর্তৃপক্ষের শোকজ নোটিশ জারি করার পর ঘেরাওমুক্ত হন মেডিকেলের অধ্যক্ষ ও সুপার। এরপর দশের পাতায়

কী পদক্ষেপ

- শনিবার ইমার্জেন্সি কলেজ কাউন্সিলের বৈঠক ডাকেন মালদা মেডিকেলের অধ্যক্ষ
- সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ও সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজের ভিত্তিতে অভিযুক্ত পড়ুয়া চিকিৎসককে শোকজ নোটিশ ই-মেল মারফত পাঠানো হয়
- এই ঘটনায় পাঁচজনের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে
- ওই তদন্ত কমিটিকে সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

যদি ট্যাটুতে লেখো... সম্পর্কের অঙ্কে বদলায় নাম

প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে প্রিয় মানুষের নামের ট্যাটু করান অনেকেই। কিন্তু সম্পর্ক যখন ভাঙে, তখন বিপাকে পড়েন তাঁরা। মুছতে কিংবা তার ওপর নতুন নকশার ট্যাটু বানাতে গচ্চা যায় টাকা। অভিনেতা থেকে আমআদমি, বিপাকে পড়ছেন সবাই।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : 'যদি কাগজে লেখো নাম কাগজ ছিঁড়ে যাবে, পাথরে লেখো নাম পাথর ক্ষয়ে যাবে, হৃদয়ে লেখো নাম সে নাম রয়ে যাবে...' মান্না দে না হয় অনায়াসে বলতে পারেন হৃদয়ে নাম রয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমান কি আর প্রাক্তনের নামের ট্যাটু দেখে চুপটি করে থাকবেন! পারবেন মেনে নিতে? একবার ইষ্টের নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করেই দেখুন না প্রেমিক-প্রেমিকা বা সহধর্মিণীকে। আহত হলে লেখক দায়ী নয় কিন্তু।

ট্যাটুর চল আজকের নয়। উলকির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সম্পর্ক দীর্ঘকালের। বিশ্বেও এর বহুলপ্রচলন। নয়ের দশকে নৃবিজ্ঞানী ডানিয়েল আঁতোনি যে মিশরীয় মমিটি পেয়েছিলেন, তার পিঠে ও বাহুতে দেখা গিয়েছিল বিশেষ কিছু চিহ্ন। মমিটি ৩৩৫১-৩০১৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দের এক মানুষের ছিল। গবেষণায় উঠে এসেছে মিশর, সিন্ধু সভ্যতা, জাপান, চিন ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে শতাব্দীর পর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

শতাব্দী ধরে ট্যাটুচর্চা চলে আসছে। মধ্যযুগীয় সভ্যতায় দাস, যোদ্ধা, ফ্যারাও, নাবিক গোষ্ঠীর মানুষ নির্দিষ্ট ঘরানার প্রতীক ট্যাটু হিসেবে ব্যবহার করতেন। আজও এই প্রথা ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে কিছু জনজাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে।

অভিনেতা, খেলোয়াড় থেকে আমজনতার মধ্যে প্রিয় মানুষের নামে ট্যাটু করানোর প্রবণতা রয়েছে। সেই যে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' সিনেমায় রাহুল নিজের নিখাদ ভালোবাসা বোঝাতে বুকে প্রিয়াংকার নাম লিখিয়েছিলেন। এমন কত রাহুল-প্রিয়াংকার দেখা মেলে আমাদের আশপাশে। কিন্তু যখন সেই সম্পর্ক ভাঙে, নানা কারণে তাদের আর একসঙ্গে থাকা হয় না- তখন বিপাকে পড়েন নাম লেখানো মানুষটি। কেউ অভিমানে, কেউবা নতুন সম্পর্কে জড়ানোর পর মুছতে বাধ্য হন সেটা। ছুটতে হয় ট্যাটু আর্টিস্ট বা ডার্মোটোলজিস্টের কাছে।

দীপিকা পাড়ুকোনকে 'আরকে' (প্রাক্তনের নাম ও পদবির আদ্যক্ষর), হৃত্বিক রোশনকে প্রাক্তন স্ত্রীর নামের ট্যাটুর কারণে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল। তাঁদের মতোই অভিজ্ঞতা হয়েছে নিউ জলপাইগুড়ির বাসিন্দা অমিতের।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয়, তারপর সেই মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া। দেখাসাক্ষাৎ না হলেও দিনরাত ফোনে কথা হত। কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাঁর সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা সেরে ফেলেছিলেন অমিত। এরপর দশের পাতায়

উমিদ মাহালি ও রাজীব মিঞ্জ। । -সংবাদচিত্র

রাজ্য ক্যারাটেতে বানারহাটের দুই

নাগরাকাটা, ২৪ অগাস্ট : রাজ্য স্তরে খেলার জন্য জলপাইগুড়ি জেলার ক্যারাটে দলে সুযোগ পেল বানারহাট হাইস্কুলের দুই ছাত্র। তারা দুজনেই চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের ছেলে। ষষ্ঠ শ্রেণির উমিদ মাহালির বাড়ি গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগানে। সে অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগের জন্য মনোনীত হয়েছে।

অন্যদিকে, নিউ ডুয়ার্স চা বাগানের রাজীব মিঞ্জ সুযোগ পেয়েছে অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে। রাজীব দশম শ্রেণির পড়ুয়া। বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'এই প্রথম ক্যারাটেতে আমাদের স্কুল থেকে জেলার দলে কেউ সুযোগ পেল। অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত। আশা করি, রাজ্য স্তরের খেলায় ওরা জেলা ও স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে। উমিদ ও রাজীবের মাধ্যমে অন্য পড়ুয়ারাও ক্যারাটের প্রতি আগ্রহী হবে বলে মনে করি।'

জানা গিয়েছে, স্কুলের দুই ক্রীড়াশিক্ষক দিবাকর বিশ্বাস ও মহাদেব রায় আগাগোড়া ওই দুই ছাত্রকে প্রেরণা জুগিয়ে এসেছেন। রাজীব জানিয়েছে, সে ৫৮ কিলোগ্রাম বিভাগে জেলা দলের হয়ে প্রতিযোগিতা করবে। অন্যদিকে, উমিদ লড়বে ৩৫ কিলোগ্রাম বিভাগে।

দুই পড়ুয়াই ক্যারাটেকে ঘিরে এখন নতুন স্বপ্ন দেখছে। ওদের কৃতিত্বে গ্যান্দ্রাপাড়া ও নিউ ডুয়ার্স বাগানে খুশির হাওয়া। বাগান দুটি থেকে এই প্রথম কেউ রাজ্য স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় খেলতে যাবে। রাজীবের বাবা শিবশংকর মিঞ্জ বলেন, 'ছোট থেকে ছেলের ক্যারাটের প্রতি ঝোঁক। বাগানে শিবিরে প্রথম হাতেখড়ি। আমি চাই ও আরও এগিয়ে যাক।' অন্যদিকে, উমিদের বাবা বাবলু মাহালি বলেন, 'বাগান থেকে স্কুল বেশ দূরে। পড়াশোনা করে ক্যারাটে চালিয়ে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছে ওর বরাবর।'

দুজনেই বানারহাটের 'ডুয়ার্স ক্যারাটে অ্যাকাডেমি'র প্রশিক্ষক শাহিদ আনসারির কাছে ক্যারাটে শিখছে। এলাকার শ্রমিক নেতা তবারক আলি বলেন, 'চা বাগানে খেলাধুলোর ক্ষেত্রে প্রতিভার অন্ত নেই। সুযোগ পেলে শুধু ক্যারাটেতেই নয়, অন্য খেলার বড় মঞ্চেও ছেলেমেয়েরা সফল হবে।'

জাতীয় স্তরে কিকবক্সিংয়ে ময়নাগুড়ির ছাত্র

ময়নাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : রাজ্যের হয়ে জাতীয় স্তরে কিকবক্সিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছে ময়নাগুড়ি দেবাকেশ রায়। সে আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগাড়া এলাকার বাসিন্দা। ফুলবাড়ি নারায়ণা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র দেবাকেশ। আগামী ২৭ অগাস্ট থেকে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত চেন্নাইয়ে জাতীয় কিকবক্সিং প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। সেই খেলায় দেবাকেশ অংশ নেবে। স্কুল স্তরের কিকবক্সিংয়ে জয়ী হওয়ার পর রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ওই পড়ুয়া। সেখানেই জাতীয় স্তরে খেলার জন্য সে নির্বাচিত হয়।

দেবাকেশের বাবা ভিনরাজ্যে কাজ করেন। মা রিনা রায় বাড়িতেই থাকেন। দেবাকেশ এ নিয়ে বলল, 'জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাওয়াই এখন আমার প্রধান লক্ষ্য। আগামীতে কিকবক্সিং প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক স্তরে খেলার ইচ্ছা রয়েছে।' এদিকে, তার জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার খবর পেয়ে রবিবার ওই পড়ুয়ার বাড়িতে পৌঁছোন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রামমোহন রায়।

ফের ক্যামেরায় ব্ল্যাক প্যান্থার

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : কার্সিয়াং বন বিভাগের একাধিক রেঞ্জে লেপার্ড এবং ব্ল্যাক প্যান্থারের দেখা মিলতেই নজরদারি বাড়াতে শুরু করেছে বন দপ্তর। নিয়মিত নাইট পেট্রলিং করার পাশাপাশি বন সংলগ্ন গ্রামগুলির বাসিন্দাদের এনিয়ে সচেতন করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে ট্র্যাপ ক্যামেরার ফুটেজ দেখে নির্দিষ্ট জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করছেন কার্সিয়াং বন বিভাগের আধিকারিকরা।

এক বছর ধরে লেপার্ড ও ব্ল্যাক প্যান্থারের সংরক্ষণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে কার্সিয়াং বন বিভাগ। চলতি বছরের একাধিকবার ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে এই দুই বন্যপ্রাণীর বিচরণের ছবি। বিশেষ করে কার্সিয়াং বন বিভাগের কার্সিয়াং, বাগোরা ও বামনপুখরি এই তিনটি রেঞ্জে বেশ কয়েকবার দেখা মিলছে এই শিডিউল-১'এর বন্যপ্রাণীর। তারপর থেকেই নিয়মিত নাইট পেট্রলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে কার্সিয়াং রেঞ্জের ডাওহিল ও শিবখোলা, বাগোরা রেঞ্জের বাগোরা, মজুয়া, গৌরীগাঁও এবং বামনপুখরি রেঞ্জের লামা গুম্বা বিট এলাকায়।

লেপার্ড ও ব্ল্যাক প্যান্থারের সংরক্ষণের দিকে নজর দিয়ে যে এলাকাগুলোতে সাইটিং বেশি হচ্ছে সেখানে রাতে যাতে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাড়ির বাইরে না বের হন, গবাদিপশু যেখানে রয়েছে সেখানে ফিনাইল, ব্লিচিং ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং উচ্ছিষ্ট যাতে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা হয় সেজন্য মাইকিং করা হচ্ছে। কার্সিয়াং ডিভিশনের ডিএফও দেবেশ পান্ডে জানান, ব্ল্যাক প্যান্থার ও লেপার্ড সংরক্ষণের উপর বিশেষ নজর দিয়েই নিয়মিত নাইট পেট্রলিং চালু করা হয়েছে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক বছরে এই তিন রেঞ্জে ব্ল্যাক প্যান্থার ও লেপার্ড সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করেনি। এদিকে, ব্ল্যাক প্যান্থার ও লেপার্ডের সাইটিং বেশি হওয়ায় খুশি বন দপ্তরও। নিয়মিত নাইট পেট্রলিং করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বামনপুখরি রেঞ্জ অফিসার সিদ্ধার্থ গুরুং। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, কার্সিয়াং রেঞ্জে প্রতিদিনই দেখা মিলছে ব্ল্যাক প্যান্থার ও লেপার্ডের। এমনকি চলাফেরা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের চোখে পড়ছে এই দুই বন্যপ্রাণী।

এছাড়াও বাগোরা রেঞ্জেও মজুয়া, গৌরীগাঁও এলাকাতেও একদিন পরপর দেখা মিলছে এই দুই প্রাণীর। বামনপুখরি রেঞ্জের লামা গুম্বার জঙ্গলেও দেখা মিলছে লেপার্ড ও ব্ল্যাক প্যান্থারের। কার্সিয়াং রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সংবর্ত সাধু বলেন, 'লেপার্ড ও ব্ল্যাক প্যান্থারের সাইটিং অনেকটাই বেড়েছে। যার ফলে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে।' নাইট পেট্রলিংয়ের ফলে বহু মানুষ এব্যাপারে সচেতন হয়েছেন বলেও জানান তিনি।

এখন যে এলাকাগুলোতে ঘনঘন এই দুই বন্যপ্রাণীর দেখা মিলছে, এক বছর আগেও তেমন দেখা যেত না বলে জানিয়েছেন বন আধিকারিকরা। বিষয়টি নিয়ে বন দপ্তরও বেশ সজাগ। এখনও কোনও দুর্ঘটনা না ঘটলেও, এই দুই বন্যপ্রাণীর আক্রমণে যাতে কোনও সাধারণ মানুষ আহত না হন, সে বিষয়ে নজর রাখছেন বন আধিকারিকরা।

খোবিঝোরা ফরেস্টে ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ল ব্ল্যাক প্যান্থার ও লেপার্ড।

বন দপ্তরের নজর

- কার্সিয়াং বন বিভাগের একাধিক রেঞ্জে লেপার্ড এবং ব্ল্যাক প্যান্থারের সংখ্যা বেড়েছে
- চলতি বছরে একাধিকবার ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে এই দুই বন্যপ্রাণীর ছবি
- কার্সিয়াং বন বিভাগের কার্সিয়াং, বাগোরা ও বামনপুখরি রেঞ্জে বেশ কয়েকবার দেখা মিলেছে
- তারপর থেকেই নিয়মিত নাইট পেট্রলিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন কার্সিয়াং বন বিভাগের আধিকারিকরা

চার ইয়ারি কথা

কোচবিহার মারুগঞ্জ কার্জিপাড়ায় অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

ঠিক হল আলো

কোচবিহার, ২৪ অগাস্ট : অবশেষে ঠিক করা হল কোচবিহারের ওয়েলকাম গেট বা স্বাগত তোরণের আলো। গত ২৯ জুলাই উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে বিষয়টি নজরে আসে বলে জানিয়েছিলেন পূর্ত দপ্তরের আওতাধীন ইলেক্ট্রিক্যাল দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কৌশিক দেব। তারপরই আলোকসজ্জা ঠিক করার উদ্যোগ নেয় পিডব্লিউডির ইলেক্ট্রিক্যাল দপ্তর। রবিবার সন্ধ্যায় হেরিটেজ গেট আবার আগের মতো আলোকসজ্জায় সেজে ওঠাতে স্বভাবতই খুশি কোচবিহারবাসী।

ভাড়া

Shop for rent 150sq ft. oppt. Kiran Ch Bhawan. M-8116203723. (C/117895)

•

হাকিমপাড়ায় 1BHK ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ 76797-87613. (C/117896)

অ্যাফিডেভিট

ভোটার কার্ড নং WB/01/005/180510 আমার নাম ভুল থাকায় গত 22/8/25 J.M 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rajjak Miya এবং Ajjad Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। কামিনীর হাট, টাকাগাছ, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/117168)

•

আমি Malay Roy, S/o Late Lakshi Kanta Roy, গ্রাম - দেবীপুর, পো: রাজীবপুর, থানা- গঙ্গারামপুর, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, আমার ভোটার কার্ডে (যার নং WB/06/035/447424) আমার নাম ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 24/07/25 তারিখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর এট বুনিয়াদপুর ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট (যার নং 3076) বলে আমি Roy Samaru থেকে Malay Roy ও বাবা Lakshi kanta থেকে Lakshi Kanta Roy করা হইল। (C/117897)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে একজন Accountant চাই (থাকা ও খাওয়া ফ্রি) M : 9733110555. (C/117898)

•

এপার্টমেন্ট ও মল- এর জন্য সিকিউরিটি গার্ড লাগবে। থাকা-খাওয়া মেসে, বেতন- 10,500/- M-9933119446 (C/117899)

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট লাগোয়া মনোরম পরিবেশে ৬ কাঠা জমি (খতিয়ান ও LR- ভুক্ত) সুলভ মূল্যে বিক্রয় হবে। (দালাল নিষ্প্রয়োজন). 7908987319. (C/117925)

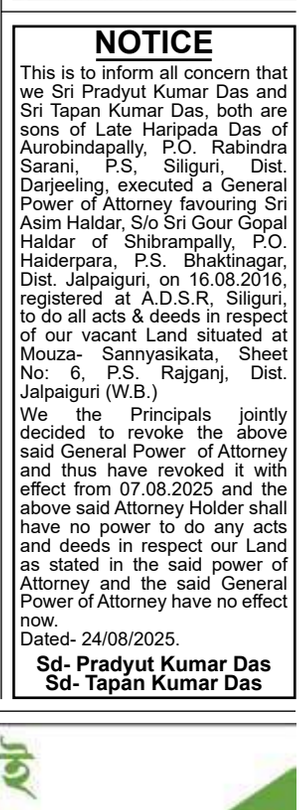

NOTICE

This is to inform all concern that we Sri Pradyut Kumar Das and Sri Tapan Kumar Das, both are sons of Late Haripada Das of Aurobindapally, P.O. Rabindra Sarani, P.S, Siliguri, Dist. Darjeeling, executed a General Power of Attorney favouring Sri Asim Haldar, S/o Sri Gour Gopal Haldar of Shibrampally, P.O. Haiderpara, P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, on 16.08.2016, registered at A.D.S.R, Siliguri, to do all acts & deeds in respect of our vacant Land situated at Mouza- Sannyasikata, Sheet No: 6, P.S. Rajganj, Dist. Jalpaiguri (W.B.)

We the Principals jointly decided to revoke the above said General Power of Attorney and thus have revoked it with effect from 07.08.2025 and the above said Attorney Holder shall have no power to do any acts and deeds in respect our Land as stated in the said power of Attorney and the said General Power of Attorney have no effect now.

Dated- 24/08/2025.

Sd- Pradyut Kumar Das
Sd- Tapan Kumar Das

আজ টিভিতে

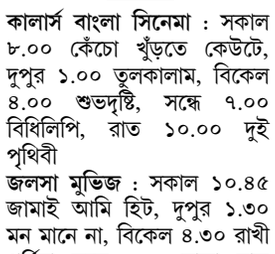

স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিভ টিম (SIT) রাত ৮.৩০ | দশ দিনে দশ লাখ রাত ৯.০০

অনুষ্ঠান দুটি দেখুন জি বাংলা সোনার-এ

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ১.০০ তুলকালাম, বিকেল ৪.০০ শুভদৃষ্টি, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ দুই পৃথিবী

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ জামাই আমি হিট, দুপুর ১.৩০ মন মানে না, বিকেল ৪.৩০ রাখী পূর্ণিমা, সন্ধে ৭.৩০ যোদ্ধা, রাত ১০.৩০ পাওয়ার

জি বাংলা সোনার : বেলা ১১.৩০ একাই একশো, দুপুর ২.০০ জীবন যুদ্ধ, বিকেল ৪.০০ অগ্নিপথ, রাত ১১.০০ সঞ্জীবনী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সোনার সংসার

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩৫ গুডলাক জেরি, ২.৩৬ পটনা শুক্লা, বিকেল ৪.৪৩ গেস্ট ইন লন্ডন, সন্ধে ৬.৫৬ দ্য গাজি অ্যাটাক, রাত ৯.০০ আ জেন্টলম্যান-সুন্দর, সুশীল, রিস্কি, ১১.১৬ তলওয়ার

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.৪৩ ধমাল, বিকেল ৪.০৯ সিরি ভিনেলা, ৫.৫৪ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, রাত ৮.০০ নাচ লাকি নাচ, ১০.১৮ অন্তিম : দ্য ফাইনাল ট্রুথ

কম্পাস সন্ধে ৬.০০ স্টার জলসা

অন্তিম : দ্য ফাইনাল ট্রুথ রাত ১০.১৮ অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৫১ বরেলি কি বরফি, বিকেল ৩.৫৫ মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা, সন্ধে ৬.১৫ তুফান, রাত ১১.১৭ দ্য তাসখন্দ ফাইলস

তুলকালাম দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

স্বপ্ননগরী ছোঁয়ার গল্প

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : সালটা ২০১৭-'১৮। কামাখ্যাগুড়ির ছেলেটার প্রথম একটা গান যখন সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হল, তখনও কে জানত সেই ছেলেটাই একদিন স্বপ্ননগরী মুম্বইতে পাড়ি দেবে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। কামাখ্যাগুড়ির রাকেশের জীবনটা ঠিক এরকমই। পদার্থবিদ্যায় অনার্স পাশ করলেও এর মধ্যেই তিনি সুরের সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। মুম্বইয়ের একাধিক ওয়েব সিরিজে মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করে ফেলেছেন রাকেশ।

প্রথাগতভাবে তিনি ২০১৭ সাল থেকেই মিউজিক নিয়ে চর্চা শুরু করেছিলেন। তার আগে মায়ের কাছেই তাঁর গানের হাতেখড়ি। তারপর অপরাধী নামের বাংলা গানের হিন্দি ভার্সন তৈরি করেন রাকেশ। সেটি ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়। ওই গান ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই ধীরে ধীরে তাঁর জীবনের মানচিত্রে বদল শুরু হয়। বিভিন্ন জায়গায় তিনি আরও কাজ করতে থাকেন।

এরপরে রাকেশের আরও

রাকেশ সূত্রধর। -ফাইল চিত্র

একটি হিন্দি গান 'তুহি হে নেহি রাজি' গানটিও বেশ ভাইরাল হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত হতেই উত্তরবঙ্গের এই রত্নটিকে আর ঘুরে তাকাতে হয়নি। মুম্বইয়ের একটি ওয়েব সিরিজে গান করার প্রস্তাব আসে। পরিচালক সুরজ মুলেকারের সিরিজটির নাম 'হাফ কমিটেড'। সিরিজে সুরকার, গীতিকার ও গায়ক হিসাবে রাকেশ নিজেই ছিলেন। এরপর মুম্বইয়ে একাধিক মিউজিক অ্যালবামের কাজ করতে করতে ২০২৪-এর শেষে আরও একটি শর্ট ফিল্মে মিউজিক ডিরেক্টর হিসাবে কাজ শুরু করেন। ফিল্মটির নাম দৃষ্টি।

নিজের প্রতিভার জোরে সাফল্য ছুঁলেও রাকেশের আক্ষেপও যে নেই তা নয়। নিজের আনন্দের মুহূর্ত ভাগ করে নিতে নিতেই বললেন, ''২০২৪-এ বাবা মারণ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁকে বাঁচাতে পারিনি। আমার চড়াই উতরাইয়ে বাবার অভাবটা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। তবে কাজ থেমে থাকেনি। এখন আমি 'মোর সনম' ও 'আদিবাসী গার্ল' নামে আরও দুটি আদিবাসী সিনেমায় মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছি। 'আদিবাসী গার্ল ২'এর কাজও চলছে এবং পুজোয় রিলিজ হবে।'' অন্যদিকে রাকেশের ইউটিউব চ্যানেলে এক লক্ষ আট হাজার সাবস্ক্রাইবার। তাঁর বহু গান লক্ষ লক্ষ দর্শক দেখেন। নেটিজেনদের কাছে যথেষ্ট প্রশংসিতও তিনি।

রাকেশের কথায়, 'আমার আপ্রাণ চেষ্টা, একজন সফল মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার। কামাখ্যাগুড়ির মতো একটা প্রত্যন্ত এলাকা থেকে মুম্বইয়ের বিভিন্ন প্রোজেক্টে কাজ করা আমার কাছে অলীক স্বপ্ন। আমার মা আমাকে প্রতিনিয়ত মানসিক শক্তি জোগায়।'

রাকেশের মা রমা সূত্রধরের কথায়, 'আমার ছেলে তার নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে গান করছে। সে-ই এই মুহূর্তে পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী।' এদিকে রাকেশের বন্ধু কামাখ্যাগুড়ির আরেক সংগীতশিল্পী উৎসব দত্ত জানান, রাকেশের অধ্যবসায়ই তাঁকে এই জায়গায় এনে দিয়েছে। বন্ধুবান্ধবরাও তাঁকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দেন।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাসস্থান সংক্রান্ত সমস্যার সুরাহা হতে পারে। নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুফল আশা করা যায়। বৃষ : স্বাস্থ্যের ব্যাপারে প্রচুর খরচের সম্ভাবনা। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিনিয়োগে প্রচুর লাভ করবেন। মিথুন : উচ্চশিক্ষার্থীদের আশানুরূপ সাফল্য মিলবে। লটারি সূত্রে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদেশে যাওয়ার যোগ দেখা যায়। কর্কট : বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হবেন। কর্মসূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। সিংহ : কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে অর্থকরী সংস্থায় টাকা বিনিয়োগ করে ঠকতে পারেন। দাম্পত্যে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। কন্যা : বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি। প্রভাবশালী ব্যক্তির হস্তক্ষেপে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। স্নায়ুঘটিত রোগে ভোগান্তি। তুলা : হারিয়ে যাওয়া কোনও জিনিস ফেরত পেয়ে স্বস্তি। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। বৃশ্চিক : কারিগরি বিষয়ক শিক্ষায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। বিকল্প আয়ের পরিকল্পনা বাস্তব হতে পারে। ধনু : পরিবারের সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধে শান্তি ভঙ্গ হতে পারে। ব্যবসায় খুব সতর্কভাবে বিনিয়োগ করলে সুফল পাবেন। মকর : পথেঘাটে চলাফেরায় একটু সাবধান থাকুন। সন্তানের উন্নতিতে শান্তিলাভ ও গর্ব হতে পারে। কুম্ভ : আপনার বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা গুটিয়ে যাবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। মীন : শ্লেষ্মাজনিত সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। পাওনা অর্থ আদায় হবে এবং একাধিক সূত্রে আয়ের পথ খুলতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ৩ ভাদ্র, ২৫ অগাস্ট, ২০২৫, ৮ ভাদ, সংবৎ ২ ভাদ্রপদ সুদি, ১ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।১৯, অঃ ৬।০। সোমবার, দ্বিতীয়া দিবা ১১।৫৩। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।১৩। সিদ্ধযোগ দিবা ১।৪৪। কৌলবকরণ দিবা ১১।৫৩ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১১।২৩ গতে গরকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৯।৭ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, শেষরাত্রি ৪।১৩ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ১১।৫৩ গতে দ্বিপাদদোষ। শেষরাত্রি ৪।১৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১১।৫৩ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি- ৬।৫৪ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৪।২৫ মধ্যে। কালরাত্রি- ১০।১৫ গতে ১১।৪০ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, দিবা ৮।২৯ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, দিবা ১১।৫৩ গতে মাত্র পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।১৩ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন নবশষ্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বিক্রয় বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ, দিবা ১১।৫৩ গতে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস (২৫ আগস্ট)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১১।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৯ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।১০ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।১৪ গতে ৪।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

একটিতে জয়ী হলেও অপরটিতে সংশয়

সমবায় ভোটে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

সৌরভ রায় ও বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুশমণ্ডি ও কুমারগঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : সামনের বছর বিধানসভা ভোট। তবে তার আগে চলতি বছর বিভিন্ন এলাকার সমবায় ভোট যেন অনেক ক্ষেত্রে অন্য সব ভোট প্রচারকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। আর সেই ছবি দেখা গেল কুশমণ্ডি ব্লক মৎস্য সমবায় সমিতির ভোটের প্রচার। সমবায় সমিতির ভোট জিততে সব দলগুলি যেমন মরিয়া প্রচার চালাচ্ছে। পাশাপাশি এই ভোটে কোথাও তৃণমূল জিতছে, আবার কোথাও জিতছে বিজেপি বা সিপিএম। অন্যদিকে, নাজিরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের ভোটে ছয় আসনের মধ্যে পাঁচটিতে জয়ী হয়েছে তৃণমূল এবং একটি আসন দখল করেছে বামফ্রন্ট।

কুশমণ্ডি ব্লক মৎস্য সমবায় সমিতির আসন্ন ভোটে ছ'টি আসনেই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেস। মৎস্য সমবায় সমিতির প্রবীণ সদস্য গেদু হালদার তৃণমূলের (বিক্ষুব্ধ) কর্মী দাবি করে বললেন, 'বর্তমান ব্লক তৃণমূল নেতারা তাঁর সঙ্গে আলোচনা না করেই প্রার্থী দিয়েছেন। যা সমিতির বর্তমান অনেকে ভালোভাবে নেননি।' তৃণমূলকে হারিয়ে তিনি জিতবেন বলেও আশাবাদী। যদিও ব্লক তৃণমূলের সভাপতি করিমুল ইসলাম অবশ্য বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেসকে পাত্তা দিতে রাজি নন। করিমুলের বক্তব্য, ' গেদু কেউ নয় যে, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে প্রার্থী দিতে হবে।'

বামফ্রন্টের আমলে ব্লক মৎস্য সমবায় সমিতি কীভাবে চলত এটা সমিতির সদস্যরা সকলে জানেন বলে মন্তব্য করেন সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য দারুল ইসলাম। অতীতে তৃণমূল মৎস্য সমবায়ে ঘোটালা করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক তাপস রায়ের কথায়, 'প্রচারে বেরিয়ে দেখেছি ভোটাররা তৃণমূলকে চায় না।'

আগামী ৩১ অগাস্ট কুশমণ্ডি ব্লক মৎস্য সমবায় সমিতির ভোট। মঙ্গলপুর হাইস্কুলে ভোট দেবেন ওই সমিতির ৬৭৬ জন ভোটার। ৬ জন প্রার্থীর হয়ে মনোনয়নপত্র জমা করেছে তৃণমূল, বিক্ষুব্ধ তৃণমূল, বিজেপি এবং বামফ্রন্ট। ভোটের প্রচারে শনিবার ঢাকঢোল পিটিয়ে, বাইক মিছিল করে ভোটের ময়দান সরগরম করে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারে পিছিয়ে নেই বিজেপি, বামফ্রন্ট সহ বিক্ষুব্ধ তৃণমূলরা। আর এখানেই উঠছে প্রশ্ন। ব্লক মৎস্য সমবায় সমিতির ভোটকে ঘিরে সমস্ত দলের প্রচারের কারণ কী? নিছক জয় হাসিল, নাকি অন্য কিছু। নাকি এসবের বাইরে সমবায়ের ভেতরের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক লেনদেনের পথ প্রশস্ত করা?

অন্যদিকে, নাজিরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের ভোটে বিরাট ধাক্কা খেল বিজেপি। ছয় আসনের মধ্যে পাঁচটিতে জয়ী হয়েছে তৃণমূল এবং একটি আসন দখল করেছে বাম। বিজেপি তৃতীয় স্থানে থেকে কার্যত ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।

মোট ৩৯৮ ভোটারের মধ্যে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীদের মধ্যে মৌসুমি মণ্ডল মজুমদার সর্বোচ্চ ১২৮ ভোটে জয়ী হন। তৃণমূলের দেবাশিস চৌধুরী, মন্টু মাহাতো, মাজিরুল শেখ এবং গীতা মণ্ডল জয়লাভ করেন। একমাত্র এসটি সংরক্ষিত আসনে মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে বাম সমর্থিত প্রার্থী বিশ্বনাথ মার্ডি তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীকে হারিয়ে জয়ী হন।

বিজেপি সমর্থিত পাঁচ প্রার্থীর কেউ ৯০টি ভোট অতিক্রম করতে পারেননি। অথচ গত লোকসভা ভোটে এই পঞ্চায়েত থেকে বিজেপি ব্যাপক লিড পেয়েছিল। তৃণমূল জানিয়েছে, বিজেপি এসআইআর এবং বাংলা ও বাঙালিকে আক্রমণ-এর ফল হাতেনাতে পেল। তবে বিজেপি শিবির এই ভোটকে সামান্য সমবায়ের ভোট বলে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছে।

সমবায় ভোটে তৃণমূলের জয়ের পর। রবিবার নাজিরপুরে।

জোর টক্কর

- সমবায় ভোট অনেক ক্ষেত্রে অন্য সব ভোট প্রচারকে ছাপিয়ে যাচ্ছে
- কুশমণ্ডি ব্লক মৎস্য সমবায় সমিতির ভোটের প্রচারে সেই ছবি দেখা গেল
- এই ভোটে ছ'টি আসনেই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেস
- নাজিরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের ভোটে বিরাট ধাক্কা খেল বিজেপি
- পাঁচটিতে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা এবং একটি আসন দখল করেছেন বাম সমর্থিত প্রার্থী

সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থার দাবিতে বিক্ষোভ মহানন্দপুরে

মুরতুজ আলম

সামসী, ২৪ অগাস্ট : একটু-আধটু বৃষ্টি হলেই রাস্তায় হাঁটু অবধি জল জমে যায়। এর ফলে দুর্ভোগ পোহাতে হয় চাঁচল-১ ব্লকের মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে দক্ষিণপাকা গ্রামের বাসিন্দাদের। রবিবার সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থার দাবিতে এলাকার বাসিন্দারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। সেইসঙ্গে জমা জলে মাছ ধরে প্রতীকী প্রতিবাদ জানান তাঁরা। চাঁচল-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি জাকির হোসেন বলেন, 'পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলোচনা করে খুব শীঘ্রই নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যার সমাধান করা হবে।'

চাঁচল-১ ব্লকের মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে দক্ষিণপাকা গ্রামের প্রায় একশো মিটার রাস্তা জলকাদায় বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার ফলে এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। এদিন দুপুরের দিকে রাস্তায় একটি টোটো উলটে গেলে টোটোয় থাকা বিভিন্ন সামগ্রী জলে পড়ে নষ্ট হয়। আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হন টোটোচালক। এরপরই বাসিন্দারা সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থার দাবিতে বিক্ষোভে শামিল হন। এই ধরনের দুর্ঘটনা নতুন নয়। এর আগেও এলাকার দুই বাসিন্দা বাইক থেকে পড়ে গিয়ে জখম হয়েছিলেন।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্থানীয় কয়েকজনের জন্যই এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। তাঁরা নিজেদের বাড়ির সামনে মাটি ফেলে নালা বুজিয়ে দিয়েছেন। এর ফলেই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। খুব দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কার করা প্রয়োজন। প্রশাসনকে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা খুরশেদ আলম জানান, আগে সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু মাসখানেক ধরে নিকাশি ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। এখন বৃষ্টি পড়লেই রাস্তায় হাঁটুসমান জল জমে যায়। জল নিষ্কাশনের কোনও ব্যবস্থা নেই। এর ফলে দুর্ভোগ ক্রমশ বাড়ছে। পঞ্চায়েত প্রশাসনকে বারবার বলেও কোনও লাভ হয়নি। আরেক বাসিন্দা সাবির আলির মতে, আশপাশের কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দা ছাড়া ওই রাস্তায় জমে থাকা হাঁটুসমান জলকাদা ডিঙিয়ে মূলত দক্ষিণপাকা মল্লিকপাড়া হাইস্কুল ও নয়াটুলি মহানন্দপুর হাই মাদ্রাসা সহ আরও দুটি প্রাইমারি স্কুলের কয়েক হাজার পড়ুয়া দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। প্রতিদিনই কেউ না কেউ জখম হচ্ছেন। নয়াটুলি মহানন্দপুর হাই মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক উসমান গনিও ওই রাস্তায় সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন।

সমস্যা যেখানে

- চাঁচল-১ ব্লকের মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে দক্ষিণপাকা গ্রামের প্রায় একশো মিটার রাস্তা জলকাদায় বেহাল
- সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় হাঁটুসমান জল জমে যায়
- টোটো উলটে কিংবা বাইক থেকে পড়ে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার কবলে পড়েন বাসিন্দারা

সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থার দাবিতে দক্ষিণপাকায় বিক্ষোভ বাসিন্দাদের।

বৃষ্টিস্নাত বিকেলে ফুটবল খেলা। রবিবার বালুরঘাট হাইস্কুলের মাঠে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

দাদারে পরিযায়ী নিখোঁজে রহস্য

সঙ্গীর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ পরিবারের

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৪ অগাস্ট : বাংলা থেকে যাওয়ার কথা বলতেই মুম্বইয়ের দাদার স্টেশনে পুলিশের খপ্পরে পড়ে একজন পালাতে সক্ষম হলেও, অন্যজনের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের অভিযোগ। যে পরিযায়ী পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনিও নাকি নিখোঁজের খোঁজ দিতে পারছেন না। এমন পরিস্থিতিতে বন্ধুকে বিপদের মুখে ফেলে পালিয়ে যাওয়া শ্রমিক সহ আরও এক তরুণের বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল নিখোঁজ শ্রমিকের পরিবার। নিখোঁজ বিশ্বজিৎ মালি কোথায় রয়েছেন, তা জানতে মুম্বই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করছে বালুরঘাট থানা।

আর ১০ জনের মতো পরিবারের পাশে দাঁড়াতে চেয়ে বালুরঘাট ব্লকের জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট দেওরা গ্রামের ২২ বছর বয়সি বিশ্বজিৎ মালি ভিনরাজ্যে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁকে কাজ জোগাড় করে দেওয়ার দায়িত্ব নেন ওই গ্রামেরই নিখিল সরকার ও বাপ্পা বর্মন। নিখিল এলাকার ছেলেদের মুম্বইয়ে পাঠান এবং বাপ্পা সেখানে কাজ জোগাড় করে দেন বলে জানা গিয়েছে। গত ১৯ অগাস্ট নিখিলের সঙ্গে মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা হন বিশ্বজিৎ। পরিবারের দাবি, ২২ অগাস্ট ট্রেনে থাকাকালীন বিশ্বজিতের সঙ্গে কথা হয়েছে। কিন্তু তারপর থেকে বিশ্বজিতের ফোন

> দাদার স্টেশনে ভাইকে আটকানো হয়েছিল বলে নিখিল জানিয়েছে। কিন্তু নানাভাবে চেষ্টা করেও ভাইয়ের আর খোঁজ মিলছে না। নিখিলের কথা আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। আমাদের সন্দেহ ওরাই আমার ভাইয়ের কোনও ক্ষতি করেছে। তাই ঘটনার তদন্ত করে ভাইকে ফেরত আনার ব্যবস্থা করুক পুলিশ।
>
> **মৌসুমি মালি** নিখোঁজের দিদি

বন্ধ থাকায় যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। নিখিলকে ফোন করে পুলিশের আটকের বিষয়টি তাঁরা জানতে পারেন। নিখিল তাঁদের জানান, দাদার স্টেশনে নেমে লোকাল ট্রেন ধরে মুম্বইয়ে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ট্রেন দাদার স্টেশনে নামতেই প্ল্যাটফর্মে থাকা পুলিশ দুজনকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। বাংলাদেশি সন্দেহ হওয়ায় তাঁদের আটকে রাখার পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ জারি হয়। যা কানে যেতেই সঙ্গী বিশ্বজিৎকে ফেলে পালিয়ে যান নিখিল। এরপর থেকে বিশ্বজিতের কোনও খোঁজ নেই বা যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। পরের দিন স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে গিয়ে বিশ্বজিতের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে নিখিল দাবি করেছেন।

কিন্তু নিখিলের কথা বিশ্বাস করছে না বিশ্বজিতের পরিবার। তাই নিখিল ও মুম্বইয়ে থাকা বাপ্পার বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় ছেলে নিখোঁজের বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন বিশ্বজিতের বাবা মদন মালি। বিশ্বজিতের দিদি মৌসুমি বলেন, 'দাদার স্টেশনে ভাইকে আটকানো হয়েছিল বলে নিখিল জানিয়েছে। কিন্তু নানাভাবে চেষ্টা করেও ভাইয়ের আর খোঁজ মিলছে না। নিখিলের কথা আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। আমাদের সন্দেহ ওরাই আমার ভাইয়ের কোনও ক্ষতি করেছে। তাই ঘটনার তদন্ত করে ভাইকে ফেরত আনার ব্যবস্থা করুক পুলিশ।'

১২ দিনে দুবার চুরি

কুমারগঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : কুমারগঞ্জ ব্লকের আঙিনা গ্রামে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ১২ দিনের ব্যবধানে দুইবার চুরি হয়েছে। ১১ অগাস্ট রাতে প্রথমবার ওই কেন্দ্র থেকে প্রায় ২০ কেজি চাল, ৩০ কেজি ডাল, ৫ লিটার তেল, ৫ প্যাকেট লবণ সহ একাধিক সামগ্রী চুরি যায়। শনিবার ফের ২টি চেয়ার, ১টি চালের ড্রাম, ১টি বাক্স ও ১ ট্রে ডিম চুরি হয়েছিল। কেন্দ্রের কর্মী সুমিত্রা বসাক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'একবার চুরি হওয়ার পর থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ আসেনি। আবার চুরি হল। এখন কীভাবে সেন্টার চালাব?' আবার কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদারের দাবি, প্রথমবার চুরির পর তদন্তে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল।

মৃত কিশোরী

মালদা, ২৪ অগাস্ট : মোবাইল কেনার জন্য জেদ করেছিল নবম শ্রেণির ছাত্রী। চাষ-আবাদ করে সংসার চালানো পরিবার সেই বায়না মিটিয়ে দিতে পারেনি। সেই অভিমানে ওই পড়ুয়া বিষপান করে বলে দাবি পরিবারের। মৃত পড়ুয়ার নাম মৌমিতা সরকার (১৫)। তার বাড়ি গাজোলের বনাইল এলাকায়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার সকালে মৃত্যু হয় মৌমিতার। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

পরিবার জানিয়েছে, মৌমিতা মোবাইল কেনার জন্য বায়না করেছিল। পরিবারের লোকজন প্রথমে রাজি না হলেও পরবর্তীতে মোবাইল কিনে দেওয়ার জন্য কিছুটা সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজি হয়নি মৌমিতা। অভিমানে গত ১৭ অগাস্ট বাড়িতে থাকা ঘাস মারার বিষ খেয়ে নেয় সে। পরিবারের লোকজন মৌমিতাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পেয়ে প্রথমে গাজোল হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তাকে রেফার করা হয়।

বিজয় মিছিল

রায়গঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : পথকুকুরদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট রায় বদল করায় রায়গঞ্জের দুটি পশুপ্রেমী সংগঠন রবিবার বিজয় মিছিল করে শহরের ঘড়ি মোড় থেকে বিদ্রোহী মোড় পর্যন্ত। একটি সংস্থার কর্মকর্তা গৌতম তান্তিয়া জানান, পথকুকুরদের অধিকার সুনিশ্চিত করায় সুপ্রিম কোর্টকে ধন্যবাদ জানাতে এই মিছিল করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা চাই, দ্রুত পথকুকুরদের নির্বীজকরণ ও নিয়মিত টিকাকরণ হোক। পথচারীদের উপদ্রব করে, এমন কুকুর ও রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো গবাদিপশুর জন্য অ্যানিমাল শেলটার হাউস তৈরি করা হোক।'

হোমে মহিলা

কুশমণ্ডি, ২৪ অগাস্ট : কুশমণ্ডির বেরইল পঞ্চায়েত এলাকায় বেশ কয়েকদিন ধরে এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছিল। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে কুশমণ্ডি থানার পুলিশ ওই মহিলাকে উদ্ধার করে তপন ব্লকের একটি সরকারি হোমে পাঠিয়েছে।

দুর্ঘটনাস্থলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড়। রবিবার।

রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত ট্রেকার কনডাক্টর

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : কুমারগঞ্জ ব্লকের কুমারগঞ্জ-বালুরঘাট রাজ্য সড়কে রবিবার সকালে একটি দুর্ঘটনা হয়। মোহনা পঞ্চায়েতের বড়ম ও গোবিন্দপুরের মাঝামাঝি জায়গায় দুর্ঘটনাটি হয়। এতে মারা যান একজন ট্রেকার কনডাক্টর। তাঁর নাম সুবীর বসাক (৩৯)। বাড়ি কুমারগঞ্জের আঙ্গিনা গ্রামে। পাশাপাশি বেশ কয়েকজন যাত্রীও আহত হয়েছেন।

এদিন পতিরামগামী একটি ট্রেকারকে অপর একটি ট্রেকার ওভারটেক করার চেষ্টা করে। ওই সময় একটি আরেকটিকে ধাক্কা মারে। এতে একটি ট্রেকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার একপাশে উলটে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কনডাক্টর সুবীর বসাকের। অনেক যাত্রী গাড়ি থেকে ছিটকে পড়েন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল ও বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর জন্য দুর্ঘটনাটি হয়েছে। যদিও মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের।

স্থানীয় বাসিন্দা তুষার সিং ক্ষোভের সুরে বললেন, 'যাত্রী তুলতে গাড়িগুলি যেভাবে একে অপরের সঙ্গে রেস করে তারই পরিণতি এদিনের দুর্ঘটনা। সড়কপথে নজরদারি ও নিয়মিত ট্রাফিক চেকিংয়ের অভাবে এধরনের দুর্ঘটনা হয়েছে।'

ঘটনাক্রম

- রবিবার সকালে কুমারগঞ্জ-বালুরঘাট রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনা হয়
- একটি ট্রেকার অপর একটি ট্রেকারকে ওভারটেক করতে গিয়ে দুর্ঘটনাটি হয়
- ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কনডাক্টর সুবীর বসাকের
- স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান

দুর্ঘটনার জেরে রাজ্য সড়কের ওপরে ব্যাপক যানজট হয়। খবর পেয়ে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ট্রেকারটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। এরপর যানজট দূর করে এলাকার ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনে।

কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদারের বক্তব্য, 'ওই দুর্ঘটনায় একজন মারা গিয়েছেন। বাকিদের চিকিৎসা চলছে। আমরা গিয়ে রাস্তার ওপর থেকে যানজট সরিয়ে ফের গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক করি।'

স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন, যাত্রী তুলতে গাড়িগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা প্রতিদিনের চিত্রে পরিণত হয়েছে। এর ফলে যাত্রীদের জীবন বারবার ঝুঁকির মুখে পড়ছে।

অপর এক স্থানীয় বাসিন্দা সুবিমল সরকারের কথায়, 'ট্রেকারটির ভেতরে অনেক যাত্রী ছিলেন। গাড়িটি উলটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠাই। বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো বন্ধ করতে প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে।'

পদ্মের বৈঠক

রায়গঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিজেপির বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠক হল। রবিবার রায়গঞ্জ শহরে দলের জেলা কার্যালয়ে বৈঠকটি হয়। এদিন সেখানে দলের জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ, প্রাক্তন জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন

বুনিয়াদপুর, ২৪ অগাস্ট : বুনিয়াদপুর পুর এলাকার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বংশীহারী থানা ফিশারম্যান কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের নির্বাচন রবিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাদের মোট সদস্য ৩০৮ জন। ৬টি আসনে ২০৯ জন সদস্য এদিন ভোটদান করেছেন। দ্বিমুখী লড়াইয়ে তৃণমূল ৬টি আসনে জয়ী হয়।

বৃক্ষরোপণ

বৈষ্ণবনগর, ২৪ অগাস্ট : অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি মৌলানা মহম্মদ বাকিবিল্লাহর নির্দেশে ও মালদা জেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে কালিয়াচক ৩ ব্লক কমিটির সহযোগিতায় রবিবার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এই সংগঠনের সহ সভাপতি ওয়াসিম আক্রম সহ অন্যরা।

বেশি ভাড়া দিয়ে নৌকায় নাগর নদী পারাপার।

নাগর নদীতে এখনও হয়নি সেতু

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : এপারে করণদিঘি ওপারে হেমতাবাদ ব্লক। মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে নাগর নদী। এই নদীতে সেতু নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু এক দশক কেটে গেলেও সেতু নির্মাণের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শেষপর্যন্ত দাবি পূরণ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল বলেন, 'জেলা প্রশাসনের কাছে অনেক আগেই এই ব্যাপারে প্রস্তাব পাঠানো আছে।'

উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘির সাবধান, লাহুতারা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত ও হেমতাবাদের মোহনপুর, ভাটোল সহ একাংশের বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রশাসনের সব স্তরেই বারবার আর্জি জানানো হয়েছে। লাভ হয়নি। ব্যবসা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দারা জানান, ভারী বৃষ্টির ফলে অস্থায়ীভাবে তৈরি বাঁশের সাঁকো ভেসে যাওয়ায় যাতায়াত করতে অসুবিধা হচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিতে। করণদিঘি ও হেমতাবাদে চাষাবাদ ভালোই হয়। নদীর ওপর সেতু তৈরি না হওয়ায় সবজি আনার ক্ষেত্রে দু'পারের বাসিন্দাদের অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। সকলকে অনেকটাই ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নদী পারাপারের জন্য বর্ষায় বেসরকারি উদ্যোগে নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সরকারিভাবে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বেশি ভাড়া দিয়ে নৌকায় পারাপার করতে হয়। মোহনপুর, মেহেন্দাবাড়ি, ভাটোল, কোইলারা, ফতেপুর, গোপালপুর, কামাত সহ বিভিন্ন গ্রামের মানুষ এই রুটে চলাচল করেন। সাবধানের পিপলাঘাটে নাগর নদীর ওপর কংক্রিটের ব্রিজ তৈরি হলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই নদীর এপার থেকে ওপার যাতায়াত করা যাবে।

পিপলাঘাট দিয়ে নদী পার হয়ে পূর্বদিকে ভাটোল। ওই গ্রাম হেমতাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে হলেও রায়গঞ্জ ব্লকের মধ্যে পড়ে। করণদিঘি, হেমতাবাদ বিধানসভা এবং রায়গঞ্জ ব্লকের সংযোগস্থল হচ্ছে পিপলাঘাট। শুখা মরশুমে বাঁশের সাঁকো দিয়ে পারাপার করা হয়। কিন্তু, বর্ষার সময়ে নদী ফুলেফেঁপে উঠলে জলের তোড়ে সাঁকো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তখন ভরসা নৌকা। নৌকা কিংবা ভেলায় চেপে মানুষ পারাপার করেন। সাবধান থেকে সড়কপথে ভাটোল যেতে হলে বেঙ্গল টু বেঙ্গল রোড দিয়ে বোতলবাড়িতে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরতে হয়। সেখান থেকে নাগর ব্রিজের উপর দিয়ে নদী পার হয়ে ভাটোল যাওয়ার গ্রামের রাস্তা ধরতে হয়। এতে বাসিন্দাদের প্রায় ২৫ কিমি রাস্তা অতিক্রম করতে হয়। পিপলাঘাটে সেতু তৈরি হলে এতটা ঘুরপথে সাধারণ মানুষকে যেতে হবে না। এতে সময় ও অর্থ দুই-ই কম লাগবে। শেষপর্যন্ত কবে সেতু তৈরি হবে, সেই অপেক্ষায় বসে রয়েছেন করণদিঘি ও হেমতাবাদ ব্লকের বাসিন্দারা।

ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

বন্ধ করণদিঘির নাগর জুট পার্ক

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : সরকারি অনুদান পেয়েও দুই দশক ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে করণদিঘির নাগর জুট পার্ক। তিনতলা বিল্ডিং এখন কার্যত ভূতুড়ে বাড়ি। সন্ধ্যা নামলেই সেখানে মদ ও জুয়ার আসর বসে। গোটা বিষয়টি ইতিমধ্যেই প্রশাসনের নজরে এসেছে। রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি বলেন, 'কুড়ি বছর ধরে জুট পার্কটি পড়ে রয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে যাতে দ্রুত ওই জুট পার্কটি চালু করা যায়।'

ইউপিএ সরকারের শেষের দিকে দেশজুড়ে জুট পার্ক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে উত্তর দিনাজপুর জেলাকেও একটি প্রকল্প দেওয়া হয়েছিল। এই জেলার করণদিঘি ব্লকের নাগরে জুট পার্ক তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৎকালীন সরকার। সেই মতো নাগর নদীর ধারেই ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে জুট পার্কের জন্য কয়েক একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল। কলকাতার এক জুট কোম্পানি সেই প্রকল্পের বরাত পেয়েছিল। এই প্রকল্পের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার অনুদান দেয়। কলকাতার ওই জুট কোম্পানি জুট পার্ক তৈরির কাজ শুরু করে। জুট পার্কের জন্য তারা বেশ কয়েকটি বহুতলও নির্মাণ করে। অভিযোগ ওঠে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান পাওয়ার পর ওই সংস্থা এখান থেকে তাদের সমস্ত কিছু গুটিয়ে চলে যায়। দুই দশকে তাদের আর দেখা যায়নি।

বণিকসভার মতে, উত্তর দিনাজপুর জেলা পাট চাষে অন্যতম। এখানে জুট পার্ক চালু হলে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হত। প্রকল্পে বলা হয়েছিল, এই জুট পার্কে একটা পাটের মিল থাকবে। মিলের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র থাকবে, যেখানে স্থানীয় ছেলেমেয়েরা পাট থেকে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির প্রশিক্ষণ নেবেন। শুধু এখানেই শেষ নয়, তাঁরা ওই সমস্ত সামগ্রী জুট পার্কেই তৈরি করবেন বলেও উল্লেখ করা হয়।

বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার কর্ণধার হেমন্ত শিকারিয়ার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমরা জুট পার্কটি তৈরি করব। কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরির জন্য সময় লাগছে।' তবে ওয়েস্ট দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক শংকর কুণ্ডু প্রশ্ন তুলেছেন, কাগজপত্র তৈরি করতে কি কখনও দুই দশক সময় লাগে? একই সঙ্গে তিনি জানান, প্রকল্পটি ভালো ছিল। কিন্তু সরকারি তত্ত্বাবধানে গাফিলতি ছিল। সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে ওই সংস্থা তাদের স্বার্থ হাসিল করে সবকিছু গুটিয়ে চলে গিয়েছে। এই প্রকল্পটি হলে উত্তর দিনাজপুর জেলা অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হতে পারত।

করণদিঘির নাগর জুট পার্ক এখন অসামাজিক কাজকর্মের আখড়া।

এনআরসি'র জুজু দেখিয়ে ভোট আদায়ের ছক : মনসুর

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : বিধানসভা নির্বাচনের আগে গ্রামের সংখ্যালঘু মানুষকে এনআরসি'র জুজু দেখাতে শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। উদ্দেশ্য একটাই, সংখ্যালঘু মানুষের ভোট আদায় করা। রবিবার রায়গঞ্জে ব্লক সংখ্যালঘু কংগ্রেসের সভায় এমনটাই শোনা গেল ব্লক সভাপতি মনসুর আলির মুখে।

জেলা কংগ্রেসের কার্যালয়ে এদিন ব্লকের ১৪টি অঞ্চলের সংখ্যালঘু কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিয়ে সভা ডাকা হয়েছিল। মাদ্রাসাগুলির বেহাল অবস্থা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সরকারি প্রকল্প নিয়ে সাধারণ মানুষের অহেতুক হয়রানির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিতরা। মনসুর আলি বলেন,

> গ্রামগুলিতে কোনও উন্নয়ন হচ্ছে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের দিক থেকে সাধারণ সংখ্যালঘু মানুষ পিছিয়ে পড়ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা অনুন্নয়ন ঢাকতে এবং দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে সংখ্যালঘু এলাকাগুলিতে এনআরসি নিয়ে মিথ্যা কথা বলছে এবং ভয় দেখাচ্ছে।
>
> – মনসুর আলি

'গ্রামগুলিতে কোনও উন্নয়ন হচ্ছে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের দিক থেকে সাধারণ সংখ্যালঘু মানুষ পিছিয়ে পড়ছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা অনুন্নয়ন ঢাকতে এবং দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে সংখ্যালঘু এলাকাগুলিতে এনআরসি নিয়ে মিথ্যা কথা বলছে এবং ভয় দেখাচ্ছে। পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজকে এনআরসি'র ভয় দেখিয়ে ভোট বাড়াতে চাইছে।'

রায়গঞ্জ ব্লকের ভাটোল, জগদীশপুর, বিন্দোল, শীতগ্রাম, বাহিন, গৌরী অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস আতঙ্কে রয়েছে বলে মনসুরের কটাক্ষ। কারণ গ্রামের সংখ্যালঘু মানুষ তাদের বিশ্বাস করছে না। তাই এনআরসি, এসআইআরের মতো 'গল্প' প্রচার করা হচ্ছে। এদিন ব্লক কংগ্রেস সংখ্যালঘু নেতৃত্ব অঞ্চল নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়ানোর জন্য। পাশাপাশি তৃণমূল এবং বিজেপির নেতাদের প্ররোচনায় পা না দেওয়ার জন্য সতর্ক করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের রায়গঞ্জ-২ ব্লক সভাপতি দীপঙ্কর বর্মনের কথায়, 'গ্রামেগঞ্জে কংগ্রেসের কোনও সংগঠন নেই। গ্রামের সংখ্যালঘু মানুষ ভালোমতো জানেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের জন্য কী কী করেছেন। তাই ভুল বার্তা দিয়ে লাভ নেই।'

প্রতিভা অন্বেষণ

রায়গঞ্জ ও মালদা, ২৪ অগাস্ট : রবিবার রায়গঞ্জ ব্লকের মাড়াইকুড়া ইন্দ্রমোহন উচ্চ বিদ্যাভবনে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের ব্যবস্থাপনায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিভা অন্বেষণ অভীক্ষা অনুষ্ঠিত হল। এদিন সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত এই অভীক্ষা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকদের তরফে শিক্ষক সুব্রত সরকার বলেন, 'প্রতি বছর এই অভীক্ষা হয়ে থাকে। এদিন রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় এই অভীক্ষা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামীতে রাজ্য স্তরে অংশগ্রহণের সুযোগও রয়েছে। স্থানাধিকারীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে।'

মালদা শহরের রামকিঙ্কর বালিকা বিদ্যাশ্রমেও এদিন মেধা অন্বেষণ অভীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের মালদা জেলা সম্পাদক রঞ্জু মিশ্র বলেন, 'বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষাতে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।'

খুদে ব্যবসায়ী।। গঙ্গারামপুরের বোড়ডাঙ্গিতে ছবিটি তুলেছেন ইন্দ্রজিৎ সরকার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

গাড়ি আটকে বিক্ষোভ ভূতনির কেশরপুরে

ত্রাণে খাওয়ার অযোগ্য খিচুড়ি

আজাদ

মানিকচক, ২৪ অগাস্ট : ভূতনিতে ত্রাণের খিচুড়িকে ঘিরে বিক্ষোভ দুর্গতদের। মানুষ তো দূর, পশুদেরও এমন খাবার দেওয়া যায় না। খিচুড়ির নামে চাল এবং সামান্য ডালের মিশ্রিত তরল পরিবেশন করা হচ্ছে। এই অভিযোগে রবিবার উত্তাল হয়ে উঠল ভূতনির কেশরপুর এলাকা। ব্লক প্রশাসনের খিচুড়ি সরবরাহের গাড়ি আটকে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান দুর্গতরা। তাঁদেরই মধ্যে একজন সন্তোষ মণ্ডলের কটাক্ষ, 'একদিকে বন্যার জলে হাবুডুবু খাচ্ছি আমরা। অন্যদিকে প্রশাসন যে খিচুড়ি দিচ্ছে সেটাতেও জল। এই খিচুড়ি কোনও গবাদিপশুও খাবে না। মানুষ তো দূরের কথা। এই খাবার খেলেই অসুস্থ হতে হবে।'

অভিযোগ, এইরকম খাবার শুধু এদিন সরবরাহ করা হয়েছে, এমনটা নয়। প্রতিদিনই 'নিয়ম করে' খাওয়ার অযোগ্য খিচুড়ি দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও উপায় থাকে না। বাধ্য হয়ে খিদের জ্বালায় খাওয়ার অযোগ্য খিচুড়িই খেতে হয় বন্যা পরিস্থিতির দুর্গতদের। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

জল টলটলে খিচুড়ি রোজ বিলি করা হয় কেশরপুরে।

> খাওয়া যাবে না ওই খিচুড়ি। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। এই খাবার না নিলে তো না খেয়ে মরতে হবে। বাড়িতে বয়স্ক, বাচ্চারা আছে। তারা কী খাবে?
>
> সরলা চৌধুরী
> দুর্গত

ভূতনির কেশরপুর, কালুটোনটোলা, বসন্তটোলা সহ অসংরক্ষিত এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রাম এখনও গঙ্গার জলে জলমগ্ন। বন্যা পরিস্থিতিতে গ্রামগুলির পাঁচ শতাধিক বাসিন্দা বর্তমানে বসবাস করছে ভূতনির রিং বাঁধের ওপর। সেখানে বাঁশের তাঁবু করে প্রশাসনের দেওয়া ত্রিপল টাঙিয়ে কোনওরকমে দিন কাটাচ্ছে পরিবারগুলি। গবাদিপশু সহ শিশু, বয়স্ক সকলেই বসবাস করছে একই তাঁবুর নীচে। দুপুর এবং রাতের খাওয়াদাওয়া বলতে প্রশাসনের তরফে দেওয়া খাদ্যসামগ্রী। সেই খিচুড়ি সরবরাহ না হলে না খেয়ে থাকতে হয় দুর্গতদের। সেই খিচুড়ির মান নিয়ে প্রথম থেকেই ক্ষুব্ধ বাঁধের উপর আশ্রিতরা। খিচুড়ি দিতে আসা সরকারি কর্মীদের কাছে বারবার অভিযোগ করেন। কিন্তু অভিযোগই সার!

রবিবারও ঠিক একইভাবে একটি ট্র্যাক্টরে করে কেশরপুরের বাঁধে থাকা দুর্গতদের জন্য খিচুড়ি নিয়ে আসা হয়। কিন্তু খিচুড়ির মান রোজকার মতো এদিন খুব নিম্নমানের ছিল। খিচুড়ির অবস্থা দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাসিন্দারা।

টলটলে জলের মতো খিচুড়ি পরিবেশিত হয়। খিচুড়ির গাড়ি আটকে শুরু হয় বিক্ষোভ। কেন রোজ এধরনের খিচুড়ি দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে শুরু হয় বচসা। তবে কিছুক্ষণ পর বিক্ষোভ তুলে সেই খিচুড়ি নিতেই বাধ্য হন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকাবাসী সরলা চৌধুরী বললেন, 'খাওয়া যাবে না ওই খিচুড়ি। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। এই খাবার না নিলে তো না খেয়ে মরতে হবে। বাড়িতে বয়স্ক, বাচ্চারা আছে। তারা কী খাবে?'

নাবালিকার প্রসবের সাফাই

'যত দোষ চ্যাটিংয়ের'

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৪ অগাস্ট : ইনস্টাগ্রামে গর্ভবতী! সন্তান জন্ম দেওয়ার পর চ্যাটিং তত্ত্ব খাড়া করে এমনই দাবি করেছে এক নাবালিকা। তা যে অসম্ভব, তা বুঝতে ডাক্তার হতে হয় না। তবুও কাদের সঙ্গে চ্যাটিং করত মেয়েটি, তা জানতে বিষয়টির গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল পুলিশ। কিন্তু ওই নাবালিকার এমন কোনও অ্যাকাউন্টের হদিস পাওয়া যায়নি। তাই নাবালিকা মা হওয়ার দু'দিন পরেও, সন্তানটির বাবা কে, বুঝতে পারছে না পুলিশ। সদ্য মা হওয়া নাবালিকার শারীরিক অবস্থার কথা চিন্তা করে এখনই জেরার পথে যেতে না চাওয়া পুলিশ ভরসা রাখছে মেয়েটির আত্মীয়দের উপর। কিন্তু দিদিমা এবং সৎবাবার কাছ থেকেও তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো সূত্র মিলছে না। বরং তাঁদের দাবি, বাড়ির মেয়ের গর্ভধারণের বিষয়টি নাকি তাঁরা টেরই পাননি। যে কারণে বালুরঘাট থানায় পরিবারটির তরফে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছে অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। ফলে ঘটনার কিনারায় নাবালিকার সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছে পুলিশ। ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বলছেন, 'ধর্ষণ সংক্রান্ত অভিযোগ পেয়েছি। অভিযোগের তদন্ত করা হচ্ছে।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় 'কুমারী মা' হওয়ার ঘটনা কম নয়। কিন্তু আর ১০টি ঘটনার সঙ্গে শুক্রবার সন্তান জন্ম দেওয়া নবম শ্রেণির ছাত্রীর ঘটনাকে মেলাতে পারছেন না চিকিৎসক থেকে পুলিশ আধিকারিকরা। কেননা, প্রাথমিক প্রশ্নে মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ক্ষেত্রে ইনস্টাগ্রামে অশ্লীল চ্যাটিংয়ের কথা বলেছে। যা সম্পূর্ণভাবে আজগুবি। বাড়ির লোকেদের কাছ থেকেও স্পষ্ট তো দূরের কথা, কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। শনিবার রাতে বালুরঘাট থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার দিদিমা। তাঁর দাবি, গর্ভাবস্থার কথা তিনি জানতেন না এবং মেয়েটির সঙ্গে কারও সম্পর্ক রয়েছে কি না, সেই সংক্রান্ত কিছুই তিনি জানেন না। নাবালিকার সৎবাবাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও তেমন কোনও তথ্য পায়নি পুলিশ। গর্ভধারণের ক্ষেত্রে শারীরিক পরিবর্তন অনিবার্য। কিন্তু বাড়ির ১৫ বছরের মেয়েটি যে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে, তা নাকি তাঁরা টেরই পাননি, দাবি দিদিমা এবং সৎবাবার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিয়ের পর থেকে দু'বছর ধরে কর্মসূত্রে ইসলামপুরে থাকেন মেয়েটির মা। মেয়েটি দিদিমা ও সৎবাবার সঙ্গে থাকত। ফলে এমন অপকর্মের জন্য অনেকের সন্দেহ সৎবাবার দিকে। কিন্তু পুলিশ সৎবাবার মোবাইল পরীক্ষা এবং নানা জিজ্ঞাসাবাদ করেও তেমন কোনও তথ্য পায়নি। দিদিমাও বলেছেন, নাবালিকা নাতনি যে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে, তা তিনি নাকি বুঝতে পারেননি। শুক্রবার হাসপাতালে ভর্তি করার পর চিকিৎসকদের কাছ থেকে প্রথম বিষয়টি জানতে পেরেছেন। ফলে সদ্যোজাত সন্তানের পিতা কে, উঠছে প্রশ্ন। কোনও কারণে মেয়েটি ধর্ষণের কথা চেপে যাচ্ছে কি না, সে দিকেও নজর রেখেছে প্রশাসন। দক্ষিণ দিনাজপুরে ক্রমশই নাবালিকার গর্ভবতী হয়ে পড়ার ঘটনা বাড়ছে। তার মধ্যে এবারের ঘটনাটি বালুরঘাট শহরের মতো জেলা সদরে ঘটায়, চিন্তার ভাঁজ চওড়া হচ্ছে।

ধন্দ

- ইনস্টাগ্রামে কিছু ছেলের সঙ্গে চ্যাটিং করে গর্ভবতী, দাবি নবম শ্রেণির ছাত্রীর
- বাড়ির মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা, টের পাননি দাবি করছেন দিদিমা ও সৎবাবা
- সুনির্দিষ্টভাবে না হলেও পরিবারের তরফে বালুরঘাট থানায় ধর্ষণের অভিযোগ
- সদ্যোজাতের বাবা কে, জানতে নাবালিকার সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য অপেক্ষা পুলিশের

ত্রাণ বিলিতে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৪ অগাস্ট : দলীয় ভোটার দেখে বন্যাদুর্গতদের শাসকদল ত্রাণ বিলি করছে বলে গুরুতর অভিযোগ তুলল ফরওয়ার্ড ব্লক। অভিযোগ, হরিশ্চন্দ্রপুরে ফুলহর নদীর জলে প্লাবিত দক্ষিণ ভাকুড়িয়া খিদিরপুর সহ একাধিক গ্রামের দুর্গতরা সরকারের দেওয়া ত্রাণ পাননি। তৃণমূল শুধু তাদের সমর্থকদের ত্রাণ দিয়েছে। দক্ষিণ ভাকুড়িয়া গ্রামের দীনেশ মণ্ডল বলেন, 'যাঁরা প্রকৃত দুর্গত, তাঁদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমরা এখনও সরকারের দেওয়া ত্রিপল পেলাম না। জলের মধ্যে বাস করতে হচ্ছে পরিবার নিয়ে। অথচ এলাকার

প্রভাবশালীরা ত্রিপল এবং ত্রাণসামগ্রী পেয়ে গিয়েছেন।'

খিদিরপুর এলাকার গ্রামবাসী শেখ লোটন বলেন, 'কয়েক সপ্তাহ ধরে আমার গ্রামের কয়েকটি পরিবার জলের মধ্যে বসবাস করছে। কেউ এসে একটিবার খোঁজ নেয়নি, ত্রাণও দেয়নি।' বন্যাপ্লাবিত ইসলামপুর অঞ্চলের বেশ কয়েকটি গ্রামের পরিস্থিতি দেখে ফরওয়ার্ড ব্লকের মালদা জেলা কমিটির সদস্য অজিত সাহা বলেন, 'দক্ষিণ ভাকুড়িয়া গ্রামে প্রায় ৪০ থেকে ৫০টি পরিবার এখনও জলে বসবাস করছে। খাবার দূরের কথা, সরকারের ত্রিপলটুকুও তাদের কপালে জোটেনি। বিষয়টি আমি জেলা শাসককে জানাব।'

যদিও এলাকার বিধায়ক তজমুল হোসেনের দাবি, 'ফরওয়ার্ড ব্লকের অভিযোগ ভিত্তিহীন। বন্যাকবলিতদের ধাপে ধাপে ত্রাণ বিলি করা হচ্ছে। কখনও এলাকায় গিয়ে, কখনও বিডিও অফিস থেকে। ত্রাণের কোনও সংকট নেই। সমস্যা হলে বিডিও অফিসে গেলেই ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে।' হরিশ্চন্দ্রপুর-২'র বিডিও তাপসকুমার পাল বলেন, 'গত দুই সপ্তাহে প্রায় ১১০০ পরিবারকে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। আগেও আমরা এলাকায় গিয়ে ত্রাণ দিয়েছি। কেউ না পেয়ে থাকলে বিডিও অফিসে যোগাযোগ করলেই দিয়ে দেব।' লাগাতার বৃষ্টিতে ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নদী তীরবর্তী সাতটি গ্রাম জলে ডুবে গিয়েছে।

রাতের অন্ধকারে পুকুরে বিষ দেওয়ায় বিপত্তি

সাতসকালে ভেসে উঠল লক্ষ টাকার মাছ

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ২৪ অগাস্ট : রাতের অন্ধকারে পুকুরে বিষ দেওয়ার অভিযোগ উঠল কয়েকজন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। রবিবার সকালে ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গঙ্গারামপুর ব্লকের সুকদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীপুর গ্রামে। পুকুর লিজ নেওয়া সমরেশ ঠাকুরের দাবি, এর ফলে ৩ একর ৬ বিঘা পুকুরে থাকা একাধিক প্রজাতির মাছ মরে গিয়েছে। কমপক্ষে ১৩ থেকে ১৪ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশে অভিযোগ জানানো হবে। যদিও খবর লেখা পর্যন্ত কোনও অভিযোগ জানানো হয়নি।

গঙ্গারামপুরের মাছ ব্যবসায়ী সমরেশ ঠাকুর গঙ্গারামপুর ব্লকের সুকদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীপুরে বিশালাকার পুকুরটি লিজে নিয়েছেন। সেখানে রুই, মিরিক, কাতলা মাছ ছাড়াও ট্যাংরা মাছও চাষ করেছিলেন তিনি। এদিন সকালে পুকুর পরিচর্যা করতে আসা কর্মীরা দেখতে পান কয়েকটি মাছ ভাসছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় সমরেশকে। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসেন তিনি। তবে ততক্ষণে সব শেষ। তিনি এসে দেখতে পান পুকরের অধিকাংশ মাছ ততক্ষণে ভেসে উঠেছে।

সমরেশ বললেন, 'সকালে আমাদের এই পুকুরে দুই-চারটে মাছ ভেসে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল। পুকুরে প্রচুর টাকার মাছ ছিল। অক্সিজেন ট্যাবলেট থেকে শুরু করে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিয়েও মাছের মরণ থামানো যায়নি। পরে পুকুরে নেমে বিষের গন্ধ পাই। কে বা কারা ক্যারিব্যাগে করে এই পুকুরে দিয়ে গিয়েছে।' তিনি আরও জানান, আড়াই টন মৃত মাছ তোলা হয়েছে। বাকি মাছগুলিও তোলার কাজ চলছে। তবে কারা পুকুরে বিষ দিল? কেনই বা তারা এমন ঘটনা ঘটাল? এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক কারণ রয়েছে, নাকি ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে কেউ এমন ঘটনা

> সকালে আমাদের এই পুকুরে দুই-চারটে মাছ ভেসে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল। পুকুরে প্রচুর টাকার মাছ ছিল। অক্সিজেন ট্যাবলেট থেকে শুরু করে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিয়েও মাছের মরণ থামানো যায়নি। পরে পুকুরে নেমে বিষের গন্ধ পাই। কে বা কারা ক্যারিব্যাগে করে এই পুকুরে দিয়ে গিয়েছে।
>
> **সমরেশ ঠাকুর**
> *মাছ ব্যবসায়ী*

ঘটাল সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। সমরেশের কথায়, 'প্রাথমিকভাবে কাউকে সন্দেহ করতে পারছি না। তবে পুকুরের চারিদিকে সিসিটিভি লাগানো রয়েছে। ফুটেজ দেখলে বোঝা যাবে কারা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে।' জানা গিয়েছে, থানায় লিখিত অভিযোগ না করলেও মৌখিকভাবে টাউন বাবু বিশ্বজিৎ বর্মনকে পুরো বিষয়টি জানিয়েছেন সমরেশ।

এদিন সকালে যিনি প্রথম বিষয়টি দেখেন সেই ভরত রায়ের কথায়, 'ঘড়ি দেখিনি। তবে ভোরের নমাজের পরে আমি পুকুরে এসে ট্যাংরা মাছের খাবার দিয়েছি। তার কিছুক্ষণ পরে পুকুরে একটা রূপচাঁদ মাছ ভেসে ওঠে। পুকুরের ম্যানেজারকে বিষয়টি জানাই। তারপর দেখি একাধিক ট্যাংরা মাছ মৃত অবস্থায় ভেসে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই পুকুরের বেশিরভাগ মাছ ভেসে উঠতে শুরু করে।' তিনি আরও জানান, মালিকের উপস্থিতিতেই পুকুরের এক জায়গা থেকে একটি কালো ক্যারিব্যাগের মধ্যে বিষ দেখতে পাওয়া যায়। ঘটনা প্রসঙ্গে সুকদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মন্টু সোরেন জানান, বিষয়টি নিয়ে কেউ কিছু জানাননি।

বিষ দিয়ে মাছ মেরে ফেলার অভিযোগ। দেবীপুর গ্রামে। - চয়ন হোড়

কিশোরী অপহরণে গ্রেপ্তার ১

রায়গঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : ১৬ বছরের নাবালিকাকে অপহরণ করে ভিনরাজ্যে লুকিয়ে রাখার অভিযোগে মূল অভিযুক্তের বাবাকে রবিবার ভোরে গ্রেপ্তার করল ইটাহার থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম গণেশ পূজার। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার মহিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কান্তোর গ্রামে। এদিন ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ৩ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেড় মাস আগে ইটাহার থানা এলাকার ১৬ বছরের ওই নাবালিকাকে অপহরণ করে ভিনরাজ্যে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখেন গণেশের ছেলে কাচালু পূজার। ইটাহার থানায় ওই তরুণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার বাবা। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে অভিযুক্ত হায়দরাবাদে নিয়ে গিয়েছে নাবালিকাকে। সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'পুলিশ মূল অভিযুক্তকে না পেয়ে অভিযুক্তের বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে।'

ধৃত ২

মালদা, ২৪ অগাস্ট : পাচারের আগে শনিবার রাতে ৮১৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পুলিশ ধৃতদের সাতদিন হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে রবিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করলে তাঁদের জেল হেপাজতে পাঠানো হয়। সোমবার তাঁদের আবার আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুলিশের একটি দল গৌড় মালদা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় হানা দেয়। তথ্য অনুযায়ী দুই ব্যক্তির কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হয় ৮১৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার। উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগারের আনুমানিক বাজারমূল্য ২০ লক্ষ টাকা। ধৃতদের নাম মহিবুর শেখ ও মহম্মদ ফিরোজ শেখ। দুজনেরই বাড়ি কালিয়াচকের বালিয়াডাঙ্গা এলাকায়।

ধৃতরা উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগার কার থেকে নিয়েছিলেন? কাকে তা দেওয়ার কথা ছিল? এই চক্রের সঙ্গে আর কে কে জড়িত রয়েছে? তা জানতে তদন্ত চলছে।

গীতা পাঠ

মালদা, ২৪ অগাস্ট : রবিবার মালদা টাউন হাইস্কুলের মাঠে সহস্র কণ্ঠে গীতা পাঠের আয়োজন করলেন সনাতন সংস্কৃতি সংসদের সদস্যরা। এদিন দুপুর ১২টা থেকে সহস্র কণ্ঠে গীতা পাঠ শুরু হয়।

কাঠ সরানো হল রাস্তা থেকে

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৪ অগাস্ট : প্রশাসনের নির্দেশে রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন রাজ্য সড়কের ফুটপাথ দখল করে থাকা মাখনা তৈরির জ্বালানি কাঠ পরিষ্কার করতে শুরু করলেন মাখনার প্রক্রিয়াকরণে জড়িয়ে থাকা ব্যবসায়ীরা। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বারদুয়ারি সহ এলাকার একাধিক রাজ্য এবং গ্রামীণ সড়কে মাখনা প্রস্তুত করার বিভিন্ন জায়গা বা স্থানীয় ভাষায় ফড়ি ছিল। মাখনা প্রস্তুত করতে প্রচুর পরিমাণে জ্বালানি হিসেবে কাঠের দরকার পড়ে। এই ফড়িগুলিতে নিযুক্ত ব্যবসায়ীরা প্রচুর পরিমাণে কাঠ রাজ্য সড়কের ফুটপাথে ডাঁই করে রাখতেন। এর ফলে পথচারীরা সমস্যায় পড়তেন। ফুটপাথ দখল হয়ে থাকার কারণে ঘটত দুর্ঘটনাও। এই সমস্যা নিয়ে মাখনা তৈরির সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের আবেদন করে কোনও লাভ হয়নি। প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিরা সাধারণ মানুষের অভিযোগে কান দেননি।

এই সমস্যা নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় ২২ অগাস্ট একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপরই প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। শনিবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের জ্বালানির কাঠ ফুটপাথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ফুটপাথ ফাঁকা করার কাজ শুরু হয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রবীণ শিক্ষক আবদুল ওয়াহাব বলেন, 'আমি প্রতিদিন প্রাতর্ভ্রমণে বের হই। কিন্তু রাজ্য সড়কে ফুটপাথজুড়ে বেআইনিভাবে জ্বালানি কাঠগুলি জড়ো করে রাখার জন্য হাঁটাচলা করতে অসুবিধা হচ্ছিল। রাস্তার উপর দিয়েই হাঁটতে হত। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে ধন্যবাদ জানাই। তারা সমস্যাটি নজরে আনায় কিছুটা সুরাহা হয়েছে।' হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ডাবলু রজক বলেন, 'আমরা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই মাখনা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছি। দ্রুত যাতে এই সমস্যার সমাধান হয় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে আর এইভাবে রাস্তাজুড়ে জ্বালানি কাঠ রাখতে দেওয়া হবে না।'

স্থানীয় বাসিন্দা সুপ্রতিম সুকুল বলেন, 'কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে ঠিকই, তবে ঠিকমতো পরিষ্কার এখনও হয়নি। কিছু কিছু জায়গায় এখনও কাঠের স্তূপ রয়ে গিয়েছে। প্রশাসনের উচিত ঠিকমতো দেখে এগুলো পরিষ্কার করা।'

শিক্ষক সম্মেলন

বৈষ্ণবনগর, ২৪ অগাস্ট : প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন অখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষক সংঘের রাজ্য শাখা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৪৩তম মালদা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রবিবার। বৈষ্ণবনগরের একটি বেসরকারি ভবনে আয়োজিত সম্মেলনে ছিলেন রাজ্য কমিটির সভাপতি শামসুল আলম, জেলা কমিটির সভাপতি ভুজঙ্গভূষণ সরকার, জেলা সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত মুখোপাধ্যায় সহ জেলার অন্য নেতারা। প্রথমে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পরে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষকের ঘাটতি পূরণ সহ নানা দাবিদাওয়া তুলে ধরা হয়। প্রশাসনিক মহলে এইসব দাবির কথা তুলে ধরা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

পথবাতি

কুশমণ্ডি, ২৪ অগাস্ট : শনিবার সন্ধ্যায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দে তৈরি ১৪টি সৌরবিদ্যুৎচালিত পথবাতির উদ্বোধন করলেন বিধায়ক রেখা রায়। আরও বেশকিছু সৌরবিদ্যুৎচালিত পথবাতি বসানো হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রকৃতির খেয়ালে মাথায় হাত মৃৎশিল্পীদের

গৌতম দাস

গাজোল, ২৪ অগাস্ট : প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় মাথায় হাত মৃৎশিল্পীদের। মেঘ আর বৃষ্টির লুকোচুরি খেলার মধ্যে প্রতিমা শুকোতে গিয়ে বেগ পেতে হচ্ছে মৃৎশিল্পীদের। এদিকে বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজোর আর প্রায় মাসখানেক বাকি রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে অনেক পুজো উদ্যোক্তারা মহালয়া থেকে পুজো উদ্বোধন শুরু করে দেন। তাই ওই পুজো কমিটিগুলিকে আগেই প্রতিমা দিতে হবে। তাই মৃৎশিল্পীদের কাছে সময় অনেক কম।

এর মাঝে রয়েছে বিশ্বকর্মাপুজো। সেই প্রতিমাও তৈরি করতে হচ্ছে মৃৎশিল্পীদের। তাই রোদের ওপর ভরসা না করে গ্যাস বার্নার দিয়ে প্রতিমা শুকানোর কাজ করছেন তাঁরা। এতে খরচ অনেকটা বাড়লেও তাঁদের কাছে অন্য কোনও উপায় নেই।

গাজোলের আদর্শপল্লি এলাকায় রয়েছে মৃৎশিল্পীদের বেশ কয়েকটি কারখানা। ওই এলাকার কারখানাগুলির বাইরে মৃৎশিল্পীদের রাস্তার ধারে প্রতিমা শুকোনোর কাজ করতে দেখা যায়। কিন্তু এবছর সেই দৃশ্য যেন অনেকটাই উধাও।

গাজোলে মেশিন দিয়ে প্রতিমা শুকানো হচ্ছে। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

প্রায় কুড়িদিন ধরে আবহাওয়া খারাপ। কখনও মেঘ, আবার কখনও বৃষ্টির খেলা। তাই রোদের দেখা না পাওয়াতে কারখানার ভেতরেই প্রতিমা শুকোনোর কাজ করতে হচ্ছে মৃৎশিল্পীদের।

রবিবার গাজোলের কুমোরটুলি এলাকায় মন্টু পাল শিল্পালয়ে গিয়ে দেখা গেল সেখানে কয়েকজন শিল্পী জোরকদমে প্রতিমার ওপর মাটির প্রলেপ দেওয়ার কাজ করছেন। আবার কয়েকজন কারিগর গ্যাস বার্নার দিয়ে প্রতিমা শুকানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

শিল্পী মধুসূদন পাল বললেন, 'এবছর অবস্থা খুব খারাপ। ১৭টি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছি। তার মধ্যে ৪টি বিগ বাজেটের রয়েছে। ১০টি মাঝারি এবং ৩টি বাড়ির পুজোর প্রতিমা। দুর্গার পাশাপাশি রয়েছে বিশ্বকর্মা ও গণেশের মূর্তি। এর মধ্যে দশ ফুটের একটি গণেশের প্রতিমা রয়েছে। তবে এবছর আবহাওয়া খারাপ থাকায় আমাদের কাজে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। প্রতিমা শুকানোর জন্য একটি জায়গা ভাড়া নিতে হয়েছে।'

অপর এক মৃৎশিল্পী প্রদীপ পাল বলেন, 'প্রতিমা তৈরির সমস্ত উপকরণের দাম বেড়েছে। তার ওপর যোগ হয়েছে প্রতিমা শুকানোর বাড়তি খরচ। এবছর বিশ্বকর্মাপুজোর তিনদিন পর মহালয়া। মহালয়ার দিন থেকেই অনেক পুজো উদ্যোক্তারা প্রতিমা নিয়ে যাওয়া শুরু করে দেবেন। তাই বিশ্বকর্মাপুজোর আগে থেকে প্রতিমার রঙের কাজ শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে আবহাওয়ার যা অবস্থা তাতে কীভাবে এতগুলো কাজ সামলে উঠব তা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না। অবশেষে গ্যাস বার্নার দিয়ে প্রতিমা শুকানোর কাজ চলছে।'

থিমে বাঙালি

এবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের থিম ভাষা সন্ত্রাস ও বাঙালি বিদ্বেষ। রবিবার এই কথা জানিয়েছেন তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য।

কমবে বৃষ্টি

দক্ষিণবঙ্গ থেকে সরতে শুরু করেছে নিম্নচাপ। ফলে সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র বৃষ্টি কমবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলবে।

বিক্ষোভ

গান্ধি মূর্তির পাদদেশে রবিবার ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূলের জয়হিন্দ বাহিনী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, জয়প্রকাশ মজুমদার।

বৃদ্ধের মৃত্যু

হাওড়ার আবাসনে অস্বাভাবিক মৃত্যু বৃদ্ধের। হাত থেকে উধাও হয়েছে চারটি আংটি। খুনের অভিযোগ তুলেছে পরিবার। পাওয়া যায়নি বৃদ্ধের মোবাইল ফোনের হদিসও। তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

সে ছিল একদিন আমাদের যৌবনে কলকাতা.. *রবিবার। ছবি : পিটিআই*

ধৃত প্রাক্তন পুলিশকর্তা

বাংলাদেশ থেকে উত্তর ২৪ পরগনায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন বাংলাদেশ পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্তা। শনিবার সন্ধ্যায় উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্ত চৌকির কাছে তিনি সোনাই নদী পেরিয়ে এদেশে ঢোকার চেষ্টা করেন। তখনই বিএসএফ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর নাম আফরুজ্জামান। তিনি হাসিনা জমানায় রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের দায়িত্বে ছিলেন। বিএসএফ-এর জেরার মুখে তিনি দাবি করেছেন, হাসিনা ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে বর্তমান ইউনূস সরকার তাঁকে বরখাস্ত করে। তাঁর গ্রেপ্তারির সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় তিনি বিভিন্ন জায়গায় গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। কয়েকদিন স্বরূপনগরের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার একটি গ্রামে ছিলেন। কিন্তু সেখানেও বাংলাদেশ পুলিশ তাঁর খোঁজ পেয়ে যায়। তখন প্রবল বৃষ্টির মধ্যে তিনি এদেশে চলে আসার চেষ্টা করেন। বিষয়টি তদন্তের জন্য তাঁকে রাজ্য পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ। ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। এদিন বসিরহাট আদালতে তোলা হলে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের কোনও পুলিশ কর্তার এভাবে এদেশে আসার চেষ্টা করে গ্রেপ্তারির ঘটনা বিরল বলেই বিএসএফ কর্তারা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশে অশান্ত পরিবেশ তৈরি হওয়ার পর থেকেই সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ। স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্ত এলাকা অনেকটাই অরক্ষিত। এখানে সোনাই নদী পার করে চোরাচালানের ঘটনা ব্যাপক পরিমাণে ঘটত। সেই কারণেই এই এলাকার দিকে বিশেষ নজর রয়েছে বিএসএফ-এর। বিএসএফ কর্তারা জানিয়েছেন, ওই পুলিশকর্তা একাই এদেশে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। ইউনূস সরকারের চাপে নাকি কোনও চক্রের হয়ে তিনি কাজ করার জন্য এদেশে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।

একনজরে

- হাকিমপুর সীমান্ত চৌকির কাছে তিনি সোনাই নদী পেরিয়ে এদেশে ঢোকার চেষ্টা
- হাসিনা ঘনিষ্ঠ হওয়ার দাবি
- রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের দায়িত্বে ছিলেন
- ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে এসটিএফ
- তিনি হঠাৎ করে একা এদেশে কেন এলেন এখনও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না

রাজ্য পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের কাছ থেকে বেশকিছু কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তাতে নিশ্চিত করা গিয়েছে, তিনি বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত ছিলেন। বাংলাদেশে পূর্বতন সরকারের সচিব পদেও কিছুদিন কাজ করেছেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ করে একা এদেশে কেন এলেন তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তাঁর বিষয়ে তথ্য জানতে বিজিবি-র সঙ্গেও সমন্বয় বৈঠক করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ তাঁর সম্পর্কে তথ্য জানাবে বলেও রাজ্য পুলিশকে জানিয়েছে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে অনেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু উচ্চপদস্থ কোনও কর্তা গ্রেপ্তারের ঘটনা এই প্রথম। সেই কারণেই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য পুলিশও। এসটিএফ-এর কর্তারা তাঁকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

কটাক্ষ বিবেক-পত্নীর

‘শাশ্বত ভীতু’

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’ সিনেমা নিয়ে বিতর্কের মাঝেই এবার আসরে নামলেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর স্ত্রী পল্লবী যোশি। বিবেকের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্যের শাসক দলকে তুলোধোনা করলেন তিনি। এমনকি অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে ‘ভীতু’ বলে কটাক্ষও করেছেন পরিচালক-পত্নী। ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’-এর ট্রেলার লঞ্চের অনুষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পল্লবী মন্তব্য করেন, ‘কলকাতার ঘটনা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। প্রতিরোধ হবে অনুমান করেছিলাম। কিন্তু ভাবিনি পুলিশ পাঠানো হবে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যখন সিনেমা তৈরি হয়, বিশেষ করে কোনও

অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যর্থতার কথা সামনে আসে, তখন অনেকেরই অস্বস্তি হয়। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হয়।’ এই সিনেমার সহ প্রযোজক পল্লবী বলেন, ‘শাশ্বতর সাহস নেই। একজন অভিনেতার কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না।’

‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’-এর ট্রেলার সামনে আসতেই বিবেকের বিরুদ্ধে পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতাদের একাংশ মুখ খুলেছিলেন। ট্রেলার প্রকাশে বাধাও দেওয়া হয়। এই বিষয়ে তাঁর সহধর্মিণী বলেন, ‘একজন শিল্পী হিসেবে আমি ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত। ওরা ভয় পাচ্ছে। ছবিটা না দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভুল। আমাদের ধারণা, এই ছবির প্রদর্শনও এই রাজ্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই ধরনের পদক্ষেপ শুধু শিল্পের স্বাধীনতাকে কেড়ে নেয় না। মানুষের সত্য জানার অধিকারকেও কেড়ে নেয়। রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানাই, যেন ছবিটির প্রদর্শন কোনও বাধা ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে হয়। ছবিটির নাম পরিবর্তনের বিষয়ে অবগত ছিলেন না বলে দাবি করেছিলেন এই ছবিরই অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। তা নিয়ে পল্লবী মন্তব্য করেন, ‘শাশ্বতকে সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী ভেবেছিলাম। কিন্তু ওর সাহসের অভাব রয়েছে।’

অচেনা ওয়েবসাইটে জালিয়াতি

ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস টেট উত্তীর্ণদের

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : ২০২২ সালের টেট পরীক্ষার্থীরা ইন্টারভিউয়ের সুযোগ পাননি এখনও। বছর গড়িয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে যখন ৫০ হাজার শূন্যপদের দাবিতে দফায় দফায় আন্দোলন করছেন চাকরিপ্রার্থীরা, ঠিক তখনই সামনে এল জালিয়াতির তথ্য। ২০২২ সালের প্রায় দেড় লক্ষ টেট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে একটি অচেনা ওয়েবসাইটে।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সূত্রে খবর, এই ঘটনা সম্পর্কে তারা অবগত নয়। চাকরিপ্রার্থীদের প্রশ্ন, সরকারি অনুমোদন ছাড়া একটি ওয়েবসাইট কীভাবে টেট পাশের নথি প্রকাশ্যে আনতে পারে? আইনি পথে হাঁটার আশ্বাস দিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি।

শনিবার রাত গড়াতেই হঠাৎ খোঁজ পাওয়া যায় একটি বেসরকারি ওয়েবসাইটের। সেখানে অনায়াসে ডাউনলোড করা যাচ্ছে পরীক্ষার্থীদের টেট পাশের নথি। চাকরিপ্রার্থী পার্থজিৎ বণিক বলেন, ‘এর দায় পর্ষদকেই নিতে হবে। নতুন সভাপতি আসার পর এই নিয়ে দু-বার প্রাথমিক পর্ষদের ওয়েবসাইটকে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। তারপরেও কীভাবে পর্ষদের তথ্য বাইরে বেরোতে পারে? যে বা যাঁরা এই জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হোক।’

ভুয়ো ওয়েবসাইটির একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। ২০২৩ সালে ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছিল টেট-এর ফলাফল। তারপরই পর্ষদের ওয়েবসাইট থেকে চাকরিপ্রার্থীরা নথি ডাউনলোড করেছিলেন। ৬ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী টেট দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক লক্ষেরও বেশি উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর তথ্য ফাঁস হয়েছে বলেই অভিযোগ।

নিয়োগের অনিশ্চয়তার মাঝেই এরকম জালিয়াতির সন্ধান পাওয়ায় দুশ্চিন্তায় টেট উত্তীর্ণরা। পর্ষদ সূত্রে খবর, শীঘ্রই এই বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হতে পারে। সাইবার ক্রাইম বিভাগেও অভিযোগ করার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিপ্রার্থী বিদেশ গাজির প্রশ্ন, ‘সরকারি তথ্য

> এর দায় পর্ষদকেই নিতে হবে। নতুন সভাপতি আসার পর এই নিয়ে দু-বার প্রাথমিক পর্ষদের ওয়েবসাইটকে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। তারপরেও কীভাবে পর্ষদের তথ্য বাইরে বেরোতে পারে? যে বা যাঁরা এই জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হোক।
>
> **পার্থজিৎ বণিক**

> আগে সত্যতা যাচাই করব। তারপর যদি প্রয়োজন মনে হয়, তাহলে আইনি পদক্ষেপ করব।
>
> **গৌতম পাল**
> **সভাপতি, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ**

অত্যন্ত সুরক্ষিত থাকার কথা। অন্যের হাতে যায় কী করে?’ এই ঘটনায় মুখ খুলেছেন পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল। তিনি বলেন, ‘আগে সত্যতা যাচাই করব। তারপর যদি প্রয়োজন মনে হয়, তাহলে আইনি পদক্ষেপ করব।’

মেডিকেল কলেজে আসন বিক্রি রুখতে নির্দেশিকা

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : রাজ্যজুড়ে ডাক্তারির আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম রুখতে চাইছে রাজ্য সরকার। এমবিবিএস ও ডেন্টাল (বিডিএস) স্তরে কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য আসন কেনাবেচার অভিযোগ উঠে আসছে। তাই এই বেনিয়ম রুখতে কড়া পদক্ষেপ করছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে যাতে সিট কেনাবেচার এই প্রবণতা রোখা যায়, তাই একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছেন স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা। ভর্তি কাউন্সেলিংয়ের সময় কোনওভাবে যাতে অনিয়ম না হয়, তাই বেশ কিছু নির্দেশ আনা হয়েছে। সেই নির্দেশ অমান্য করলে কড়া শাস্তির কথাও বলা হয়েছে।

জয়েন্টের পরেই ডাক্তারি পড়ুয়াদের মেডিকেল কলেজগুলিতে আসন পাইয়ে দেওয়ার জন্য ৪০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিশেষ করে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলি থেকে এই ধরনের অভিযোগ উঠছে। যাদের র‍্যাংক নীচের দিকে তাঁদের এই ধরনের প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ।

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই স্বাস্থ্য ভবন নির্দেশিকা জারি করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, কাউন্সেলিংয়ের সময় শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট বেসরকারি মেডিকেল কলেজে নিযুক্ত একজন নোডাল অফিসার ও ২ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি সেন্টারে প্রবেশ করতে পারবেন। তাঁদের কাছে বৈধ পরিচয়পত্র থাকতে হবে। পড়ুয়ারা উপস্থিত থাকবে। একটি কলেজ থেকে তিনজনের বেশি প্রতিনিধি কাউন্সেলিং সেন্টারে প্রবেশ করতে পারবেন না।

বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলিতে ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠিয়ে নতুন নির্দেশিকা সম্পর্কে জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা স্পষ্ট জানিয়েছেন, নিয়ম লঙ্ঘন করলে কড়া ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। রাজ্যের ধারণা, এর ফলে নিয়োগে স্বচ্ছতা আসবে।

কলকাতার উন্নয়নের নামে গাছ কাটার প্রতিবাদে পরিবেশপ্রেমীদের প্রতিবাদ কে কে দাস কলেজের সামনে।

প্রতিষ্ঠা দিবসে স্থগিত পরীক্ষা

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন স্থগিত হল বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। রাজ্যের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘাতের পরও আগামী ২৮ অগাস্টের পরীক্ষার দিন বদলায়নি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে ভিন্ন পথে হাঁটল শিবপুরের বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়। শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছেন, পড়ুয়াদের অনুরোধে ও ২৮ অগাস্ট গণ পরিবহণ স্বাভাবিক না থাকার সম্ভাবনা থাকায় স্নাতকোত্তরের পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষাগুলি নেওয়া হবে আগামী ৩০ অগাস্ট। পরীক্ষার সূচি জানিয়ে দেওয়া হবে পরে।

বিজ্ঞপ্তিতে যদিও উল্লেখ নেই ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের কথা। বিরোধী দলের অভিযোগ, প্রতিষ্ঠা দিবসের উপলক্ষ্যেই পরীক্ষা পিছোনো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপ কুমার মাইতি জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের যাতে সমস্যা না হয়, তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডলের কটাক্ষ, ‘নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে পার্টি অফিস বানিয়ে ফেলেছে তৃণমূল।’

অন্তঃসত্ত্বার গর্ভপাত, ১ লক্ষ ক্ষতিপূরণ

বেসরকারি হাসপাতালে তালা কমিশনের

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : এক চিকিৎসকের শখ ছেলের জন্মদিনে তাঁকে দিয়ে জটিল অপারেশন করাবেন। যথারীতি সেই কাজ করলেন এবং সেই ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্টও করে দিলেন। এরপর যখন তা নিয়ে জলঘোলা, কোর্ট কেস হল, তখন সকলের চক্ষু চড়কগাছ। এই ঘটনা দেখা গিয়েছিল আরশাদ ওয়ারসি অভিনীত ‘জলি এলএলবি’ সিনেমায়। এবার কার্যত একই ঘটনা দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গে। যদিও এবার চর্চায় এক ভুয়ো চিকিৎসক।

ছবি : এআই

প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে নার্সিংহোমের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। যেতেই অবিনাশ কুমার নামক এক ব্যক্তি নিজেকে আরএমও দাবি করে এগিয়ে আসেন মহিলার দিকে। তারপরই তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন লিখে দেন অবিনাশ। মহিলাকে একটি ইনজেকশনও দেন। তাতে ব্যথা একটু কমলে বাড়ি ফিরে যান মহিলা। তারপরই তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হয়। এই ভয়ংকর অভিযোগ উঠেছে একবালপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে। অভিযোগ দায়ের করা হয় স্বাস্থ্য কমিশনে। ঘটনার তদন্তের পর ওই হাসপাতালে তালা ঝোলাল কমিশন। ওই পরিবারকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করেছে কমিশন।

৬ অগাস্ট স্বাস্থ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন অলোকা রায় নামক ওই মহিলা। তাঁর অভিযোগ, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যন্ত্রণার কারণেই তিনি হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সেখানে নিজেকে আরএমও দাবি করে তাঁর চিকিৎসা করেন ওই হাসপাতালেরই কর্ণধারের সহকারী। তিনি আদতে চিকিৎসকই নন। অভিযোগ, হাসপাতালের কর্ণধার রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। স্বাস্থ্য কমিশন এই বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। কমিশনের চেয়ারপার্সন অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘যিনি ওই মহিলাকে ওষুধ দিয়েছেন, তিনি চিকিৎসকই নন। হাসপাতালের কর্ণধার স্বীকার করেছেন, তাঁর সহকারী অবিনাশ তাঁর টেবিল থেকে লেটারহেড ব্যবহার করে ওই প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন। আমরা হাসপাতাল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ ইতিমধ্যেই ভর্তি হওয়া রোগীদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছে ওই হাসপাতাল। ইন্ডোরে রোগী ভর্তি বন্ধ রাখা হয়েছে। কমিশনের পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত তালা ঝুলবে হাসপাতালে।

মন্তব্য বিচারপতির

‘বিচার ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন’

রিমি শীল

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : বিচারব্যবস্থাকে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সময়ের বদলের সঙ্গে অপরাধের ধরনও পাল্টে যাচ্ছে। সেই সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রয়োজন। রবিবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সাংবাদিকদের একথা বলেন।

এদিন পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় আইন বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘পুলিশ, আইনজীবী, বিচার ব্যবস্থাকে সজাগ থাকতে হবে। ভালো বিচারের জন্য ভালো তদন্তের প্রয়োজন। অনেক সময় তদন্তকারী অফিসারদের ভূমিকা সঠিক থাকছে না। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে তারতম্য থাকছে। এগুলি ওই পর্যায়ে যাচাই করা আদালতের কাজ নয়। ভালো তদন্ত ও বিচারের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ।’

এদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘অপরাধতত্ত্ব এবং অপরাধ-বিচার’ নামে প্রথম কোর্স চালু হয়। পূর্ব ভারতে প্রথমবার এই ধরনের দু’বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে

পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় আইন বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কোর্স উদ্বোধন।

ছিলেন বিচারপতি ঘোষ ছাড়াও বিচারপতি সুগত মজুমদার, বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিআইজি সাইবার ক্রাইম সঞ্জয় সিং সহ অন্যান্য শিক্ষাবিদ।

সম্প্রতি ময়নাতদন্তের রিপোর্টগুলিতে আদালতের যে অসন্তোষ রয়েছে, তা এদিন স্পষ্ট হয় বিচারপতি ঘোষের মন্তব্যে।

তাঁর পর্যবেক্ষণ, ‘দক্ষতার অভাবে বা অন্য কোনও কারণে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে গরমিল রয়েছে। ফরেন্সিক রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেখানে গরমিল থাকলে বিচার প্রক্রিয়া প্রভাবিত হয়। তাই ভালো তদন্ত ও বিচারের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ দরকার।’ সাইবার অপরাধ বর্তমানে সুনামির আকার নিয়েছে বলে মন্তব্য করেন সঞ্জয় সিং।

তিনি বলেন, ‘সাইবার অপরাধ রুখতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু থামানো যাচ্ছে না। যত অভিযোগ নথিভুক্ত হয়, তার চেয়েও বেশি নথিভুক্ত হয় না।’ বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আমাদের দেশে অপরাধ তত্ত্বের বিষয়ে পড়ার আলাদা ব্যবস্থা নেই। এটি একটি আদর্শ পাঠ্যক্রম হতে চলেছে।’

প্রযুক্তিনির্ভর যুগে সঠিক বিচার ও তদন্তের স্বার্থে আইনি পাঠক্রমকে আধুনিক করতে অপরাধ তত্ত্ব, ফরেন্সিক বিজ্ঞান, ভিক্টিমোলজি, সাইবার ক্রাইম প্রযুক্তিতে জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন। এই কোর্সের মাধ্যমে তা সম্ভব বলে মন্তব্য রেখেছেন বিচারপতি ও শিক্ষাবিদরা।

এসআইআর-এ চর্চায় আরএসএসের অ্যাজেন্ডা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : দেশকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করাই আরএসএস তথা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের লক্ষ্য। সংঘের শতবর্ষে সেই লক্ষ্যপূরণেই এগোচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এসআইআর থেকে ডেমোগ্রাফি মিশন সেই অভিন্ন লক্ষ্যের কৌশলগত মাধ্যম ছাড়া কিছু নয়। সংঘের মনোভাব থেকেই তা স্পষ্ট। ভোটার তালিকা নিয়ে কাজ করা বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একাংশ এমনটাই মনে করেন।

বিজেপি ও আরএসএস প্রকাশ্যেই বলে, ধর্মের ভিত্তিতেই দেশভাগ করে এখন সেই মুসলিমরা ভারতবর্ষকে তাদের দেশ বলে দাবি করতে পারে না। সম্প্রতি লালকেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের পর বিহার ও দমদমের সভা থেকে মোদি বলেছেন, যে সুবিধা দেশের নাগরিকদের প্রাপ্য তা অনুপ্রবেশকারীদের পেতে দেব না। অনুপ্রবেশকারীদের এক এক করে দেশের বাইরে বের করে দিতে হবে। জনতার কাছে জানতে চান, যে অনুপ্রবেশকারী আপনার রোজগার কাড়ছে, জমি দখল করছে তাকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে কি না। জনবিন্যাস বদল রুখতে ডেমোগ্রাফি মিশন

করে নাগরিকত্বের পরিচিতি হিসাবে স্মার্ট কার্ড করার নিদান দিয়েছেন মোদি।

এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে যাঁরা বাদ পড়বেন, তাঁরা শুধু ভোটের অধিকারই হারাবেন তাই নয়, বেনাগরিক হয়ে যাবেন। রাষ্ট্রের কাছে তাঁরা অনুপ্রবেশকারী হিসাবেই চিহ্নিত হবেন। আবার পূর্বতন দেশেও (যদি তা আদৌ থেকে থাকে) ফিরে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। তার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত বীরভূমের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি সহ দুটি পরিবার। পুশব্যাক করে বাংলাদেশে পাঠানোর পর সেখানেও তাঁরা অনুপ্রবেশকারী

হিসাবে গ্রেপ্তার হয়ে বাংলাদেশের জেলে।

বিহারের পর এরাজ্য সহ গোটা দেশেই পর্যায় ক্রমে এসআইআর শুরু হবে বলে ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। পর্যবেক্ষকদের মতে, কমিশনের বর্তমান নীতির পরিবর্তন না হলে (সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে) দেশে কয়েক কোটি মানুষ বেনাগরিক হয়ে চরম অস্তিত্বের সংকটে পড়বেন।

তবে রাজনীতির মঞ্চ থেকে এই বেনাগরিকদের দেশের বাইরে ছুড়ে ফেলার যতই হুংকার দিন মোদি, অমিত শা বা শুভেন্দু অধিকারীরা, বাস্তবে তা সহজ নয় সেটা জানে বিজেপিও। তাই শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমরা ভারতীয় মুসলমানদের চলে যেতে বলছি না। কিন্তু কথায় কথায় ওই লালকেল্লাটা আমাদের, ভিক্টোরিয়াটা আমাদের, এই মন্দিরগুলি আমাদের বলে দাবি করা আর মেনে নেওয়া হবে না। অর্থাৎ, এদেশে থাকলে বেনাগরিকের মতো জীবন কাটাতে হবে মুসলিমদের।’

রাজ্যের ভোটার তালিকা নিয়ে রাজনৈতিকভাবে কাজ করা সিপিএমের নেতা রবীন দেব বলেন, ‘লালকেল্লা থেকে এই প্রথম কোনও প্রধানমন্ত্রী আরএসএস-এর ঘোষণাকে সরকারিভাবে ঘোষণা করেছেন। আসলে রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি এসব কথা বলে ওরা দেশের মুসলিমদের উৎখাত করে বেনাগরিক করতে চায়। হিন্দু রাষ্ট্র গড়তে এটাই আরএসএস-বিজেপির অভিন্ন অ্যাজেন্ডা।’

আইনজীবী ও বিশেষজ্ঞদের মতে, সিএএ আইনে প্রত্যেক নাগরিককে বাধ্যতামূলকভাবে নাম নথিভুক্ত করা ও নাগরিকত্বের পরিচিতিপত্র দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হলেও, সিএএ আইনের জটিলতা ও প্রায়োগিক কিছু সমস্যার জন্য সিএএ নিয়ে এগোতে পারেনি কেন্দ্র।

সিএএ চেয়ে আবেদন করা মানেই আপনি নাগরিক নন এটা মেনে নিচ্ছেন। এরপর আপনাকে নাগরিকত্ব দেওয়া না দেওয়াটা কিন্তু ওদের হাতে। সেটা বুঝে সিএএ-র জন্য আবেদন করবেন। ২০২১ ও ২০২৪-এর ভোটে বিজেপির সিএএ-র বিরুদ্ধে এটাই ছিল মমতার বার্তা।

তৃণমূলের মতে, এনআরসি বা সিএএ-র সেই ব্যর্থতা ঢাকতেই কমিশনের মাধ্যমে এসআইআর-কে ঢাল করে সেই লক্ষ্যপূরণ করতে চাইছে বিজেপি।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৯৮ সংখ্যা, সোমবার, ৮ ভাদ্র ১৪৩২

ট্রাম্পকেও চাপ

বৈদেশিক বাণিজ্যে এমন অনিশ্চিত পরিস্থিতি ভারতের আগে কখনও হয়নি। দু'দিন পর ২৭ অগাস্ট থেকে কার্যকর হচ্ছে নয়া মার্কিন বাণিজ্য শুল্ক। ইতিমধ্যে ভারতের ওপর চেপে আছে ৫০ শতাংশ শুল্ক। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ শুল্ক বাবদ এবং বাকি ২৫ শতাংশ বারণ করা সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য জরিমানা হিসাবে। শেষমেশ সেটা কার্যকর হলে ভারতীয় অর্থনীতিতে তার প্রভাব হবে যথেষ্ট।

তবে দেরিতে হলেও ভারতের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। এতদিন আমেরিকার মুখাপেক্ষী হয়ে থেকে অসম্মান, অবিচার বা বঞ্চনা ছাড়া ভারতের কপালে কিছু জোটেনি। এখন ঠেলায় পড়ে ভারত নিজের মতো করে চেষ্টা করছে। এই তৎপরতা অনেক আগে শুরু করলে সমস্যা কম হত। এখন একদিকে বহু পুরোনো বন্ধু রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলতে তৎপর দিল্লি, অন্যদিকে, চিনের সঙ্গে তিক্ততা কাটিয়ে ফের বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি করছে।

এর বাইরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে উদ্যোগী ভারত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পরে ভারতকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মহলেও ধন্দ আছে। রাশিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ভারতের ওপর তিনি ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুমকি দিয়েছেন বলে খোলাখুলি বলছেন ট্রাম্প।

কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকার যে অভিযোগ, সেই একই অভিযোগ থাকা উচিত চিনের বিরুদ্ধেও। কেননা, চিনও রাশিয়ার কাছ থেকে প্রচুর অপরিশোধিত তেল কেনে। তাহলে বেজিংকে জরিমানা নয় কেন? তার সদুত্তর মেলেনি। তবে চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটা এখন ভালো হয়েছে। চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং-ই ভারতে এসে মোদিকে চিন সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। গালওয়ান সংঘর্ষের পর দু'দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে যে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, তা উভয়ে তুলে নিয়েছে।

রাশিয়াও ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে। ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর মার্কিন হুমকির তীব্র সমালোচনা করেছে মস্কো। মার্কিন হুমকি অগ্রাহ্য করে তেল কেনার পুরস্কারস্বরূপ রাশিয়া ভারতকে তেলে আরও ৫ শতাংশ ছাড় দেবে বলেছে। প্রয়োজনে ভারতের জন্য তাদের পুরো বাজার খুলে দিতে প্রস্তুত বলেও মস্কো আশ্বাস দিচ্ছে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল সম্প্রতি রাশিয়া ঘুরে এসেছেন। তারপর বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর মস্কো গিয়ে রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

ভারতের ওপর আমেরিকার ঈর্ষার মূল কারণ, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ গবেষণা সবেতেই ভারতের উন্নতি। তাছাড়া কৃষিপণ্যের বাজার আমেরিকার জন্য খুলে দিতে না চাওয়াও ভারতের ওপর উষ্মার আরেক কারণ। রাশিয়া থেকে তেল কেনার অভিযোগ তুললেও এটাই আমেরিকার রাগের প্রকৃত কারণ বলে মনে করে হচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এই জটিলতায় ইতিমধ্যে মার্কিন বাণিজ্য দলের ভারত সফর বাতিল হয়ে গিয়েছে।

শেষপর্যন্ত ট্রাম্প ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক বহাল রাখলে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের বাজার মার খাবে নিশ্চয়ই। তবে আমেরিকার জন্য ভারত সব দরজা বন্ধ করে দিলে বিরাট ক্ষতি হবে মার্কিন বাণিজ্যেরও। প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি ইতিমধ্যে ট্রাম্পকে সতর্ক করেছেন, ভারতীয় বাজার হাতছাড়া করা অনুচিত হবে। বাস্তবে আমেরিকা ও ভারত, কেউই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় না।

দুই দেশই পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, বিভিন্ন স্তরে আলোচনাও চালিয়ে যাচ্ছে। ভারত-মার্কিন সম্পর্কে অভিজ্ঞ প্রাক্তন কূটনীতিকদের বিশ্বাস, ভারতের বিরুদ্ধে শুল্কের হার কমানো নিয়ে কথাবার্তা চলছে গোপনে। চেষ্টা চলছে ভারতের ঘাড়ে শুল্ক ১০ শতাংশের বেশি যেন না হয়। আমেরিকায় চিঠি, পার্সেল বন্ধ করে দিয়েছে ভারতীয় ডাক বিভাগ। এটা পালটা কৌশল হিসেবে ট্রাম্পের উদ্দেশে নিশ্চিতভাবে ভারতের বার্তা।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিযে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

ট্রেড ইউনিয়নের কফিনে সরকারি পেরেক

সরকার কি চায় চা শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন মুছে যাক? সরকারি ঘোষণাই কি শেষকথা? এসব প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

গৌতম সরকার

ক্ষীরটা খেয়ে নিল সরকার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুল চুষছে ট্রেড ইউনিয়নগুলি। খানিক হতভম্ব কিংবা ভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনায় ব্যস্ত মালিকপক্ষ। এককথায়, চা বাগানের এবারের বোনাস ঘোষণার এই তিন মাত্রা ইতিমধ্যে সকলের কাছে স্পষ্ট। তবে এসবের বাইরে সরকারি ঘোষণাটি যে অভিঘাত তৈরি করে দিয়ে গেল, তা চা শিল্পের ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষে সামলানো কঠিন।

'ছিন কে লেঙ্গে আজাদি'- তরুণ সমাজের একাংশের রক্তগরম করা জনপ্রিয় স্লোগান। সাড়ে ছয় দশক আগে 'ছিন কে লেঙ্গে বোনাস' তেমনই ছিল চা শ্রমিকের রক্ত-ঘামে ভেজা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা ধ্বনি। উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকরা বোনাস ছিনিয়েই নিয়েছিলেন। বোনাসের দাবিতে ১৮ দিনের ধর্মঘট কাঁপিয়ে দিয়েছিল উত্তরবঙ্গের চা শিল্পকে। সেই ১৯৫৫ সালে। দমনপীড়নের চেষ্টা যে হয়নি, তা নয়। কিন্তু চা শ্রমিকের বোনাসের দাবি স্বীকৃত হয়েছিল।

এখন 'ছিন কে লেঙ্গে আজাদি' ধ্বনিতে দেশদ্রোহিতা খোঁজে রাষ্ট্র। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র উমর খালিদকে জেলে পচতে হয়। বোনাস আন্দোলনে অবশ্য আজ আর কাউকে গ্রেপ্তার হতে হয় না। হবেই বা কেন? আন্দোলনই যে আর হয় না। এতদিন তবু বোনাসের দাবি নিয়ে আলোচনা হত। এবছর তাও করতে দেওয়া হল না। মালিকপক্ষ আলোচনা বৈঠক ডেকেছিল ২৮ অগাস্ট। তার আগেই রাজ্য সরকার ২০ শতাংশ ঘোষণা করে দিল।

মালিকরা তৈরি ছিলেন চায়ের উৎপাদন কম, প্রতিকূল আবহাওয়া, চায়ের আবাদে রোগ-পোকার সংক্রমণ ইত্যাদি কোনও যুক্তি তুলে কম বোনাস দেওয়ার সওয়াল করবেন বলে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রস্তুত হচ্ছিল দরকষাকষি করার জন্য। কোনও পক্ষ কোনও সুযোগই পেল না। বোনাস মীমাংসায় ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকাই থাকল না। ভূমিকা যদি না থাকে, তাহলে ট্রেড ইউনিয়ন থেকে কী লাভ? শ্রমিকরাই বা ট্রেড ইউনিয়নকে সমর্থন করবেন কেন?

শ্রমিক আন্দোলন না থাকলে ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব থাকে কী করে? সরকার কি তাহলে চায় চা শিল্প থেকে ট্রেড ইউনিয়ন মুছে যাক? বাগানের যাবতীয় বিষয়ে কি তাহলে সরকারি ঘোষণাই শেষকথা? এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার আগে বুঝে নেওয়া যাক, কাগজে-কলমে সরকারি ঘোষণাটি আসলে নির্দেশ নয়, 'অ্যাডভাইজারি' (বাংলায় পরামর্শনামা বলা যেতে পারে)। বাস্তবে সেই 'পরামর্শ' উপেক্ষা করে কোন মালিকের বাপের সাধ্যি!

চা শিল্পে ট্রেড ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ তাহলে কী? সেই আলোচনায় অতীতকে একবার দেখে নেওয়া যাক। চা শ্রমিকরা যে নির্বিবাদে এখন বোনাস পাচ্ছেন, তা সম্ভবই হত না 'ছিন কে লেঙ্গে বোনাস'-এর ইতিহাস না থাকলে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আরেক সাফল্য আটের দশকে নতুন কর্মসংস্থানের (চা বাগানের ভাষায় 'নয়া গিনতি') চুক্তি। সেই শেষ। তারপর আর স্থায়ী নিয়োগ হয়নি চা শিল্পে।

চা শিল্পে বোনাস আন্দোলন ছিল শ্রমিকদের কাছে উৎসবের মতো। সামান্য মজুরির বাইরে খানিকটা বাড়তি টাকা পাওয়ার আনন্দে দাবি আদায়ের উত্তেজনা। বাগানে বাগানে গেট মিটিং, মিছিল, গো স্লো (ধীরগতিতে কাজ) ইত্যাদি। যতটা কম পারা যায়, বোনাস দিতে চাইতেন মালিকরা। শ্রমিকদের লক্ষ্য থাকত, যতটা বাড়ানো যায়। এই দরকষাকষির উত্তাপে চা বাগানে দেবী আবাহনের পরিবেশটাই আর নেই।

বোনাসের হার বাড়ানোয় যে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা যত বেশি, তার কদর তত বেশি, শ্রমিকদের সমর্থন বেশি। সেইসব লড়াইয়ে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার মধ্যে দিয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলি হয়ে উঠত চা বাগানের প্রভাবশালী শক্তি। আরও পাঁচটা শিল্পে যেমন ছিল। ভোটে যার ফায়দা তুলত ইউনিয়নটির নেপথ্যে থাকা দলটি। শুধু দাবিদাওয়া আদায় নয়, শ্রমিক মহল্লায় বিয়ে, সামাজিক অনুষ্ঠান, বিচারসভা বসিয়ে কাউকে শাস্তি ইত্যাদি সব ছিল ট্রেড ইউনিয়নের লৌহকঠিন নিয়ন্ত্রণে।

নেতাদের অঙ্গুলিহেলন ছাড়া চা বাগানে একটি পাতাও নড়ত না। ট্রেড ইউনিয়নের সেই কঠোর নিয়ন্ত্রণে প্রথম ঘা লেগেছিল আটের দশকে। পাহাড়ে জিএনএলএফ ও সমতলে আদিবাসী বিকাশ পরিষদের ক্রমশ একাধিপত্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংকট ডেকে এনেছিল। দাপুটে সব রাজনৈতিক দলের শ্রমিক শাখাকে কোণঠাসা করে জনগোষ্ঠীভিত্তিক ওই দুই সংগঠন চা বলয়ের সমস্ত কিছুকে ক্রমে কবজা করে ফেলেছিল।

বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের শিল্পভিত্তিক ধর্মঘটে তাই আগের মতো সাড়া পড়ত না। চা শিল্পের ট্রেড ইউনিয়নের কফিনে প্রথম পেরেক পোঁতা হল তাতে। যদিও আদিবাসী বিকাশ পরিষদ ও জিএনএলএফ যে নিজেদের সেই প্রতিপত্তি ধরে রাখতে পারল না, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। বিভিন্ন গোষ্ঠী, উপদলে ভাগ হয়ে আদিবাসী পরিষদ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পাহাড়ের শাসন ক্ষমতা হারিয়ে জিএনএলএফ পড়ে গেল অস্তিত্ব সংকটে।

এতে শ্রমিক আন্দোলনে বিরাট শূন্যতা তৈরি হল চা শিল্পে। কিন্তু সেই সুযোগ নিতে ব্যর্থ হল ট্রেড ইউনিয়নগুলি। আগের দাপট আর ফিরল না। শ্রমিক সংগঠনগুলির এই হীনবলের কারণে অনেক দাবি আদায় থমকে আছে। বহুদিন আগে মেয়াদ শেষ হলেও বেতন চুক্তির পুনর্নবীকরণ হয়নি। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ নিয়ে অনেক ঢাক পেটানো হলেও পরিস্থিতিটা পর্বতের মূষিক প্রসবের মতো। নতুন নিয়োগের প্রসঙ্গ তো আলোচনাতেই নেই।

ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতি শ্রমিকের আকর্ষণ, ভক্তি ক্রমশ ফিকে হয়ে গিয়েছে। চা শিল্পের ট্রেড ইউনিয়নের কফিনে ওই পরিস্থিতি ছিল আরেকটা পেরেক ঠোকার শামিল। এবার তৃণমূল সরকারের একতরফা বোনাস ঘোষণার প্রেক্ষিতটা কিন্তু তৈরি হয়েছিল বাম জমানায়। তার আগে বোনাস নিয়ে দরকষাকষিটা মূলত ছিল দ্বিপাক্ষিক। শ্রমিক বনাম মালিক। ট্রেড ইউনিয়ন বনাম মালিক সমিতি।

গোটা শিল্পে একসঙ্গে নয়, আলাদা আলাদা বাগানে আলাদা আলাদা বোনাস চুক্তি করাই দস্তুর ছিল সাতের দশকের শেষপর্যন্ত। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও মালিক কর্তৃপক্ষের হাতে হাতে ঘুরত নির্দিষ্ট বাগানের অডিট করা ব্যালেন্স শিট। দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় লাভক্ষতির খতিয়ান বিচার করে ঠিক হত, ওই বাগানে কত শতাংশ বোনাস পাবেন শ্রমিকরা। বাগানে বাগানে আলাদা মীমাংসার রীতিটা শেষ হয়ে গিয়েছিল শিল্পভিত্তিক চুক্তির প্রথা শুরু হওয়ায়।

সেটা বাম জমানায়। কয়েকটি মালিক সমিতি ও বেশ কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়নের দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় নিষ্পত্তি না হলে শ্রম দপ্তরের উপস্থিতিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করা ছিল দস্তুর। সেই প্রক্রিয়ায় কিন্তু সাধারণ শ্রমিকদের অংশগ্রহণ কমে গেল। আন্দোলনের ঝাঁঝ ফিকে হল। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বলে দিতেন, বৈঠকে কী হয় দেখে নিয়ে আন্দোলন হবে। একধাপ এগিয়ে তৃণমূল সরকার প্রথম থেকেই চা শিল্পে একতরফা হস্তক্ষেপের সংস্কৃতি চালু করেছে।

মজুরি চুক্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিকপক্ষ সহমত হতে যখন পারছিল না, তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মজুরির অ্যাড হক বৃদ্ধি ঘোষণা করে দিলেন। পাহাড়ে গত বছর বোনাস নিয়ে জটিলতার সময় রাজ্য সরকার একতরফা ১৬ শতাংশ ঘোষণা করে দিল। চা শিল্পে শাসকদল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন কিন্তু খুব দুর্বল। তার ওপর যেটুকু আছে, তাতে আছে গোষ্ঠীকোন্দল, খেয়োখেয়ি। দাবি আদায়ের শক্তিই নেই শাসকের সমর্থক ইউনিয়নের।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে ২০ শতাংশ বোনাস ঘোষণা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের আর সুযোগই রাখল না। শ্রমিকদের অসন্তুষ্টি থাকার কথা নয়। সর্বোচ্চ বোনাস ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। ফলে প্রতিবাদ করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। সরকারের একতরফা ঘোষণায় যে ফাটা বাঁশে আটকে পড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হল, ট্রেড ইউনিয়নগুলির কফিনে আরেকটি বড় মাপের পেরেক নিঃসন্দেহে।

এতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে চা বলয়ে তৃণমূলের জয় নিশ্চিত হল বলাটা অতি সরলীকরণ অবশ্যই। শুধু বেশি বোনাস নয়, ভোটের পাল্লা কোনদিকে ঝুঁকবে, তা নির্ভর করবে পঞ্চায়েতের প্রতি অসন্তোষ কতটা, জনগোষ্ঠীগত, ধর্মীয় কারণ ইত্যাদির ওপর। তবে শ্রমিক আন্দোলনের বারোটা তো বাজলই।

আজ

১৯০০

কবি সজনীকান্ত দাস আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

২০০৭

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক তারাপদ রায়।

আলোচিত

প্রথম কে মহাকাশে যান? আমার মনে হয়, পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী হনুমানজি। যতক্ষণ আমরা নিজেদের হাজার হাজার বছরের পুরোনো জ্ঞান, সংস্কৃতি জানব না, ততক্ষণ ব্রিটিশরা আমাদের যেমন শিখিয়ে গিয়েছে, আমাদের জ্ঞান তেমনই থেকে যাবে।

- অনুরাগ ঠাকুর

ভাইরাল/১

পথকুকুরদের খাওয়ানোর 'অপরাধে' উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে ইয়াশিকা শুক্লা নামে এক মহিলাকে মারধর। মোবাইলে ঘটনাটি রেকর্ড করেন মহিলার দিদি। কমল খান্না নামের অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন।

ভাইরাল/২

লন্ডনের চেয়ে মুম্বই বেশি সুরক্ষিত বলে দাবি ইংল্যান্ডের কনটেন্ট ক্রিয়েটর ওনাত সাইহানের। তিনি বিশ্বের ত্রিশটি রাজধানী শহরে রিল বানিয়েছেন। লন্ডনে শুটিং করার সময় পুলিশ তাঁকে ফোন চুরির ব্যাপারে সাবধান করে। মুম্বইয়ে যদিও তাঁর সেরকম কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি।

জনমন জনমত

ফুটপাথের দোকান ভেঙে গরিবদের বিপদে ফেলা হচ্ছে

দেওয়ানগঞ্জ এলাকায় কিছু গরিব মানুষ রাস্তার ধারে ছোট্ট দোকান সাজিয়ে জীবিকার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরা কোনও বড় ব্যবসায়ী নন, কোনও দালানকোঠার মালিকও নন। তাঁরা দিন আনি দিন খাই মানুষ, সংসারে যাঁদের উনুন জ্বালানোর একমাত্র ভরসা এই সামান্য দোকান।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সম্প্রতি সরকারি কর্মচারীদের হাতে তাঁদের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তাঁদের দোকান ভাঙচুর করা হল। জীবিকার পথ কেড়ে নেওয়া হল। প্রশ্ন ওঠে, সরকার কি সেই জায়গায় কোনও উন্নয়নমূলক কাজ এখনই করতে চলেছে? যদি না হয়, তাহলে কেন এভাবে গরিব মানুষের দু'বেলার ভাত ছিনিয়ে নেওয়া হল?

যেখানে সরকার দিনরাত গরিবকল্যাণের কথা বলে, সেখানে বাস্তবে দেখা যায়, গরিবদের ঘাম ঝরানো জীবিকাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে। বড় বড় দখলদার, প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা থাকে অক্ষত। অথচ পেটের দায়ে দোকান বসানো সাধারণ মানুষজনের উপরেই নামে গর্জে পড়া আইন। এই অবস্থায় সরকারের কাছে দাবি, অবিলম্বে এই ধরনের ভাঙচুর বন্ধ হোক। গরিব মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক এবং বিকল্প জায়গায় দোকান বসানোর সুযোগ দেওয়া হোক।

সরকার যদি প্রকৃত অর্থে 'গরিবের বন্ধু' হতে চায়, তাহলে তাঁদের অন্নের পথ কেড়ে নেওয়া নয়, বরং রক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। কারণ দেশের উন্নয়ন মানে শুধু রাস্তা, দালান, সেতু নয়- দেশের প্রতিটি সাধারণ মানুষের মুখে হাসি, ঘরে উনুন জ্বালাতে পারার নিশ্চয়তাই প্রকৃত উন্নয়ন।

রশান রাম
ভাওলাগঞ্জ মোড়, হলদিবাড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩৩২০৪৫০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৫৩৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৩৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

একটি চারাগাছ ও সবজান্তা এআই বন্ধু

কোনও কিছু জানার প্রয়োজন হলেই পড়ুয়ারা গুগল, এআই-এর দ্বারস্থ হয়ে পড়ছে। নিজে থেকে চিন্তার শক্তি কমছে।

পঙ্কজকুমার ঝা

কয়েক বছর আগের কথা। এখন আলিপুরদুয়ারের এক স্কুলে কর্মরত হলেও সেই সময় শিলিগুড়িতে এক নামী স্কুলে শিক্ষকতা করতাম। একদিন ক্লাসে পড়ানোর সময় আমি একটি ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলাম - 'তুমি কখনও চারাগাছ দেখেছ?' সে চোখ কুঁচকে উত্তর দিল, 'চারাগাছ মানে?' আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, 'মানে খুব ছোট একটি গাছ, যেটা মাটি ফুঁড়ে অঙ্কুরিত হয়।' সে মাথা নাড়ল - 'না স্যর, কখনও দেখিনি!' সেদিন শুধু সেই নয় - তার পাশে বসে থাকা বেশিরভাগ বন্ধুও একইরকম উত্তর দিয়েছিল। তারা কোনওদিন চারাগাছ দেখেছে কি না তা কেউই নিশ্চিতভাবে বলতে পারেনি। খুব অবাক হয়ে পড়েছিলাম। একজন শিক্ষার্থী, যাকে আমরা 'উন্নত শহরের আধুনিক ছাত্র' বলে গর্ব করি, কীভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে গুগলে তথ্য খুঁজতে হয় সেসব জানে কিন্তু মাটির গন্ধ কেমন তা তার জানা নেই। খুব ছোট অবস্থায় থাকা একটি গাছের দিকে তার তাকানোর সময়টুকুও নেই।

এর কিছুদিন পর আমি বালিচকের একটি গ্রামীণ স্কুলে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি দেখলাম, ছাত্রছাত্রীরা সংখ্যায় অনেক বেশি, হয়তো প্রযুক্তিগত দিক থেকে তারা অনেক পিছিয়ে, কিন্তু তাদের চোখে ছিল জানার আগ্রহ, মনোযোগ, আর বইয়ের প্রতি ভালোবাসা। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে একটি আন্তরিক সম্পর্ক ছিল - সরাসরি, হৃদ্যতাপূর্ণ। তারা হয়তো চটজলদি কোনও তথ্য খুঁজে পায় না, কিন্তু পড়াশোনায় তাদের নিষ্ঠা চোখে পড়ার মতোই।

এই দুই অভিজ্ঞতা আমাকে ভাবতে বাধ্য করল, আমাদের বর্তমান শিক্ষা কি প্রযুক্তির আলোয় আলোকিত হচ্ছে, নাকি তার ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে শিক্ষার শিকড়? এক সময় আমরা পড়াশোনার জন্য বইয়ের পাতা ওলটাতাম। উত্তর খুঁজতে গিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে ফেলতাম। লাইব্রেরির কোনায় বসে কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেক অজানা তথ্য জানা হয়ে যেত, কৌতূহল তৈরি হত, মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকত। আজকের দিনে ছাত্ররা একটি প্রশ্ন পেলে সরাসরি গুগলে সার্চ করে, কয়েক সেকেন্ডেই রেডিমেড উত্তর পেয়ে যায়। আর একটু বড় করে কোনও কিছুর প্রয়োজন হলে তো চ্যাটজিপিটি বা গুগল জেমিনির মতো এআই বন্ধুরা আছেই। একবার দ্বারস্থ হলেই হল, একেবারে হাতেগরম সার্ভিস। ভাবনা, অনুধাবন, বিশ্লেষণের আর সময় কোথায়!

আজ প্রযুক্তি আমাদের স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ ও সৃজনশীলতাকে গ্রাস করেছে। শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করতে চায় না, প্রশ্ন বিশ্লেষণ করতে চায় না। তারা জানে এক ক্লিকেই সব উত্তর পাবে। এতে তাদের মস্তিষ্ক অলস হয়ে পড়ছে, চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পাচ্ছে, মৌলিক দক্ষতার অবক্ষয় ঘটছে। তবে আমি কিন্তু প্রযুক্তির বিরোধিতা করছি না। আমরা শিক্ষকরা সবাই চাই, পড়ুয়ারা প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করুক, তাকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করুক - কিন্তু প্রযুক্তির দাস হয়ে পড়াটা একদমই নাপসন্দ।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল তথ্য আহরণ নয়, বরং মানুষের মধ্যে মানবিক গুণ, বাস্তব জ্ঞান ও পরিবেশের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ সৃষ্টি করা। যদি আমার ছাত্র জীবনে কোনওদিন চারাগাছ না দেখে বড় হয়, মাটির গন্ধ না চেনে, তবে সে কেমন শিক্ষা পেল? এই শিক্ষা না থাকলে কিন্তু জীবন চিরকাল অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

(লেখক পেশায় শিক্ষক। আলিপুরদুয়ারে কর্মরত।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২২৬

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। নরম ও পাতলা রেশমি বস্ত্র ৪। মালিশ করতে লাগে ৫। মহিলাদের লাস্য বা ছলাকলা ৭। পর্ণমৃগ অথবা শাখামৃগ ৮। সুতোর কারুকাজ করা মাদুর ৯। লাল রংয়ের ঝাঁটিফুল ১১। যাচাই বা মূল্যায়ন করা ১৩। কেরোসিনের বাতি ১৪। আংশিক মানুষ, আংশিক পাখি ১৫। দেবতাদের ব্যঞ্জন।

উপর-নীচ : ১। কোনও কিছুর অসাধারণ গুণ বা প্রভাব ২। বলদ বা ষাঁড় ৩। কলকাতার কাছেই উত্তর ২৪ পরগনার পুরসভা শহর ৬। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ঐতিহাসিক অঞ্চল ৯। গণ্ডগোল করা যার স্বভাব ১০। কঠোর বিধিনিষেধ ১১। জমির মালিকানা সম্পর্কিত দলিল ১২। পার্বত্য এলাকার ভারবাহী প্রাণী।

সমাধান ■ ৪২২৫

পাশাপাশি : ১। আসবাব ৩। আলাপ ৫। সাফকবলা ৭। ককুদ ৯। পেটিকা ১১। প্রপিতামহ ১৪। তাজিম ১৫। দ্রাক্ষালতা।

উপর-নীচ : ১। আধ্যাত্মিক ২। বচসা ৩। আঙ্গিক ৪। পয়লা ৬। বাউটি ৮। কুলপি ১০। কাতরতা ১১। প্রণেতা ১২। তালিম ১৩। হরিদ্রা।

বিন্দুবিসর্গ

পাক মহিলাও বিহারে ভোটার

পাটনা, ২৪ অগাস্ট : বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে বিতর্ক যেন থামতেই চাইছে না। নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে ভাগলপুরে ২ জন পাকিস্তানি মহিলা নাগরিকেরও নাম রয়েছে। ১৯৫৬ সালে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের হাতে ভোটার কার্ডও রয়েছে। বিশেষ নিবিড় সংশোধনে দুজনেরও নাম যাচাই করেছিল কমিশন। তারপরও ওই পাক মহিলা কীভাবে বিহারের ভোটার তালিকায় থেকে গেলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই এমন ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ভাগলপুরের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে ইতিমধ্যে তদন্তে নেমে ওই দুই মহিলার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই দুই নাগরিকই বয়স্ক মহিলা। ভাগলপুরের ভোটার তালিকায় নাম থাকা ওই দুই বয়স্ক মহিলার একজনের নাম ইমরানা খানাম ওরফে ইমরানা খাতুন। তাঁর স্বামীর নাম ইবতুল হাসান। অপরজনের নাম ফিরদৌসিয়া খানাম। তাঁর স্বামীর নাম তফজিল আহমেদ। ওই দুজন মহিলা বর্তমানে থাকেন ভাগলপুরের ভিকানপুর গুমটির তিন নম্বর ট্যাংক লেনে।

বিদ্যুৎকেন্দ্রে ড্রোন হামলা

মস্কো, ২৪ অগাস্ট : রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে শান্তি প্রচেষ্টা আপাতত বিশবাঁও জলে। এবার রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের কুরস্ক অঞ্চলে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ড্রোন হামলা চালাল ইউক্রেন। এমনই দাবি করেছে ক্রেমলিন। হামলায় বিদ্যুৎকেন্দ্রে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলেও তা নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে। মস্কো জানিয়েছে, হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। একটি ট্রান্সফর্মারের ক্ষতি হয়েছে। বিকিরণের মাত্রা স্বাভাবিক সীমার মধ্যে আছে।

রবিবার স্বাধীনিতা দিবস উদযাপন করছে ইউক্রেন। তার আগের দিনে হামলা চালাল কিভ। স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, ইউক্রেন শান্তি চায়। আমাদের ভবিষ্যৎ আমরাই নির্ধারণ করব। শত্রু দেশ আমাদের পারমাণবিককেন্দ্রে আঘাত হেনেছিল। তাতে তেল শোধনাগারগুলি পুড়ে যায়। আমরা আলো পাইনি। তাপ পাইনি। এবার ইউক্রেন আঘাত হেনেছে। শান্তি প্রচেষ্টার আবেদনে আমরা সাড়া পাইনি। ইউক্রেন জয়ী হয়নি ঠিকই, কিন্তু হারেওনি।

সোনমের জমি বরাদ্দ বাতিল

লে, ২৪ অগাস্ট : পরিবেশকর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুকের স্বপ্নের প্রকল্প হিমালয়ান ইনস্টিটিউট অফ অলটারনেটিভ লার্নিং (হেইল)। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির জন্য ৫৪ হেক্টর জমি বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্রশাসিত লাদাখ প্রশাসন। ৪০ বছরের জন্য জমিটি হেইল কর্তৃপক্ষকে লিজ দেওয়া হয়েছিল। আচমকা সেই লিজ বাতিল করা হয়েছে। ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে গোটা লাদাখে। জমি বাতিলকে লাদাখের ওপর আঘাত বলে দাবি করেছে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি। সরব হয়েছেন খোদ সোনম। তাঁর সাফ কথা, 'আমাকে নিশানা করা হয়নি। লাদাখকে আঘাত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে লে অ্যাপেক্স বডি এবং কার্গিল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।'

লাদাখ প্রশাসন অবশ্য সোনমের অভিযোগ মানতে রাজি হয়নি। লে-র উপকমিশনারের দপ্তর জানিয়েছে, যেসব শর্তে সোনমের প্রতিষ্ঠানকে জমি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি পূরণ হয়নি। সেই কারণে জমি ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই জমি থেকে যাবতীয় নির্মাণ সরিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে।

বিয়ের প্রসঙ্গ

আরারিয়া, ২৪ অগাস্ট : ভারতীয় রাজনীতিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে মোস্ট এলিজেবল ব্যাচেলর বলাই যায়। তিনি কবে সাতপাকে বাঁধা পড়বেন সেই জল্পনার অন্ত নেই। রবিবার আরারিয়ায় ভোটার অধিকার যাত্রায় ফের উসকে উঠল তাঁর বিবাহ প্রসঙ্গ। এদিন এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে কথা প্রসঙ্গে এলজেপি(রামবিলাস) নেতা চিরাগ পাসোয়ানকে বিয়ে করার পরামর্শ দেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তিনি বলেন, চিরাগ পাসোয়ানকে আমার পরামর্শ হল উনি যেন বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলেন।' তখন তাঁর পাশে বসে থাকা রাহুল গান্ধি স্মিত হেসে বলেন, 'এই কথাটি তো আমার ওপরও প্রযোজ্য।' রাহুলের কথা শুনে লালু-পুত্রের হাসিমুখে জবাব, 'আপনাকে তো এই কথাটি কবে থেকে বাবা বলছেন।' এবার দেখার রাহুল না চিরাগ, বিয়ের পিঁড়িতে কে আগে বসেন।

পালানোর চেষ্টায় পুলিশের গুলিতে জখম নয়ডায়

স্ত্রীকে পুড়িয়ে 'খুনে' ধৃত

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : গ্রেটার নয়ডার বাসিন্দা বিপিন ভাটির সঙ্গে নিকির বিয়ে হয়েছিল ২০১৬-তে। গত বৃহস্পতিবার সেই নিকিকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেন প্রতিবেশীরা। গুরুতর আহত তরুণীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গ্রেটার নয়ডার সিরসা এলাকায়। নিকির পরিবারের দাবি, মেয়েকে পুড়িয়ে মেরেছে শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

> খুনিদের গুলি করে মারা উচিত। এটা যোগীজির রাজ্য। যারা অভিযুক্ত, তাদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক।
>
> **ভিখারি সিং পায়লা**
> *নিকির বাবা*

তাঁরা জানিয়েছেন, বিয়ের পর থেকেই পণের জন্য নিকির ওপর অত্যাচার করত বিপিন ও তার পরিবার। মেয়ের পরিবারের কাছে ৩৬ লক্ষ টাকা পণ দাবি করেছিল তারা। টাকা পাওয়ার পরেও নিকিকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। একই কথা জানিয়েছে মৃতার নাবালক ছেলেও। তার দাবি, মায়ের ওপর কিছু তরল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। প্রাণ বাঁচাতে জ্বলন্ত অবস্থাতেই বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেন নিকি। সিঁড়ি দিয়ে তাঁর জ্বলন্ত অবস্থায় নেমে আসার সাক্ষী বেশ কয়েকজন। নিকির ওপর ভয়াবহ অত্যাচারের একাধিক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে বিপিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারির সময় এক পুলিশ আধিকারিকের পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল সে। তাকে ঠেকাতে পালটা গুলি চালায় পুলিশ। আহত অবস্থায় বিপিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার পায়ে গুলি লেগেছে। রবিবার বিপিনের মাকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

তখন ছিল সুখের দিন। একফ্রেমে নিকি ও বিপিন। -ফাইল চিত্র

বিপিন ও তার পরিবারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন নিকির বাবা ভিখারি সিং পায়লা। উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের কাছে জামাইয়ের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। নিকির বাবার কথায়, ওই খুনিদের গুলি করে মারা উচিত। এটা যোগীজির রাজ্য। যারা অভিযুক্ত, তাদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক। নয়তো আমরা অনশন করব। তিনি বলেন, 'বিপিন প্রথমে পণ হিসাবে স্করপিও দাবি করেছিল। আমরা সেটা দিয়েছিলাম। তারপর একটি বুলেট বাইক চায়। সেই দাবিও মেনে নিই। আমার মেয়ে পার্লার চালিয়ে ওদের সংসার চালাত। কিন্তু তারপরেও ওর ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হত।'

পুলিশ সূত্রে খবর, নিকির বাবা কিছুদিন আগে একটি মার্সেডিজ কিনেছিলেন। সেই গাড়ির দিকেও জামাইয়ের নজর পড়েছিল। জামাই ছাড়াও তার মা, বাবা ও বোনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন ভিখারি সিং।

বিপিন অবশ্য স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ মানতে রাজি হয়নি। তার কথায়, 'পণের দাবি ঠিক নয়। আমি ওঁকে খুন করিনি। নিকি আত্মহত্যা করেছে।'

বাইকে রাহুল, চুমুতে বিড়ম্বনা

পাটনা, ২৪ অগাস্ট : মোটরবাইক চালানোর ইচ্ছা থাকলেও নিরাপত্তার কড়াকড়িতে সবসময় তা যে করতে পারেন না, সেই কথা একদা নিজের মুখেই স্বীকার করেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। যদিও পরবর্তী সময়ে সেই প্রোটোকলকে সঙ্গে করেই লাদাখের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় স্পোর্টস বাইক নিয়ে সফরে বেরিয়েছিলেন তিনি। জনসংযোগের লক্ষ্যে হলেও সেই বাইক সফরের অনেকটাই ছিল অ্যাডভেঞ্চারমুখী। কিন্তু রবিবার ভোটার অধিকার যাত্রার অষ্টম দিনে বিহারের পূর্ণিয়া থেকে আরারিয়ায় পৌঁছে সেখানকার রাস্তায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা যেভাবে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বুলেট বাইক ছোটালেন, তাতে শাসক এনডিএ শিবিরের অস্বস্তি বাড়ল বই কমল না। রাহুলের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গ দিলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব।

দু'জনেই বাহন হিসেবে বেছে নেন কালো রংয়ের বুলেট বাইক। মাথায় হেলমেট পরে রাহুল এবং তেজস্বী বাইক যাত্রা শুরু করেন। রাহুলের পিছনে বসেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ কুমার। কংগ্রেস, আরজেডি, সিপিআই(এম-এল) লিবারেশনের কর্মী-সমর্থকদের অনেকেই ওই বাইক মিছিলে শরিক হন। কেউ কেউ রাহুল-তেজস্বীর গতির সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়েও যান। বিরোধী মহাজোটের 'বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ'র এহেন 'ধুম' শো সামলাতে রীতিমতো গলদঘর্ম অবস্থা হয় তাঁদের দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের।

ভোটার অধিকার যাত্রার ফাঁকে এক চা দোকানির সঙ্গে রাহুল। রবিবার।

নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেঙে এক অত্যুৎসাহী সমর্থক রাহুলের কাছে এগিয়ে আসেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেন। তখন রাহুলের নিরাপত্তারক্ষী এসে তাকে ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দেন এবং চড় মারেন। অনেকে রাহুলের সঙ্গে করমর্দন করার চেষ্টা করেন। তখন খানিকটা উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি। এহেন নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ নেওয়ায় প্রশ্নের মুখে পড়েছেন রাহুল।

পরে আরারিয়া সার্কিট হাউসে রাহুল, তেজস্বী, দীপঙ্কর ভট্টাচার্যরা একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে রাহুল বলেন, 'নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন কমিশনার এবং বিজেপির মধ্যে পার্টনারশিপ রয়েছে। খসড়া তালিকা থেকে ৬৫ লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে এটা সত্যি। অথচ বিজেপি এটা নিয়ে কিছু বলছে না। কারণ পার্টনারশিপ রয়েছে।' তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন আমার কাছে হলফনামা চাইছে। অনুরাগ ঠাকুরও এই ধরনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হচ্ছে না। আমরা বিহারে কিছুতেই ভোট চুরি করতে দেব না।' অন্যদিকে তেজস্বী বলেন, 'নির্বাচন কমিশন এখন বিজেপির অঙ্গ হিসেবে কাজ করছে। নরেন্দ্র মোদির থেকে এত মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী আর কেউ হননি। সমাজে বিষ ছড়াচ্ছেন ওঁরা।'

এদিন পূর্ণিয়ায় যাত্রা শুরুর সময়ও রাহুল, তেজস্বী, দীপঙ্কর ভট্টাচার্যরা কমিশন ও বিজেপিকে নিশানা করেছিলেন। এসআইআরের নামে গরিবদের ভোট চুরির অভিযোগ তোলেন রাহুল। বিজেপি অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই ভোট চুরির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে খারিজ করে দিয়েছে।

গণপতি বাপ্পা মোরিয়া... গণেশ চতুর্থীর আগে প্যান্ডেলমুখী গণপতি। রবিবার মুম্বইয়ে।

'রুশ তেল নিয়ে ভাবুক দিল্লি'

ওয়াশিংটন, ২৪ অগাস্ট : দেশের স্বার্থে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা বাড়িয়েছে নয়াদিল্লি। এ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে মোদি সরকার। তারপরেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারতের কড়া সমালোচনা করে ভারতীয় পণ্যে সর্বাধিক শুল্ক আরোপ করেছেন। শুল্ক আরোপের পরে বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর দেশের বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের রিপাবলিকান দলের নেত্রী ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিকি হ্যালি সতর্ক করে দিলেন।

রবিবার নিকি হ্যালি জানিয়েছেন, রাশিয়া থেকে তেল আমদানির ব্যাপারে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বনিবনার যে অভাব ঘটেছে, তা দ্রুত মিটিয়ে ফেলার পদক্ষেপ করুক নয়াদিল্লি। মোদি সরকার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখুক। নিকি এক্স হ্যান্ডেলে এও লিখেছেন, 'বাণিজ্য নিয়ে মতবিরোধিতা, রুশ তেল আমদানির মতো বিষয়গুলি নিয়ে দু'দেশের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। চিনের মোকাবিলায় আমরা যেন আমাদের লক্ষ্য থেকে সরে না আসি।'

রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বাড়ানোয় আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখন তলানিতে। বিশ্বের প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এখন অস্থিরতায় পূর্ণ।

পড়ুয়ার মৃত্যু

ইটানগর, ২৪ অগাস্ট : সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হল এক তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রের। রবিবার ভোররাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে অরুণাচলপ্রদেশের শি-ইয়োমি জেলার তাতোয়। পুলিশ জানিয়েছে, আগুনে ঝলসে মারা গিয়েছে আট বছরের পড়ুয়া তাশি জেমপেন। আহত হয়েছে আরও তিন ছাত্র। যাদের বয়স আট থেকে ১১-র মধ্যে। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।

দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানের পর কচিকাঁচাদের সঙ্গে নভশ্চর শুভাংশু শুক্লা।

প্রথম নভশ্চর হনুমান : অনুরাগ

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : সদ্য দেশে ফিরেছেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পা রাখা প্রথম ভারতীয় নভশ্চর শুভাংশু শুক্লা। তাঁকে এলাহি সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি গগনযান প্রকল্প এবং ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশনের মডিউলের মডেল প্রকাশ করে মহাকাশ গবেষণা ঘিরে জোর কদমে চর্চা শুরু হয়েছে ভারতে। কিন্তু এই উদ্দীপনার মধ্যেই বিতর্ক তৈরি করেছেন বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। জাতীয় মহাকাশ দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার একটি পিএম-শ্রী স্কুলে গিয়েছিলেন তিনি। ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি জানতে চান, প্রথম মহাকাশযাত্রী কে ছিলেন। পড়ুয়ারা উত্তর দেন, নীল আর্মস্ট্রং। তখন হাসিমুখে অনুরাগ উত্তর দেন, 'আমার তো মনে হয় পবনপুত্র হনুমানই প্রথম মহাকাশচারী ছিলেন।' বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'আমরা বর্তমানকে নিয়েই ভাবছি। কিন্তু আমরা যদি আমাদের হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃতি, জ্ঞান, ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত না হই তাহলে ব্রিটিশরা আমাদের যেমনটা দেখিয়েছিল আমরা শুধুমাত্র সেটিই দেখব। আমি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুরোধ করব, পাঠ্যবইয়ের বাইরে গিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শেখান।'

ঘটনা হচ্ছে, মহাকাশে প্রথম মানুষের নাম ছিল ইউরি গ্যাগারিন। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের এই নভশ্চর ১৯৬১ সালে মহাকাশে গিয়েছিলেন। মার্কিন নভশ্চর নীল আর্মস্ট্রং ছিলেন চাঁদের মাটিতে পা রাখা প্রথম মানব। গ্যাগারিন এবং আর্মস্ট্রংয়ের বিষয়টি অনুরাগ কেন পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরলেন না সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রথম ভারতীয় মহাকাশযাত্রী রাকেশ শর্মা।

গগনযান প্রথম পরীক্ষা সফল

শ্রীহরিকোটা, ২৪ অগাস্ট : এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করল ভারতীয় গবেষণা সংস্থা ইসরো। গগনযান মিশনের প্যারাসুট ভিত্তিক ডিসেলারেশন সিস্টেমের পুরো প্রক্রিয়া দেখানোর জন্য প্রথম ইন্টিগ্রেটেড এয়ার ড্রপ টেস্ট (আইএডিটি-০১) সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। ইসরোর সঙ্গে পরীক্ষায় সহযোগিতা করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা, প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও, নৌবাহিনী ও দেশের উপকূল রক্ষীবাহিনী। পরীক্ষাটি ভারতের প্রথম মানব মিশন গগনযানের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

গগনযান মিশনের লক্ষ্য হল তিনজন মহাকাশচারীকে ৪০০ কিলোমিটার উচ্চতায় পৃথিবীর কক্ষপথে তিনদিনের জন্য মিশনে পাঠিয়ে তাঁদের নিরাপদে ভারতীয় জলসীমায় অবতরণ করানো। এই মিশনে সাফল্য পেতে প্যারাসুট ভিত্তিক ডিসেলারেশন সিস্টেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা ক্রু মডিউলের গতি কমিয়ে নিরাপদে অবতরণ নিশ্চিত করে।

দোভালের ডেপুটি

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : ভারতের ডেপুটি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হলেন অনীশ দয়াল সিং। ১৯৮৮ সালের মণিপুর ক্যাডারের এই আইপিএস আধিকারিক সিআরপিএফ এবং আইটিবিপির প্রাক্তন ডিজি। গত বছর ডিসেম্বরে তিনি অবসর নেন। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) অজিত দোভালের ডেপুটি হিসেবে তাঁর হাতে থাকবে জম্মু ও কাশ্মীর, মাওবাদ এবং উত্তর-পূর্বের বিচ্ছিন্নতাবাদের মতো দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা সামলানোর দায়িত্ব।

বিলে সইয়ের সময়, সুপ্রিম প্রশ্নে রাজ্যপাল

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : রাজ্য বিধানসভায় কোনও বিল অনন্তকাল ধরে ফেলে রাখা নিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজভবন। প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'বিধানসভায় পাশ হওয়া কোনও বিল যদি রাজ্যপাল দিনের পর দিন ফেলে রাখেন এবং কোনও সিদ্ধান্ত না নেন, তাহলে সংবিধানের রক্ষক হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট নীরব হয়ে থাকবে?' বৃহস্পতিবার একটি মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালতের আগের নির্দেশের বিরুদ্ধে সওয়াল করেছিল কেন্দ্র। সরকারের যুক্তি ছিল, রাজ্যপাল কোনও বিলে সই করবেন কি করবেন না, সেই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

জবাবে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের বক্তব্য, 'রাজ্যপালের হাতে যদি কোনও একটি নির্দিষ্ট কাজ দেওয়া থাকে এবং তিনি যদি সেটি বছরের পর বছর ফেলে রাখেন, তাহলে কি সেটি বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার এক্তিয়ারের বাইরে থাকবে? বিচারপতিদের প্রশ্ন, সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের যা যা করণীয় তা যদি তিনি না করেন, তাহলে আদালত কি ওই নিষ্ক্রিয়তা খতিয়ে দেখবে না? গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রশ্নের মুখে পড়ে গেলে কিছুই বলবে না আদালত? রাজ্যপাল বিল ফেলে রাখলে একটি নির্বাচিত রাজ্য সরকারের করণীয় কী হবে? সেখানকার মানুষদেরই বা কী হবে?'

> সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের যা যা করণীয় তা যদি তিনি না করেন, তাহলে আদালত কি ওই নিষ্ক্রিয়তা খতিয়ে দেখবে না?
>
> **সুপ্রিম কোর্ট**

জবাবে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, 'রাজ্যপালকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার অর্থ সরকারের তিন বিভাগের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য রয়েছে, তা হারিয়ে ফেলা। রাজ্যপাল ও রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের জেরে অচলাবস্থা তৈরি হলে তার সমাধান রাজনৈতিকভাবেই হওয়া উচিত।' এর আগে শীর্ষ আদালত যেভাবে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ১৪টি সাংবিধানিক প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করা হয়।

শিকাগোয় নামছে সাঁজোয়া গাড়ি

ওয়াশিংটন, ২৪ অগাস্ট : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের পর শিকাগো। তারপর নিউ ইয়র্ক।

পেন্টাগন ওয়াশিংটনে সামরিক বাহিনী মোতায়েন আগেই করেছে। তার রেশ এখনও কাটেনি। এবার শিকাগোয় সেনা মোতায়েনের পরিকল্পনা করেছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর। বিষয়টি নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। অনেকেই বলছেন, এটা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। আমেরিকার এক প্রথমসারির দৈনিক বলছে, শিকাগোর পর নিউ ইয়র্কেও সেনা মোতায়েন করা হবে।

হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শিকাগোয় অপরাধ, অসামাজিক কাজকর্ম ও অবৈধ অভিবাসন রুখতে সামরিক বাহিনী মোতায়েনের পদক্ষেপ করছেন। 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'-এ বলা হয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহ থেকেই মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ পেন্টাগন শিকাগোতে সেনা মোতায়েনের ব্যবস্থা নিচ্ছে। সেপ্টেম্বরেই কয়েক হাজার ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করা হবে শিকাগোতে।

ট্রাম্প শিকাগোর আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে শহরের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় শিকাগোর মেয়রকে 'অযোগ্য' বলে দাবি করে শুক্রবার জানান, শিকাগোর পরিস্থিতি ঠিক করাই তাঁর লক্ষ্য। প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনার কড়া সমালোচনা করেছেন শিকাগোর মেয়র ব্র্যান্ডন জনসন। ইলিনয় প্রদেশের গভর্নর প্রিটজকারও ট্রাম্পের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে অযৌক্তিক বলে দাবি করে স্থানীয় বাহিনী দিয়েই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় বলে জানিয়েছেন।

বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তোলপাড় হলেও ওয়াশিংটন কিংবা পেন্টাগন কেউই কোনও বিবৃতি দেয়নি।

'৭১ জটে পাক মন্ত্রীর কথায় আপত্তি ঢাকার

ঢাকা, ২৪ অগাস্ট : ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং গণহত্যাকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করবে পাকিস্তান। রবিবার ঢাকা সফরের দ্বিতীয় দিনে এমনই ইঙ্গিত দিলেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দার। একধাপ এগিয়ে দাবি করলেন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের যেসব অভিযোগ রয়েছে, সেগুলির সমাধান নাকি আগেই হয়ে গিয়েছে।

এদিন দুপুরে ঢাকার হোটেল সোনারগাঁওয়ে বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক করেন ইসহাক দার। দেখা করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এবং বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে। ঢাকায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে দার বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। যে বিষয়গুলিকে অমীমাংসিত বলে দাবি করা হচ্ছে, সেগুলি সমাধানের জন্য একবার নয়, দু'বার পদক্ষেপ করা হয়েছে। ১৯৭৪-এ প্রথমবার। ওই সময় দুই দেশের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক দলিল স্বাক্ষরিত রয়েছে। এরপর ২০০০ সালে জেনারেল পারভেজ মুশারফ বাংলাদেশে এসে খোলামনে বিষয়টির সমাধান করেছেন।' তবে দু'বার পাকিস্তানের তরফে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা দেননি ইসহাক দার। তাঁর কথায়, 'আমি মনে করি, পরিবারের মধ্যে, দুই ভাইয়ের মধ্যে কোনও কিছুর একবার সমাধান হলে, সেটা হয়ে গিয়েছে।' বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, '৫৪ বছরের অমীমাংসিত সমস্যা একদিনে সমাধান হবে এমন প্রত্যাশা কেউ করবে না। দু'পক্ষ একমত হয়েছে যে, এই বিষয়গুলি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে যাতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পথে বাধা না হয়।'

ইসহাক দার (বাঁদিকে) ও মহম্মদ তৌহিদ হোসেনের সামনে চুক্তি স্বাক্ষর।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) জুড়ে গণহত্যা চালিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান (এখন পাকিস্তান) থেকে আসা বাহিনী। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল রাজাকার বাহিনী। পাক সেনা ও রাজাকারদের হাতে হাজার হাজার মহিলা ধর্ষিত এবং খুন হয়েছিলেন।

> **ভিসাহীন সফরের ছাড়পত্র কূটনীতিকদের**

শেষপর্যন্ত ভারতের সেনা বাংলাদেশে ঢুকে পাক বাহিনীকে পরাজিত এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল। স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল বাংলাদেশ। সেই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধি। পরাজিত হয়েও বাংলাদেশে গণহত্যা নিয়ে এখনও পর্যন্ত ক্ষমা চায়নি পাকিস্তান। বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারেও পদক্ষেপ করেনি। তারপরেও মৌলবাদী প্রভাবিত মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক পাক মন্ত্রী, সেনাকর্তা ও আইএসআইয়ের আধিকারিক বাংলাদেশ সফর করছেন। ইসহাক দারের ঢাকায় আসা সেই ধারাবাহিকতার অঙ্গ।

পাক উপপ্রধানমন্ত্রীর চলতি সফরে দু-দেশের মধ্যে একটি চুক্তি ও ৬টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে দুই দেশের আধিকারিক ও কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি চুক্তি, বাণিজ্য বিষয়ক জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন, সাংস্কৃতিক বিনিময়, ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমির মধ্যে সহযোগিতা, রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের সঙ্গে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহযোগিতা বিষয়ে সমঝোতা।

লেপ্টোস্পাইরোসিস
রোগ শনাক্তকরণ জরুরি

উৎসবের মরশুম শুরু হওয়ার আগে উত্তরবঙ্গে চোখ রাঙাচ্ছে লেপ্টোস্পাইরোসিস। রোগটি আমাদের কাছে অচেনা হলেও ধীরে ধীরে এটি প্রভাব বিস্তার করছে। প্রথমে রাজগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে দেখা গেলেও এখন শহর সংলগ্ন এলাকাতেও সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে। বেশিরভাগেরই চিকিৎসা চলছে। রোগটি আদতে কী, কেন হয়, কীভাবে ছড়ায়, কতটা ক্ষতি করে প্রভৃতি বিষয়ে জানালেন ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান এবং ট্রপিক্যাল মাইক্রোবিয়াল ডিজিজ স্পেশালিস্ট **ডাঃ অমিতাভ নন্দী**

প্রাথমিক পরিচয়

লেপ্টোস্পাইরোসিস একটি অসুখ যার কারণ একটি স্পাইরোকিট জীবাণু। এর চেহারা প্যাঁচানো, অনেকটা কর্ক স্ক্রুয়ের মতো। এরা ব্যাকটিরিয়া সমগোত্রীয়। এই স্পাইরোকিট মানুষের মধ্যে যে অসুখটি সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় লেপ্টোস্পাইরোসিস। এর ২২ রকমের প্রজাতি রয়েছে, যার মধ্যে ১০টি প্রজাতি মানুষের মধ্যে সংক্রমণ করে। এরমধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক লেপ্টোস্পাইরা ইক্টেরোহেমারেজিআই।

রোগটি সারাবছর দেখা যায় এমন নয়, বছরে কোনও কোনও সময় কোনও কোনও রাজ্যে দেখা যায়। প্রধানত বেশি দেখা গিয়েছে কেরল, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ুতে। এখন পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশাতেও দেখা যাচ্ছে।

কোন প্রাণীর মধ্যে থাকে

এই রোগটিকে আদতে জুনোসিস বলা হয়, অর্থাৎ এটা প্রাণীজগতের অসুখ। মানুষ ঘটনাচক্রে এসব সংক্রামিত প্রাণীর সংস্পর্শে এসে নিজে সংক্রামিত হয়ে যায়। সাধারণত এরা সবচেয়ে বেশি ধেঁড়ে ইঁদুরের মধ্যে থাকে, যেগুলি কি না মাঠেঘাটে, নালা-নর্দমায় বা মাটির নীচে গর্ত করে থাকে। এই ইঁদুরের কিডনির মধ্যে যে সরু সরু মূত্রনালিগুলো আছে তার মধ্যে জীবাণুটি থাকে। সেখান থেকে প্রস্রাবের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসে। এছাড়া গৃহপালিত পশু যেমন কুকুর, গোরু, ছাগল, ভেড়া, শুয়োর এবং ঘোড়ার মধ্যেও এই জীবাণু পাওয়া যায়। কিন্তু এসব প্রাণী বিশেষ করে ইঁদুরের মধ্যে লেপ্টোস্পাইরা জীবাণু কোনও অসুখ সৃষ্টি করে না। তাই এদের লেপ্টোস্পাইরার রিজার্ভার বলা হয়। অন্যদিকে, গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গর্ভপাতের কারণ হওয়াতে পশু পালনের কাজে প্রভূত ক্ষতি হতে পারে।

মানুষের মধ্যে ছড়ায় কীভাবে

উল্লিখিত কোনও প্রাণীর প্রস্রাব যদি মানুষের শরীরে লাগে তখনই সংক্রমণটা হয়। কুকুর, ইঁদুর হোক বা গোরু, এরা যত্রতত্র পায়খানা-প্রস্রাব করে পরিবেশ দূষিত করছে। খেয়াল করে দেখবেন, বর্ষাকালে রোগটা বেশি হয়। কারণ, বৃষ্টির জলে ওই পায়খানা-প্রস্রাব ধুয়ে হয়তো মাটিতে বা চাষের খেতে মিশছে কিংবা পুকুরে গিয়ে পড়ছে। কেউ পুকুরে ডুব দিল, চোখ বা নাক-মুখের ভেতর দিয়ে জীবাণু শরীরে ঢুকে গেল। শহরের ক্ষেত্রে বৃষ্টি হলে জল জমছে। সেই জলে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া ওই জীবাণুও থাকছে। এক হাঁটু জল ভেঙে যখন যাতায়াত করছেন এবং শরীরের কোথাও বিশেষ করে পায়ে যদি কোনও আঁচড় বা কাটাছেঁড়া থাকে, তাহলে সেখান দিয়ে জীবাণুটি ঢুকতে পারে। এমনকি সুইমিং পুলেও স্পাইরোকিট থাকে।

কোন অঙ্গের ক্ষতি করে

এই জীবাণুটি প্রাথমিভাবে প্রধানত তিনটি অঙ্গের ক্ষতি করে - লিভার, কিডনি এবং ফুসফুস।

উপসর্গ

সংক্রমণের প্রায় ১০ দিন পরে উপসর্গ প্রকাশ পায়। জ্বর, সঙ্গে খুব মাথাব্যথা হয়, বমিবমি লাগে, গায়ে র‍্যাশ বেরোয়, ডেঙ্গির মতো হেমারেজিক র‍্যাশও হতে পারে।

বিশেষ লক্ষণ

চোখের সাদা অংশে রক্ত জমাট বাঁধার মতো লাল হয়ে যায়। এই লক্ষণ দেখলে প্রায় ৬০ শতাংশ রোগীকেই সম্ভাব্য লেপ্টোস্পাইরোসিস হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই অবস্থায় সঠিক চিকিৎসা না হলে অবস্থা জটিল হতে পারে।

জটিলতা

বমি হতে থাকে। লিভার খারাপ হয়। ফলে জন্ডিস হতে পারে এবং সেটা মারাত্মক আকার নিতে পারে। গুরুতর ঘটনায় লিভার ফেলিওরও হতে পারে, যাকে হেপাটিক ফেলিওর বলে। সেইসঙ্গে কিডনির ক্ষতি হয়, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বেরোয়। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় রক্তক্ষরণ হয়। রক্তক্ষরণ বেশি দেখা যায় ফুসফুসের মধ্যে। এতে কারও খুব কাশি হলে কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতে থাকে। এছাড়া প্রস্রাব কমে যেতে পারে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে। মেনিনজাইটিসের উপসর্গ দেখা দেয়। শরীরে বিভিন্ন জায়গায় রক্ত জমাট বাঁধার মতো র‍্যাশ বেরোয়।

রোগনির্ণয়

এর বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। প্রধানত রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই রোগটি ধরা পড়ে। পরিস্থিতি জটিল হলে আরও অন্যান্য পদ্ধতি রয়েছে, যেগুলো গ্রামগঞ্জে তো বটেই, সাধারণ জেলা স্তরেও করা সম্ভব নয়। বড় ল্যাবরেটরি ছাড়া হয় না। তবে র‍্যাপিড অ্যালাইজা বা র‍্যাপিড কিট টেস্টের মাধ্যমেও রোগনির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সবার আগে সন্দেহটা করতে হবে। রোগটি যদি সঠিক সময়ে ধরা না পড়ে তাহলে মৃত্যুর হার কখনো-কখনো ৫৫-৬০ শতাংশ হতে পারে। জ্বর বা জন্ডিস হলে রক্তপরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত।

ভুল যেখানে হয়

এই রোগের উপসর্গ অন্য রোগ যেমন- ডেঙ্গি, টাইফয়েড, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, ভাইরাল হেমারেজিক ফিভারের সঙ্গে অনেকটা মেলে। এছাড়া জন্ডিসের সঙ্গেও এর সামঞ্জস্য থাকে। তাই অন্য রোগের সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেলা খুব সহজ। এই কারণে চিকিৎসা করতে দেরি হয়।

চিকিৎসা

স্বল্পমূল্যের বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে এবং রোগী ভালো হয়ে যান। বিশেষ লক্ষণ বুঝে চিকিৎসা শুরু করার পাশাপাশি কিছু সহায়ক পরীক্ষা নিয়মিত করা উচিত। যেমন, প্রস্রাবে কতটা রক্ত বেরোচ্ছে জানতে নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত। যদি রক্ত বেরোনো কমতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে চিকিৎসায় সাড়া মিলছে। এখানেই নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

কিছু উল্লেখযোগ্য ছোট আকারের মহামারি

২০০২ সালে মুম্বইতে যখন বর্ষার জল জমেছিল, সেই সময় জল ভেঙে যাতায়াত করার ফলে কয়েকশো মানুষের এই অসুখটি হয়েছিল। এখন কলকাতা শহরেও মাঝেসাঝে একটা-দুটো পাওয়া যায়। এছাড়া ২০০২ সালে বারিপদাতেও প্রায় ২০০ জনের মধ্যে রোগটি ধরা পড়ে। কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগটি সন্দেহ করতে পেরেছিলেন বলে দু'সপ্তাহের মধ্যে রোগটি নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছিল। তাই স্বাস্থ্যকর্মীদের নজরদারি সবথেকে বড় কাজ।

কাদের ঝুঁকি রয়েছে

যাঁরা খেতে চাষ করতে যাচ্ছেন, জলাধারে বা পুকুরে মাছ ধরতে যাচ্ছেন, ক্যানালে যাচ্ছেন, প্রাণী চিকিৎসক, ল্যাবরেটরি কর্মী, নালা-নর্দমার সাফাইকর্মী, যাঁরা ঘোড়ার পরিচর্যা করেন, শুয়োর-ছাগল-ভেড়া-গোরু পালনকারীদের এই রোগের ঝুঁকি রয়েছে।

আবার হতে পারে কি না

একবার জ্বর হওয়ার পর ওষুধ খেয়ে কমে গেলে চার-পাঁচদিন পর ফের জ্বর আসতে পারে। সেটা ঠিক হয়ে যেতে পারে বা খারাপ কিছুও হতে পারে। কিন্তু একবার পুরোপুরি সেরে গেলেও পরবর্তীকালে নতুন সংক্রমণের আশঙ্কা থাকেই।

প্রতিরোধ

এখনও পর্যন্ত প্রমাণিত নয় যে, চামড়ায় কাটাছেঁড়া না থাকলেও স্পাইরোকিট স্বাভাবিক চামড়া ফুটো করে ঢুকে যেতে পারে কি না। তবে তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে, স্বাভাবিক চামড়ায় তারা ঢুকতে পারে। সুতরাং, মাঠেঘাটে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা দূষিত জল থেকে সতর্ক থাকবেন। জ্বর এলে নিজেই ডাক্তারি না করে চিকিৎসকের কাছে যাবেন এবং সমস্যা বিস্তারিত জানাবেন। এর কোনও প্রতিষেধক হয় না এবং আগাম কোনও ওষুধ খেয়েও একে আটকানো যায় না।

সমস্যা যখন বার্নআউট

ঘুম ভাঙার পরেও কি আপনি ক্লান্ত? ঘুম কম হয়নি, তবুও মন চাইছে না উঠে বসতে। আপনি হয়তো অলস নন, কিন্তু শরীর-মন দুটোই যেন অচল। অফিস, মিটিং, রান্না, বাচ্চার পড়া, বাবা-মায়ের দায়িত্ব, ই-মেল বা মেসেজের জবাব, মাস গেলে ইএমআই- সবই চলছে, কিন্তু যেন আপনিই নেই সেখানে। আপনি চলছেন কোনও এক যন্ত্রমানবের মতো। যদি আপনার অবস্থা এমন হয় তাহলে আপনি হয়তো বার্নআউটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। লিখেছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ ত্বিষাম্পতি নস্কর**

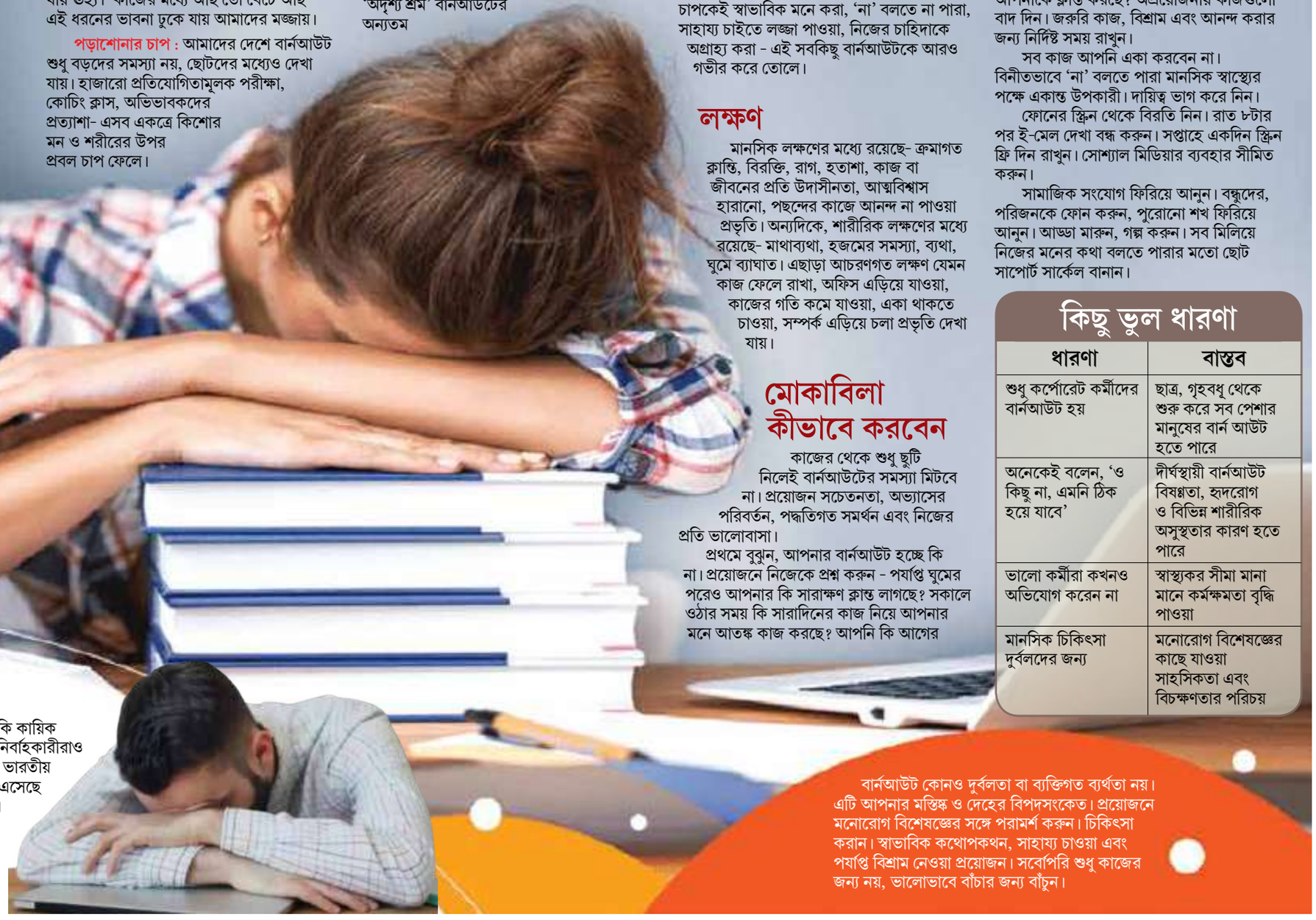

দীর্ঘদিনের ক্রমাগত চাপ, মানসিক-শারীরিক ক্লান্তির চরম পরিণতি বার্নআউট। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) বার্নআউটকে পেশাগত মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটি শুধু কাজের দক্ষতা নয় পারস্পরিক সম্পর্ক, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে এবং শেষমেশ জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ ও অর্থহীন। এখন এই সমস্যা শুধু কর্পোরেট দুনিয়ায় সীমাবদ্ধ নয়, ছাত্রছাত্রী, গৃহবধূ, ডাক্তার, নার্স এমনকি কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহকারীরাও এখন বার্নআউটের শিকার। ভারতীয় পরিসংখ্যানে যে তথ্য উঠে এসেছে তা রীতিমেতো উদ্বেগজনক। প্রায় ৬২ শতাংশ কর্মচারী বার্নআউটের উপসর্গের সম্মুখীন হন, যা বিশ্বব্যাপী গড়ের প্রায় তিনগুণ।

কারণ

কর্মস্থলের চাপ : ভারতের অনেক অফিসে কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। ১০-১২ ঘণ্টা কাজ, মধ্যরাতে কল, সাপ্তাহিক ছুটিতেও মিটিং, ঊর্ধ্বতনদের স্বীকৃতির অভাব, হঠাৎ করে কাজ হারানোর ভয়- এসবই ক্রমাগত চাপ তৈরি করতে থাকে। এই কর্মসংস্কৃতিতে ব্যক্তিগত জীবন হয়ে যায় উহ্য। 'কাজের মধ্যে আছ তো বেঁচে আছ' - এই ধরনের ভাবনা ঢুকে যায় আমাদের মজ্জায়।

পড়াশোনার চাপ : আমাদের দেশে বার্নআউট শুধু বড়দের সমস্যা নয়, ছোটদের মধ্যেও দেখা যায়। হাজারো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, কোচিং ক্লাস, অভিভাবকদের প্রত্যাশা- এসব একত্রে কিশোর মন ও শরীরের উপর প্রবল চাপ ফেলে। কৈশোরের প্রাণোচ্ছলতা, অপরিসীম প্রাণশক্তির পরিবর্তে তারা ধুঁকছে বিষণ্ণতা, ঘুমের সমস্যা ও আনন্দহীনতায়।

ঘরের কাজে ক্লান্তি : গৃহবধূদের ক্ষেত্রে সারাদিনের অগুনতি দায়িত্ব যেমন, রান্না করা, কাপড় কাচা, বাচ্চার দেখাশোনা থেকে, মা-বাবা, অতিথি- সবটাই প্রায় একাই সামলাতে হয়। সেই অনুপাতে বিশ্রাম বা স্বীকৃতি তাঁরা পান না। এই 'অদৃশ্য শ্রম' বার্নআউটের অন্যতম প্রধান কারণ।

স্বাস্থ্যকর্মীদের মানসিক ধকল : ডাক্তার, নার্স, থেরাপিস্টরা অন্যের সুস্থতার জন্য লড়েন। কিন্তু নিজেদের ভালো থাকাটা যে লড়াইয়ের প্রথম ধাপ সেটা তাঁরা অনেক সময় ভুলে যান।

সামাজিক সংস্কার ও মানসিকতার প্রভাব : অনেক ক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয় 'অভিযোগ কোরো না'। ফলে মানসিক চাপকেই স্বাভাবিক মনে করা, 'না' বলতে না পারা, সাহায্য চাইতে লজ্জা পাওয়া, নিজের চাহিদাকে অগ্রাহ্য করা - এই সবকিছু বার্নআউটকে আরও গভীর করে তোলে।

লক্ষণ

মানসিক লক্ষণের মধ্যে রয়েছে- ক্রমাগত ক্লান্তি, বিরক্তি, রাগ, হতাশা, কাজ বা জীবনের প্রতি উদাসীনতা, আত্মবিশ্বাস হারানো, পছন্দের কাজে আনন্দ না পাওয়া প্রভৃতি। অন্যদিকে, শারীরিক লক্ষণের মধ্যে রয়েছে- মাথাব্যথা, হজমের সমস্যা, ব্যথা, ঘুমে ব্যাঘাত। এছাড়া আচরণগত লক্ষণ যেমন কাজ ফেলে রাখা, অফিস এড়িয়ে যাওয়া, কাজের গতি কমে যাওয়া, একা থাকতে চাওয়া, সম্পর্ক এড়িয়ে চলা প্রভৃতি দেখা যায়।

মোকাবিলা কীভাবে করবেন

কাজের থেকে শুধু ছুটি নিলেই বার্নআউটের সমস্যা মিটবে না। প্রয়োজন সচেতনতা, অভ্যাসের পরিবর্তন, পদ্ধতিগত সমর্থন এবং নিজের প্রতি ভালোবাসা।

প্রথমে বুঝুন, আপনার বার্নআউট হচ্ছে কি না। প্রয়োজনে নিজেকে প্রশ্ন করুন - পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও আপনার কি সারাক্ষণ ক্লান্ত লাগছে? সকালে ওঠার সময় কি সারাদিনের কাজ নিয়ে আপনার মনে আতঙ্ক কাজ করছে? আপনি কি আগের মতো আর সামাজিক নেই? জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন? এইসব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হলে দেহ ও মনকে বিশ্রাম দিন। যোগ, প্রাণায়াম ও ধ্যান করুন। প্রাতরাশে প্রোটিনযুক্ত খাবার খান। বিকেলের পর চা-কফি খাওয়া কমান, চিনি ও ফাস্ট ফুড এড়িয়ে চলুন। রাতে ৭-৯ ঘণ্টা ঘুমোন। প্রতিদিন ২৫ মিনিট হাঁটা বা ব্যায়াম করার চেষ্টা করুন।

পাশাপাশি লক্ষ্য করুন, কোন কোন কাজ আপনাকে ক্লান্ত করছে? অপ্রয়োজনীয় কাজগুলো বাদ দিন। জরুরি কাজ, বিশ্রাম এবং আনন্দ করার জন্য নির্দিষ্ট সময় রাখুন।

সব কাজ আপনি একা করবেন না। বিনীতভাবে 'না' বলতে পারা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত উপকারী। দায়িত্ব ভাগ করে নিন।

ফোনের স্ক্রিন থেকে বিরতি নিন। রাত ৮টার পর ই-মেল দেখা বন্ধ করুন। সপ্তাহে একদিন স্ক্রিন ফ্রি দিন রাখুন। সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার সীমিত করুন।

সামাজিক সংযোগ ফিরিয়ে আনুন। বন্ধুদের, পরিজনকে ফোন করুন, পুরোনো শখ ফিরিয়ে আনুন। আড্ডা মারুন, গল্প করুন। সব মিলিয়ে নিজের মনের কথা বলতে পারার মতো ছোট সাপোর্ট সার্কেল বানান।

কিছু ভুল ধারণা

ধারণা	বাস্তব
শুধু কর্পোরেট কর্মীদের বার্নআউট হয়	ছাত্র, গৃহবধূ থেকে শুরু করে সব পেশার মানুষের বার্ন আউট হতে পারে
অনেকেই বলেন, 'ও কিছু না, এমনি ঠিক হয়ে যাবে'	দীর্ঘস্থায়ী বার্নআউট বিষণ্ণতা, হৃদরোগ ও বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতার কারণ হতে পারে
ভালো কর্মীরা কখনও অভিযোগ করেন না	স্বাস্থ্যকর সীমা মানা মানে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া
মানসিক চিকিৎসা দুর্বলদের জন্য	মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া সাহসিকতা এবং বিচক্ষণতার পরিচয়

বার্নআউট কোনও দুর্বলতা বা ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়। এটি আপনার মস্তিষ্ক ও দেহের বিপদসংকেত। প্রয়োজনে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন। চিকিৎসা করান। স্বাভাবিক কথোপকথন, সাহায্য চাওয়া এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। সর্বোপরি শুধু কাজের জন্য নয়, ভালোভাবে বাঁচার জন্য বাঁচুন।

ছোট্ট তারা

পুরাতন মালদা শহরের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী সাহিদা খাতুন। খেলো ইন্ডিয়া অস্মিতা তাইকোন্ডো মহিলা লিগে সাব-জুনিয়ার গার্লস বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

বিদ্রোহী ক্লাবের পুজোর এবার ৫৫তম বর্ষ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : রায়গঞ্জের বিদ্রোহী ক্লাবের পুজোর এবার ৫৫তম বর্ষ। ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাব রায়গঞ্জ শহরের বীরনগরের মূল রাস্তার পাশে অবস্থিত। রায়গঞ্জ তথা জেলাবাসীর কাছে বিদ্রোহী ক্লাবের পুজো মানেই থিম প্যান্ডেল, সাবেকি প্রতিমা এবং ঝাঁ চকচকে আলোকসজ্জা। দেবীর সাবেকি প্রতিমা সারাবছর এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত থাকেন। ঐতিহ্যবাহী দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে রোজ অন্নভোগ দিয়ে নিয়মনিষ্ঠা সহ পুজোর আয়োজন করা হয়। প্রাক্তন বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্ত ১৯৭১ সাল থেকেই এই পুজোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

বিদ্রোহী ক্লাব রায়গঞ্জ শহরের বিগ বাজেট পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম। এবারের বাজেট ১৭ লাখ টাকা। দীর্ঘদিন ধরে সুজিত রায় এই পুজোর মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি এবার কাঠ, বাঁশ এবং প্লাইউড দিয়ে একটি পৌরাণিক মন্দিরের আদলে মণ্ডপটি সাজিয়ে তুলবেন।

এল এল পুজো এল

> শুরুর দিন থেকে আমরা নিজেদের ঐতিহ্যকে বজায় রেখে এই পুজো করি। এই ঐতিহ্যবাহী ক্লাব প্রাঙ্গণে পুজোর কয়েকদিন জনসেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ষষ্ঠীর দিনে দেবীর বোধনের পর পুজোর উদ্বোধন হয়। অষ্টমীর দিন হাজারখানেক ভক্ত অঞ্জলি দেন। অঞ্জলি শেষে বহু মানুষের মধ্যে খিচুড়ি ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।
>
> **মোহিত সেনগুপ্ত**
> *সভাপতি, বিদ্রোহী ক্লাব*

এবার বিদ্রোহী ক্লাবের পুজোমণ্ডপে প্রবেশ করতে গেলে একটু ব্যতিক্রমী দৃশ্য দেখা যাবে। মণ্ডপের বাইরে লেখা থাকবে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। থাকবে তিলোত্তমা, তামান্না এবং কাশ্মীরের জঙ্গিহানার কাটআউট।

কালিয়াগঞ্জের আলোকশিল্পী সুব্রত কুণ্ডু এবারের পুজোর আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন। প্রতিমা তৈরি করবেন নদিয়ার প্রতিমাশিল্পী নান্টু পাল। রথের সময় থেকেই তিনি মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করেছেন। প্রতিবছরের মতো এবারও পুজো কমিটি কোনও সরকারি অনুদান নেবে না। নেবে না বৈদ্যুতিক বিলে ছাড়ও।

বিদ্রোহী ক্লাব কমিটির সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বলেন, ' শুরুর দিন থেকে আমরা নিজেদের ঐতিহ্যকে বজায় রেখে এই পুজো করি। এই ঐতিহ্যবাহী ক্লাব প্রাঙ্গণে পুজোর কয়েকদিন জনসেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ষষ্ঠীর দিনে দেবীর বোধনের পর পুজোর উদ্বোধন হয়। অষ্টমীর দিন হাজারখানেক ভক্ত অঞ্জলি দেন। অঞ্জলির শেষে বহু মানুষের মধ্যে খিচুড়ি ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।' তিনি যোগ করেন, 'এর পাশাপাশি নবমীর দিন কয়েকশো দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।'

এবারের পুজো কমিটির সভাপতি পদে সুপ্রিয় কুণ্ডু এবং সম্পাদক পদে দীপক সাহা রয়েছেন। মোহিত বলেন, 'প্রতিবারের মতোই সাধারণ মানুষের কাছে তোলা চাঁদায় এবারও পুজো করা হবে। কোনও জোরজুলুম নয়। সরকারি অনুদানও নয়।'

বালুরঘাটের কুণ্ডু কলোনিতে মূর্তি গড়ায় ব্যস্ত। ছবি : মাজিদুর সরদার

অনুদান বাড়ছে, প্রতিমার ন্যায্য দাম দিতে অনীহা

আক্ষেপ মৃৎশিল্পীদের

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : ক্লাবগুলোর পুজো অনুদান ৮৫ হাজার টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা। বিদ্যুৎ বিলে ছাড় বেড়েছে ৮০ শতাংশ। কিন্তু রায়গঞ্জের কুমোরটুলির প্রতিমাশিল্পীরা প্রতিমার জন্য বাড়তি দাম পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। পাঁচ বছর আগে প্রতিমার জন্য যে দাম দিত ক্লাবগুলি, সেই দামেই প্রতিমা দিতে হচ্ছে শিল্পীদের। সেই টাকাও আবার বকেয়া থাকছে বলে জানিয়েছেন শিল্পীরা।

ক্লাবগুলিকে প্রতিবছর পুজোর জন্য অনুদান বাড়ালেও প্রতিমাশিল্পীরা থাকছেন বঞ্চিত। ফলে ঝুঁকি নিয়েই প্রতিমা তৈরি করতে হচ্ছে তাঁদের।

রায়গঞ্জের কাঞ্চনপল্লির কুমোরটুলিপাড়ায় প্রায় ৩০ জন প্রতিমাশিল্পী থাকেন। সারা বছরই বিভিন্ন প্রতিমা তৈরি করেন তাঁরা। তবে নতুন প্রজন্ম আর এই পেশায় আসছে না। তাঁদের আক্ষেপ, সরকার শিল্পীদের উন্নয়নে কোনও প্রকল্প গ্রহণ করে না। ভোটের জন্য শুধু ক্লাবগুলিকে অনুদান বাড়িয়ে চলেছে।

প্রবীণ প্রতিমাশিল্পী ভানু পাল হতাশ গলায় বললেন, 'পাঁচ বছর আগে ক্লাবগুলি প্রতিমার যে দাম দিত, সেই দামই তারা দিতে চায় না। কাকুতিমিনতি করে দাম নিতে হয়।' তাঁর সংযোজন, 'পুজো বড় হবে, কিন্তু আমরা বঞ্চিত থাকব। প্রশাসনের দেখা উচিত ক্লাবগুলোকে বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়ার আগে তারা প্রতিমা, মণ্ডপ, আলোকসজ্জা ও ঢাকিদের প্রাপ্য দাম মিটিয়েছে কি না।'

চলতি বছর বড় প্রতিমা ১০টি এবং বাড়ির ও পাড়ার প্রতিমা ৬টি করছেন বলে জানান প্রতিমাশিল্পী নারায়ণ পাল। পাঁচ বছর আগে ক্লাবগুলো প্রতিমার জন্য যে দাম দিত, সেই দামেই বরাত নিয়েছেন তিনি। এবার সরকার তাদের অনুদান বাড়ানোয়, তিনি দাম বাড়ানোর অনুরোধ করেছেন তাঁর গ্রাহকদের কাছে। কিন্তু কোনও পজিটিভ উত্তর পাননি তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'সামান্য লাভে প্রতিমা দিতে হয়, বরাত হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায়। জানি না এভাবে আর কতদিন এই পেশা ধরে রাখতে পারব। পরিবারের ছেলেমেয়েরা এই পেশায় আসতে চাইছে না।'

এবছর ক্লাবগুলির বড় প্রতিমা প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার এবং বারোয়ারি মন্দিরগুলির প্রতিমা ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা দামে বরাত পেয়েছেন শিল্পীরা। তাঁদের দাবি, গত পাঁচ বছর আগে এই দামই ছিল।

> পাঁচ বছর আগে ক্লাবগুলি প্রতিমার যে দাম দিত, সেই দামই তারা দিতে চায় না। কাকুতিমিনতি করে দাম নিতে হয়।
>
> **ভানু পাল** *প্রবীণ প্রতিমাশিল্পী*

> সামান্য লাভে প্রতিমা দিতে হয়, বরাত হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায়। জানি না এভাবে আর কতদিন এই পেশা ধরে রাখতে পারব। পরিবারের ছেলেমেয়েরা এই পেশায় আসতে চাইছে না।
>
> **নারায়ণ পাল** *প্রতিমাশিল্পী*

যদিও এই কথা মানতে নারাজ পুজো কমিটিগুলো। রায়গঞ্জের শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো। তারা সবসময় শিল্পীকে তাঁর ন্যায্য পারিশ্রমিক দেওয়ার চেষ্টা করেন বলে জানান ওই পুজো কমিটির সভাপতি সম্রাট বসু। 'বাজেট ফেল করলে সমস্যাতে পড়তে হয়', বললেন সম্রাট।

অধিকাংশ পুজো কমিটিগুলি জানিয়েছে, অনুদানটুকু তাদের ভরসা। যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, তাতে অনুদানের অঙ্ক না বাড়লে সুষ্ঠুভাবে পুজোর আয়োজন করা সম্ভব নয় বলেই তাদের মত।

ডাক বিভাগের কর্মীদের বৈঠক

বালুরঘাট, ২৪ অগাস্ট : ডাক বিভাগ কেন্দ্র সরকারের দপ্তর। সেখানে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ ঘটছে। এমনই অভিযোগ উঠল অল ইন্ডিয়া পোস্টাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের দক্ষিণ দিনাজপুর শাখার সম্মেলনে। রবিবার বালুরঘাটের নাট্যতীর্থ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই সম্মেলনে ডাক বিভাগের একাধিক সমস্যার কথা উঠে এসেছে। যেখানে ডাক বিভাগের গ্রুপ-সি, পোস্টম্যান, মাল্টি টাস্কিং স্টাফ সহ একাধিক শ্রেণির কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সকলকে নিয়ে যৌথভাবে এই সম্মেলন হয়েছে বলে জানান উপস্থিত নেতারা। পাশাপাশি, অবিলম্বে অষ্টম বেতন কমিশন চালু করার দাবি তোলা হয়েছে সম্মেলনে।

শিক্ষক সমিতির অনুষ্ঠান

গঙ্গারামপুর, ২৪ অগাস্ট : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে রবিবার দুপুরে গঙ্গারামপুর নিরঞ্জন ঘোষ স্মৃতি বিদ্যাপীঠে এক বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। নাচ, গান, আবৃত্তি, আঁকা সহ বিভিন্ন বিভাগে ছোট থেকে বড় সকল প্রতিযোগীই নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শন করে। মোট ১১টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগীরা অংশ নেয়। স্কুল স্তর, আঞ্চলিক স্তর ও মহকুমা স্তরে যারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল, তারাই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। উপস্থিত ছিলেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদক অনিমেষ লাহিড়ি সহ অনেকে।

হেলথ হোমের উদ্যোগ

রায়গঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : স্টুডেন্টস হেলথ হোমের রায়গঞ্জ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল রবিবার। প্রাথমিক স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত অন্তত ৩০০ প্রতিযোগী ৩৩টি ইভেন্টে অংশ নেয়। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কালীচরণ সাহা, পরিচালন কমিটির সভাপতি গোবিন্দ কল্যাণী, চিকিৎসক এসপি দাস, স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সম্পাদক সমর রাহা প্রমুখ।

অঙ্কন প্রতিযোগিতা

বালুরঘাট, ২৪ অগাস্ট : বালুরঘাটে উত্তমাশাপল্লি গণেশপুজো কমিটির ব্যবস্থাপনায় রবিবার একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজিত হল। 'তোমার দেখা একটি পরিবেশ' এই বিষয়ের ওপরে প্রতিযোগিতাটি হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ১১৫ জন খুদে অংশ নিয়েছিল। উদ্যোক্তাদের তরফে অপূর্ব চক্রবর্তী জানালেন, ওই প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে ছিলেন চিত্রশিল্পী প্রীতম সরকার। প্রতিটি বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের আগামী রবিবার একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হবে।

উদযাপন

বালুরঘাট, ২৪ অগাস্ট : পশ্চিমবঙ্গ সত্য সাঁই সেবা সংস্থার উদ্যোগে প্রেম প্রবাহিনী উদযাপিত হল বালুরঘাটে। রবিবার সকালে শহরের অভিযাত্রী ক্লাবের মাঠে সত্য সাঁইয়ের রথ সাজানো হয়। ওই রথের সঙ্গে পদযাত্রায় শামিল হন ভক্তরা। এরপর ওমকারম, নগরসংকীর্তন ও সন্ধ্যায় মঙ্গলারতির মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, সোমবার প্রেম প্রবাহিনী কুশমণ্ডির উদ্দেশে রওনা দেবে।

রেডিমেডের ধাক্কায় কোণঠাসা
কদর নেই দর্জিদের

পুজো-পার্বণ, বিয়ে হোক বা যে কোনও উৎসব – দু'দশক আগেও পোশাক তৈরি করিয়ে পরতেন গ্রাম থেকে মফসসলের মানুষ। দক্ষ 'টেলার মাস্টার'দের দোকানের বাইরে পড়ত লম্বা লাইন। সময়ের মধ্যে চাই ডেলিভারি। তবে এখন সেই ঝোঁকে ভাটা পড়েছে। এখন জমানা রেডিমেড, ব্র্যান্ডেড জামাকাপড়ের। পাড়ায় পাড়ায় দর্জিরা কি হারিয়ে যাচ্ছেন? মালদা শহর ঘুরে খোঁজ নিলেন হরষিত সিংহ।

'টেলার মাস্টার' পরিভাষাটাই হয়তো আর কয়েক বছর পরে থাকবে না। আধুনিকতার ভিড়ে হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে কাপড় কিনে জামা-প্যান্ট তৈরির দিন গিয়েছে। নানান কারণে বর্তমান প্রজন্ম আর কাপড় কিনে নতুন পোশাক তৈরি করে পরার বিষয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এখন সমস্ত কিছু সস্তায় রেডিমেড মিলছে।

একসময় পুজোর মাস দুয়েক আগে থেকে দর্জির দোকানে নতুন পোশাক তৈরির হিড়িক পড়ত। রাত জেগে কাজ করতেন দক্ষ টেলাররা। সেই ব্যস্ততা এখন আর নেই। ঝিমিয়ে পড়েছে মালদা শহরের দর্জির দোকানগুলি। কাজ না থাকায় অনেকেই অন্য পেশায় যুক্ত হয়েছেন। অনেকে আবার দোকান বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন অর্থসংকটে। মালদা শহরের নেতাজি কমার্সিয়াল মার্কেটে এক সময় ২০টির বেশি দর্জির দোকান ছিল। এক-একটি দোকানে গড়ে ৬-৮ জন টেলার ছিলেন। তবু পুজোর আগে রাতদিন এক করে কাজ করতে হত। এখন নেতাজি মার্কেটে হাতেগোনা ৫-৬টি দোকান রয়েছে। দোকান মালিক নিজেই কাজ করছেন। দর্জির সহকারী আর কেউ নেই।

৩৫ বছর ধরে কাজ করছেন মোবারক আলি। তাঁর এখন বয়স ৫৮। একসময় তাঁর দোকানে চারজন টেলারিংয়ের কাজ করতেন। এখন তিনি একা। মোবারক বলেন, 'রেডিমেড পোশাকে ছেয়েছে বাজার। এখনকার ছেলেমেয়েরা আর কাপড় কিনে পোশাক তৈরি করছেন না। এখনও কিছু পুরোনো মানুষ আসেন। এই কাজ করে আর সংসার চলে না। এক সময় রাত ২টো পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছে। এখন সন্ধ্যা হলে দোকান বন্ধ।' মোবারকের কথায়, '১৯৯৪ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে এই শিল্পে চাহিদা কমতে শুরু করে। এখন একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে।'

বাজারে এখন রেডিমেড পোশাকের রমরমা। বিভিন্ন স্টাইলিশ পোশাক সস্তায় মিলছে। কোনও ঝামেলা নেই। কিনেই ব্যবহার করা যাচ্ছে। শহরের বাসিন্দা অভয় মণ্ডল বলেন, 'ছোট থেকে আমি রেডিমেড পোশাক কিনে পরি। জিনস ছাড়া বিভিন্ন কাপড়ের প্যান্ট সস্তায় পেয়ে যাই। চটজলদি পছন্দ করে কিনতে পারি।'

তৈরি করা পোশাকের জন্য আলাদা করে কাপড় কিনতে হয়। তারপর দর্জির জন্য আলাদা মজুরির প্রয়োজন। এখন জামা তৈরি করতে ২৫০ টাকা ও প্যান্ট তৈরি করতে ৩৫০ টাকা মজুরি নেন শহরের দর্জিরা। এই টাকায় রেডিমেড পোশাক পাওয়া যায় বাজারে।

দর্জি জয়নুর শেখ বলেন, 'নতুন কাজ হচ্ছে না। তবে রেডিমেড পোশাক ফিটিংসের কাজ আসছে। তাতে রোজগার হচ্ছে ঠিক। কিন্তু নতুন কাজ একেবারে কমেছে বলে টেলারের সংখ্যা কমেছে।' নতুন প্রজন্ম এই কাজ শেখায় আগ্রহ হারাচ্ছে। মহিলারা কিছু কাজ শিখলেও পুরুষদের কাজ শেখার আগ্রহ একেবারে নেই। কারণ মহিলাদের কিছু কাজ হলেও জামা-প্যান্ট তৈরি প্রায় বন্ধ। তাই কাজ শেখার আগ্রহ প্রকাশ করছেন না কেউ।

লোহালক্কর, ফাইবারে মূর্তি গড়ছেন বিবেক

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৪ অগাস্ট : দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে মালদা শহরের ক্লাবে ক্লাবে যেন একটা ছায়াযুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ শিল্প নিয়ে। কোনও ক্লাবের থিম কেমন, অভিনবত্ব কী? লড়াই তা নিয়ে। মৃৎশিল্পীরা যেমন নিজেদের শিল্পকর্ম উজাড় করে দিচ্ছেন, তেমনই অভিনবত্ব খুঁজতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ক্লাবকর্তারা। গতানুগতিক পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে এসেছে মালদা শহরের নেতাজি ক্লাব ও গ্রন্থাগার। এবার এই ক্লাবের পুজো ৭৫ বছরে পড়ছে। তাই বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতিমা থেকে মণ্ডপ সবকিছুতেই বিমূর্ত চিন্তাধারার ছোঁয়া।

মৃৎশিল্পী বিবেক দাস নামটা মানেই যেন একটা নতুন কিছু। শিল্পকে নিয়ে ভাঙাচোরার খেলায় মালদা জেলায় তাঁর জুড়ি নেই। হবে না-ই বা কেন, তিনি যে পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সমীর আইচের ছাত্র। বিমূর্ত শিল্প যেন বিবেকের রক্তে বইছে। আর তাই তো এবার মাটি নয়, লোহালক্কর, ফাইবার দিয়ে দুর্গা প্রতিমা, মণ্ডপ গড়ে তুলছেন তিনি। পুজোর থিম 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'।

পরনে একটা ফতুয়া আর হাফ প্যান্ট। তাতে কাদামাটি লেগে রয়েছে। মুখভর্তি দাড়ি। মালদা শহরের স্টেশন রোড সংলগ্ন নিজের কারখানায় দেবী দুর্গার সামনে কাঠের টুলের উপর বসে আপন মনে কাজ করে চলেছিলেন বিবেক।

এবার থিম কী? কী কী থাকছে? প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কিছুটা থমকে গেলেন। কিছুক্ষণ পর মাটির ভাঁড়ে ভর্তি চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'পুরোটাই বিমূর্ত। আসলে প্রতিদিন খবরের কাগজ বা টিভিতে খুন, ধর্ষণ, রাজনীতির কচকচানি দেখতে দেখতে মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছেন। পুজোর সময়ে আর মানুষ এসব চান না। পুজো মানেই উৎসব, পুজো মানেই আনন্দ। তাই এবার আমার থিম আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।'

মৃৎশিল্পী বিবেক তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে বলেন, 'আকাশ থেকে দুটো জলধারা নেমে আসবে। সেই জলধারাই আসলে কল্পনার আনন্দধারা। সিক্ত করবে দেবীকে। দুর্গা ফাইবারের তৈরি করা হচ্ছে সেজন্যই। গোটা মণ্ডপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সাজিয়ে রাখা হবে দুর্গার হাত, চরণচিহ্ন। গড়ে তোলা হবে আস্ত একটা পদ্মবন। আর সেই পদ্মবনের চারপাশে রাখা হবে দেবীর বহু হাত, আশীর্বাদের মুদ্রায়। সব মিলিয়ে পুরো পুজোমণ্ডপে বইবে আনন্দধারা।'

মূর্তি তৈরিতে মগ্ন বিবেক। -সংবাদচিত্র

ইংরেজবাজার থানা থেকে সামান্য দূরে নেতাজি ক্লাব ও গ্রন্থাগারের মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, মণ্ডপের কাঠামো বাঁধার কাজ চলছে জোরকদমে। সেই কাজের তত্ত্বাবধান করছেন ক্লাবের জনাকয়েক সদস্য। পুজো কমিটির সম্পাদক অরিন্দম রায়ের কথায়, 'এবার আমাদের বাজেট ৮ লক্ষ টাকা।'

বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের মিটিং পুরসভায়

পুরাতন মালদা, ২৪ অগাস্ট : ২৬ আগস্ট, মঙ্গলবার দুপুরে এক গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের মিটিং ডেকেছে পুরাতন মালদা পুরসভা। এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হল দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি এবং অন্য জরুরি পুর পরিষেবা নিয়ে আলোচনা। পুর কর্তৃপক্ষের তরফে ইতিমধ্যেই সমস্ত কাউন্সিলারের কাছে বৈঠকের বিষয় সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষের বক্তব্য, 'আমরা একাধিক বিষয়ে আলোচনা করে জনগণের কল্যাণে সিদ্ধান্ত নেব।'

বৈঠকে দুর্গাপুজো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় কী কী পদক্ষেপ করা হবে এবং বিভিন্ন কর্মসূচি কীভাবে পরিচালনা করা যায়, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। পাশাপাশি, পুর এলাকার মানুষের সুবিধার জন্য মিউটেশন এবং প্ল্যান পাশের প্রক্রিয়া নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। পাশাপাশি আসন্ন উৎসবের আগে পুর কর্মচারীদের বোনাস প্রদানের বিষয়টিও এই বৈঠকে আলোচনার জন্য রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে দুই নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এবং বিজেপির নগর মণ্ডল সভাপতি বাসন্তী রায় সতর্ক করে বলেন, 'যদি পুজো সংক্রান্ত কর্মসূচি ছাড়া মিউটেশন ও প্ল্যান পাশ নিয়ে কোনও নিয়মবহির্ভূত আলোচনা হয়, তাহলে আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করব।'

গণেশপুজোর নয়া ট্রেন্ড বালুরঘাটে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৪ অগাস্ট : আধুনিকতার সঙ্গে পালটাচ্ছে ভাবনা। শহরের তরুণ প্রজন্ম শুধু চাকরির দিকে তাকিয়ে নেই। তাঁদের ঝোঁক এখন ব্যবসার দিকে। নতুন শব্দ ট্রেন্ডে এসেছে, 'স্টার্টআপ'। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে কলেজ পড়ুয়া, এমনকি গৃহবধূরাও এখন বাড়িতে বসে ছোট ব্যবসা করেন। তার সঙ্গে শহরে বেড়ে চলেছে রেস্তোরাঁ, পার্লার, কস্টিউম জুয়েলারির দোকান। ফলে বালুরঘাটের ব্যবসায়ীরা ক্রমশ ঝুঁকছেন গণেশবন্দনায়। আগের থেকে ছবি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আগে যেখানে গণেশপুজো কম চোখে পড়ত, সেখানে এখন পুজো বেড়েছে। আগামী বুধবার গণেশ চতুর্থী। তার আগে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু করেছেন উদ্যোক্তারা।

বালুরঘাট শহরের উত্তমাশাপল্লি, কলেজ মোড়, টাউন ক্লাব, বেলতলা পার্ক, বিশ্বাসপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় গণেশপুজো এবার ধুমধাম করে আয়োজিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই শহরের চকভৃগু এলাকায় বসেছে পাথরের গণেশের মূর্তি। উত্তমাশাপল্লি এলাকার পুজোয় এবার প্রায় ১২ ফুট উচ্চতার গণেশ প্রতিমা থাকবে। তার সঙ্গে এবছর মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মূলত বর্তমান সময়ে চাকরির ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে আসায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় একত্রিত হয়ে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে গণেশপুজোয় আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

উত্তমাশাপল্লির পুজো উদ্যোক্তা সন্তু কর্মকার বললেন, 'প্রতি বছর আমরা গণেশপুজো করে আসছি। মূলত কমিটির সদস্যরাই এই

আয়োজন করি। এবছর শ্বেতশুভ্র বড় মাপের গণেশ প্রতিমা দেখবেন বালুরঘাটবাসী।'

প্রায় ১২ ফুট উচ্চতার গণেশ প্রতিমা তৈরি করছেন মৃৎশিল্পী সঞ্জয় নট্ট। তাঁর কাছে দুর্গা প্রতিমার বরাত বেশি থাকায় তিনি গণেশ প্রতিমার কাজ তেমন নিতে পারেননি। তাঁর মতে, 'গণেশ প্রতিমার মূল্য তুলনামূলক কম।' তবে শহরে গণেশপুজোর সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে সেই দিকটাও দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে বলে তাঁর আশা।

বিশ্বাসপাড়া বাজার রোডে করোনা পরবর্তী সময় থেকে গণেশপুজোর আয়োজন হয়ে আসছে। মূলত একটি রেস্তোরাঁর মালিকানা নেওয়া বন্ধুগোষ্ঠী এই পুজোর আয়োজন করছেন। তাঁদের মধ্যে থেকে সন্দীপ সাহা জানান, তাঁরা এলাকাবাসীদের থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পান।

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক অভিষেক কুণ্ডুর মতে, 'বালুরঘাটে প্রতিবছর গণেশপুজোর সংখ্যা বাড়ছে। আট থেকে দশ বছর আগেও এত সংখ্যায় পুজো হতে দেখা যেত না। এখন গণেশ চতুর্থীতে বালুরঘাটকে কার্যত মিনি মুম্বই মনে হয়।' বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে আগে গণেশপুজোর প্রচলন তেমন ছিল না বলে মত ত্রিধারা এলাকার পুরোহিত রাহুল চক্রবর্তীর। তাঁর কথায়, 'গণেশপুজো মূলত মহারাষ্ট্র, গুজরাটে ধুমধাম করে হয়। এক দশকের মধ্যে প্রচুর দোকান হয়েছে শহরে। সেই দোকান মালিকরাই একত্রিত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় গণেশপুজো করছেন।'

পড়াশোনা সম্পূর্ণ করেই তরুণ প্রজন্ম ব্যবসায় মন দিতে চাইছে বলে মত বিশ্বাসপাড়ার পুরোহিত শুভঙ্কর চক্রবর্তীর। তারাই মূলত শহরে গণেশপুজোর প্রসার ঘটাচ্ছে বলে মনে করেন তিনি।

আর মাত্র ২ দিন। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। রবিবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

পৃথিবীর পাঠশালা

জাপানের শতায়ু দ্বীপ

জাপানের ওকিনাওয়া দ্বীপে যেন জীবন একটু ধীর, সুস্থ আর সুন্দর। এখানে বহু মানুষ ১০০ বছরেরও বেশি বাঁচেন। এঁদের দীর্ঘ, সক্রিয় আর হাসিখুশি জীবনের রহস্য জানতে সারা বিশ্ব থেকে গবেষকরা আসেন। এর একটি বড় কারণ হল এখানকার খাদ্যাভ্যাস। তাঁরা প্রচুর তাজা সবজি, মিষ্টি আলু, টোফু আর মাছ খান। প্রক্রিয়াজাত খাবার আর চিনি থেকে তাঁরা দূরে থাকেন। তাঁদের 'হারা হাচি বু' নামে একটি নীতি আছে, যার মানে হল পেট ২০ শতাংশ খালি রেখে খাওয়া। প্রতিদিন বাগান করা আর হাঁটার মতো শারীরিক কাজকর্ম তাঁদের জীবনে স্বাভাবিকভাবেই মিশে আছে। সামাজিক সম্পর্কও তাঁদের দীর্ঘায়ুর একটি কারণ। 'মোয়াই' নামে তাঁদের নিজস্ব সামাজিক গোষ্ঠী আছে, যেখানে তাঁরা সারাজীবন একে অপরের পাশে থাকেন। এই সবকিছু মিলিয়ে ওকিনাওয়া যেন সুস্থ ও দীর্ঘ জীবনের এক জীবন্ত উদাহরণ।

জার্মানিতে হাইড্রোজেন ট্রেন

জার্মানিতে এক নতুন পরিবেশবান্ধব ট্রেন এসেছে, যা চলে হাইড্রোজেন জ্বালানি থেকে। এই ট্রেনগুলো কোনও ক্ষতিকর ধোঁয়া তৈরি করে না, বরং জলীয় বাষ্প আর জল ফেলে। এর ফলে পরিবেশের কোনও ক্ষতি হয় না। এটি প্রচলিত ডিজেল ট্রেনের চেয়ে অনেক শান্ত আর বেশি কার্যকর, বিশেষ করে যেসব রেললাইনে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। হাইড্রোজেন আর বাতাসের অক্সিজেন মিশিয়ে ট্রেনগুলো বিদ্যুৎ তৈরি করে, আর সেই বিদ্যুতের সাহায্যে ট্রেন চলে। এতে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণও কমে। একটি মাত্র হাইড্রোজেন ট্যাংক ভরে এই ট্রেন কয়েকশো কিলোমিটার চলতে পারে। জার্মানির এই উদ্ভাবন প্রমাণ করে যে, সবুজ প্রযুক্তি কীভাবে আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থাকে বদলে দেওয়া যায়।

বাঁদরদের রাজকীয় ভোজ

থাইল্যান্ডের লপবুরিতে প্রতি বছর বাঁদরের জন্য এক অদ্ভুত ভোজের আয়োজন করা হয়। এই উৎসবের নাম 'মাঙ্কি বুফে ফেস্টিভাল'। প্রাচীন ফরা প্রাং সাম ইয়ট মন্দিরের সামনে হাজার হাজার বাঁদরের জন্য সাজানো হয় ফল, সবজি, মিষ্টি, এমনকি সফট ড্রিংকস সহ বিশাল এক ভোজ। লম্বা টেবিলগুলো কলা, তরমুজ, আনারস, আর নানা খাবারে ভরে যায়, আর বাঁদর মনের আনন্দে সেগুলো খায়। এই উৎসব শুধু মজার নয়, স্থানীয়রা বাঁদরকে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক মনে করে সেগুলিকে ধন্যবাদ জানাতেই এই আয়োজন করেন। বাঁদরগুলো সারাবছর পর্যটকদের আকর্ষণ করে, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখে।

সিঙ্গাপুরের স্মার্ট বুদ্ধি

সিঙ্গাপুরের শপিং মলগুলো এক দারুণ বুদ্ধি বের করেছে। এসি থেকে যে জল বের হয়, তা তো সাধারণত নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সিঙ্গাপুরের মলগুলো সেই জল ফেলে না দিয়ে বরং রিসাইকেল করে। জমে থাকা জল ছেঁকে মলগুলোর ভিতরের আর বাইরের গাছপালায় দেওয়া হয়। এর ফলে একদিকে এসির জল নষ্ট হয় না, অন্যদিকে গাছপালার জন্য আলাদা করে জল দিতে হয় না। এতে প্রতিদিন প্রচুর জল বেঁচে যায়। জল বাঁচানোর এই পদ্ধতি সিঙ্গাপুরের মতো শহরে, যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব আছে, সেখানে খুবই জরুরি। এটা দেখায় যে, সামান্য একটি উদ্যোগ কীভাবে বড় পরিবর্তন আনতে পারে, আর কীভাবে এসির মতো যন্ত্রকে পরিবেশবান্ধব কাজে লাগানো যায়।

স্কুলে তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

পরিচালন সমিতির সভাপতি রীতিমতো আঙুল উঁচিয়ে টিআইসির উদ্দেশে নানা মন্তব্য করছেন, দেখা গিয়েছে ওই সিসিটিভি ফুটেজে।

ঘটনা প্রসঙ্গে টিআইসি রবিবার দাবি করেন, 'বৃহস্পতিবার দুপুর প্রায় তিনটা নাগাদ সুবোধবাবু তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলের বিভিন্ন ঘর ঘুরে বেড়ান। সে সময় আমি আমার দপ্তরে বসে টিফিন করছিলাম। শিক্ষকদের মধ্যে আমার দপ্তরে ঢুকে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে বিভিন্নভাবে আমাকে অপমান করতে থাকেন। ৩৪ বছরের চাকরি জীবনে আমি এমন অপমানিত হইনি। আমি এবং আমার সহকারী শিক্ষিকারাও ঘটনায় শঙ্কিত। এই চেয়ারে বসার যোগ্যতা আমার নেই, এমন মন্তব্যও করেন তিনি।' যদিও অপমানজনক কথাবার্তা বা হুঁশিয়ারি দেননি বলে দাবি করেছেন হবিবপুর ব্লকের আইএনটিটিইউসির সভাপতি ও স্কুলটির পরিচালন কমিটির সভাপতি সুবোধ। তাঁর পাল্টা অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন ধরে নিম্নমানের মিড-ডে মিলের অভিযোগ পাচ্ছি। স্কুলের পড়াশোনা লাটে উঠেছে। শিক্ষিকারা দলবেঁধে ছুটি নিচ্ছেন। সে বিষয়ে টিআইসিকে বলায় উনিই আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।'

হবিবপুর ব্লক অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রাণতোষ সাহার বক্তব্য, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। স্কুলের সমস্যার কথা জানতে পেরেছি। অবিলম্বে বিদ্যালয়ের সমস্ত সদস্যকে নিয়ে বসে সমস্যার সমাধান করা হবে।' পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাস।

রেলের লোডিং ২.৫ শতাংশ বাড়ল

মালিগাঁও, ২৪ অগাস্ট : প্রতিনিয়ত গ্রাহকদের সেবা এবং তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রুত পৌঁছে দিতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) বদ্ধপরিকর। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে রেলের ওই জোন ০.৯৩৬ মিলিয়ন টন (এমটি) পণ্য লোড করেছে। গত আর্থিক বছরের থেকে এর হার প্রায় ২.৫ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে সিমেন্ট লোডিং ১৯১.৩ শতাংশ, কয়লা লোডিং ২০০ শতাংশ, সার লোডিং ১৬৩.৬ শতাংশ এবং পিওএল লোডিং ১৩.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে, স্টোন চিপস লোডিং আগের আর্থিক বছরের তুলনায় ১৫০ শতাংশ হারে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পণ্য পরিবহণের ধারাবাহিক বৃদ্ধি ওই অঞ্চলের অর্থনৈতিক দিকটিকেও প্রভাবিত করে। এর ফলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্ব হারও বেড়েছে। ভবিষ্যতেও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অগ্রগতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে এবং পণ্য পরিবহণ বৃদ্ধি বজায় রাখবে বলে জানিয়েছেন মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

বহুতল টপকে

প্রথম পাতার পর

এলাকার মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর রোমাঞ্চকর অপরাধমূলক অভিযানের নানা গল্প। শুধু বাসিন্দাদের নয়, তাঁর ওই স্পাইডারম্যান গোছের স্টান্ট কার্যত ঘুম কেড়ে নিয়েছিল পুলিশেরও। গত তিন বছর রায়গঞ্জ থানায় মানিকের বিরুদ্ধে একাধিক চুরি ও ছিনতাইয়ের অভিযোগ দায়ের হয়। অবশেষে শনিবার বিশেষ অভিযান চালিয়ে দাগি অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত মানিক মহম্মদকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার, নগদ প্রায় ৬০ হাজার টাকা। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি মোবাইল ফোন। এদিন ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনা সহ মাদক আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বিচারক তাঁকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

দেওয়াল বেয়ে বহুতলে ওঠার জন্য মানিককে অবশ্য তালিম নিতে হয়নি। জানা গিয়েছে, তাঁর লেখাপড়া পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। বাবা মজুরের কাজে কর্মরত। স্কুল ছেড়ে খুব কম বয়সে মানিক ঢুকে পড়েন নির্মাণশ্রমিকের কাজে। নির্মাণশ্রমিকের পাশাপাশি দড়িতে ঝুলে বহুতল রং করায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন মানিক। মানিকের বন্ধুরা জানিয়েছেন, ওই সময় তিনি কোনওরকম সাহায্য ছাড়াই দেওয়াল বেয়ে বহুতলে ওঠার কৌশল রপ্ত করেন। পরবর্তীতে সেই রংমিস্ত্রি মানিকই রায়গঞ্জ থানার বড়ুয়া ও বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ত্রাস হয়ে ওঠেন। নিজে ব্রাউন সুগার সেবনের পাশাপাশি দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একাধিক গ্রামে ব্রাউন সুগারের কারবার শুরু করে তরুণ সমাজকে ক্রমশ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। নেশায় আসক্ত তরুণরা মানিকের খপ্পরে পড়লেই নানারকম দুষ্কর্মে জড়িয়ে পড়ে বলেও অভিযোগ।

রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'যে সমস্ত দুষ্কৃতী ব্রাউন সুগার বিক্রির পাশাপাশি বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত, তাদেরকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হচ্ছে।'

স্মরণসভা

মালদা, ২৪ অগাস্ট : ২ জুলাই না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতি সমূহের যৌথ কমিটির জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপকুমার সিংহ। রবিবার প্রয়াত নেতার স্মৃতিতে স্মরণসভা হয়।

পুলিশের সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগ

রায়গঞ্জে ধৃত ভুয়ো খাদ্য আধিকারিক

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : মদ্যপ অবস্থায় কর্তব্যরত পুলিশের সঙ্গে অভব্য আচরণ করার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনার সময় অভিযুক্ত তরুণ নিজেকে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক বলে পরিচয় দেন। যদিও প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, তাঁর ওই পরিচয় ভুয়ো। তিনি আদৌ কোনও সরকারি চাকরি করেন কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে রায়গঞ্জ শহরের বন্দর এলাকা থেকে ওই তরুণকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। অভিযুক্তের নাম মোশারফ হোসেন। তাঁর বাড়ি রায়গঞ্জ থানার মহিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বসিয়ান গ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। রবিবার বিকেলে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাঁকে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন।

পুলিশি হেপাজতে অভিযুক্ত তরুণ। রবিবার রায়গঞ্জে।

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বিচারক অভিযুক্তকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন।'

পুলিশের দাবি, শনিবার গভীর রাতে রায়গঞ্জের বন্দর বাজার এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিলেন মোশারফ। মদ্যপ অবস্থায় ঘুরতে দেখে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি পুলিশের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন বলে অভিযোগ। শুধু তা-ই নয়, নিজেকে খাদ্য দপ্তরের সাব-ইনস্পেকটর বলে দাবি করে দাদাগিরিও দেখান বলে অভিযোগ। পুলিশ তাঁকে ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। পরে জেলা খাদ্য দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায়, ওই নামে আদৌ কোনও সরকারি কর্মী খাদ্য দপ্তরে নেই। তবে তিনি খাদ্য দপ্তরের সঙ্গে অন্য কোনওভাবে যুক্ত কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কী অভিযোগ

- মদ্যপ অবস্থায় পুলিশের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন এক তরুণ
- নিজেকে সে সময় খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক বলে পরিচয় দেন ওই তরুণ
- অশালীন আচরণের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ
- পরে জানা যায়, ধৃত তরুণ খাদ্য দপ্তরের কোনও আধিকারিকই নন

এদিকে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের বাবা আনিসুর রহমান ছিলেন বসিয়ান এলাকার র‍্যাশন ডিলার। আনিসুরের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী র‍্যাশন ডিলারের কাজ সামলাচ্ছেন। তাঁদের দুই ছেলের মধ্যে মোশারফ বেশিরভাগ সময় রায়গঞ্জেই থাকেন। বিভিন্ন নেশায় আসক্ত হয়ে দামি মোটরবাইক ও বিলাসবহুল গাড়িতে চলাফেরা করার পাশাপাশি নিজেকে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক বলে ভুয়ো পরিচয় দেন। গ্রামবাসীরাই জানাচ্ছেন, রায়গঞ্জের একাধিক দুষ্কৃতীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের আইনজীবী রোহিত দাস বলেন, 'অভিযুক্ত ওই তরুণ জামিনে মুক্তি পাওয়ার পরেও নিজেকে রায়গঞ্জ খাদ্য দপ্তরের সাব-ইনস্পেকটর বলে দাবি করেছেন।'

পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ পুলিশ।

কেলেঙ্কারি বহু, পদক্ষেপ নেই

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৪ অগাস্ট : কখনও ব্যাংকের ম্যানেজার, কখনও ক্যাশিয়ার, বিভিন্ন সময় সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ দু'হাতে লুটেছেন ব্যাংকের আধিকারিকরা। একের পর কেলেঙ্কারি ধরা পড়লেও আজ পর্যন্ত কোনও ক্ষেত্রেই কড়া পদক্ষেপ হয়নি। দুর্নীতির আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কোচবিহার সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক। অভিযোগ, ব্যাংকের বোর্ড অফ ডিরেক্টর এবং সমবায় দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশের মদতেই রমরমা হয়েছে দুর্নীতির। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি রাজনৈতিক কারণেই বারে বারে ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে কেলেঙ্কারি?

গত তিন বছরেই ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় বড় বড় কেলেঙ্কারি ধরা পড়েছে। সম্প্রতি জামালদহ এবং হলদিবাড়ি শাখার দুর্নীতি ছাড়াও ২০২২-এ ব্যাংকের মূল শাখা কোচবিহারে ৮৪ লক্ষ টাকার তছরুপ ধরা পড়ে। তাতে অভিযুক্ত ছিলেন ক্যাশিয়ার চুমকি দত্ত। সেই সময়ও প্রথমে চুমকির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করে টাকা ফেরত নিয়ে দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। ব্যাংক সূত্রের খবর, চুমকি লিখিতভাবে সব টাকা ফেরতের প্রতিশ্রুতি দিলেও মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা দেন। কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছ থেকে আজও বাকি টাকা উদ্ধার করতে পারেনি। চাপের মুখে কেলেঙ্কারি ধরা পড়ার অনেক পরে চুমকির বিরুদ্ধে এফআইআর করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং পরবর্তীতে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। নিয়ম অনুসারে চুমকির বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করে পদক্ষেপ করার কথা সমবায় দপ্তরের। তবে তিন বছর হতে চললেও আজও সেই তদন্ত হয়নি। কেন তদন্ত হল না তার উত্তর নেই সমবায় আধিকারিকদের কাছে।

২০২৪-এর শেষদিকে ব্যাংকের পুণ্ডিবাড়ি শাখাতেও প্রকাশ্যে আসে আর্থিক কেলেঙ্কারি। ২০২৫-এর শুরুতে সেই কেলেঙ্কারির তদন্ত রিপোর্ট জমা হয়। সেখানেও ক্যাশিয়ার বিকাশ চন্দ্র ইন্দ্রের বিরুদ্ধে নয় লক্ষ টাকা তছরুপের প্রমাণ মেলে। বিকাশকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বছর ঘুরতে চললেও তাঁর বিরুদ্ধে নিয়ম মেনে পুলিশে এফআইআর করা হয়নি। কেন এফআইআর না করে অভিযুক্তকে ছাড় দেওয়া হল সেবিষয়ে কোনও কথাই বলছেন না ব্যাংকের চেয়ারম্যান বা সমবায় আধিকারিকরা।

ব্যাংকটি রাজ্য সমবায় দপ্তরের নিয়ম ও বিধি অনুসারে পরিচালিত হয়। নির্বাচিত ও মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরই ব্যাংক পরিচালনা করেন। ব্যাংকের কাজকর্ম তদারকি করে সমবায় দপ্তর। দপ্তরের একজন আধিকারিক মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও) হিসাবে নিযুক্ত থাকেন। ব্যাংকের সিইও রাজশেখর অধিকারীর বক্তব্য, 'বছরখানেক হল দায়িত্ব নিয়েছি। যখন যখন যে যে অনিয়ম দেখেছি সঙ্গে সঙ্গে সবটাই বিস্তারিতভাবে বোর্ড অফ ডিরেক্টর বা সমবায় দপ্তরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। ব্যাংকের বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তাঁরাই নেন। আমি কর্মসম্পাদন করি। যেমন নির্দেশ আসবে সেভাবেই কাজ করব।'

কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক

ব্যাংকের সিইও জেলায় থাকা ডেপুটি রেজিস্ট্রার অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ (ডিআরসিএস)-এর নির্দেশ পালন করেন। সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক কেলেঙ্কারিতে কোচবিহারের ডিআরসিএস সুবীর দত্তের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে বহু প্রশ্ন। ব্যাংকের বর্তমান বোর্ড দায়িত্ব নিয়েছে বছরখানেক হল। তার আগে নির্বাচন না হওয়ায় এক বছরেরও বেশি সময় স্পেশাল অফিসার হিসাবে ব্যাংকের দায়িত্বে ছিলেন সুবীর। সেই সময়ই জামালদহ এবং হলদিবাড়ি শাখায় দুর্নীতির রমরমা হয়েছিল। প্রশাসক হিসাবে কেন তখন দ্রুত পদক্ষেপ করেননি ডিআরসিএস তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ব্যাংকের বোর্ড সদস্যদের অনেকেই। দুর্নীতি ধরা পড়ার পর বিভাগীয় তদন্ত করেও পদক্ষেপ করতে পারতেন ডিআরসিএস। থানায় এফআইআর-ও করা যেত। সেসব না করায় ব্যাংকের অন্দরেই নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এদিন প্রশ্ন শুনেই 'বাইরে আছি' বলে প্রথমে তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন সুবীর। পরে বলেন, 'বিষয়গুলো দেখে তারপর বলতে হবে।'

দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ অবশ্য মানতে চাননি ব্যাংকের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মণ্ডল। তাঁর কথা, 'আমরা বোর্ডে নতুন এসেছি। সবটা এখনও ভালো করে বুঝে নিতে পারিনি। তবে দুর্নীতির সঙ্গে আপস করা হবে না।' বারে বারে কেলেঙ্কারির ফলে ব্যাংকের ভাবমূর্তি খারাপ হওয়ার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, 'দুর্নীতির ফলে আমাদের ব্যবসা কমে গিয়েছে।'

শোকজ

প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভকারী সৌম্যদীপ কাঞ্জি বলেন, 'কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকে আমরা আমাদের দাবিগুলো লিখিত আকারে জানিয়েছি। মেডিকেল কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবিগুলি বিবেচনা করে দেখার আশ্বাস দিয়েছে। তার পরেও আমরা আমাদের অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যেতে থাকি। সিসিটিভি ক্যামেরায় যেখানে দেখা যাচ্ছে, একজন কর্তব্যরত ইন্টার্নকে হেনস্তা করা হচ্ছে, তখন কেউ অভিযোগ জানাক বা না জানাক, কর্তৃপক্ষের উচিত দ্রুত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট তৈরি করা। রাতে প্রিন্সিপাল এসে জানান, অভিযুক্ত পড়ুয়া চিকিৎসককে শোকজ নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ এই নোটিশ জারি করার কারণে আমরা অবস্থান তুলে নিয়েছি। বুধবার আমরা ফের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করব।'

মেডিকেলের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'শনিবার আমি এমারজেন্সি কলেজ কাউন্সিলের বৈঠক ডাকি। সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ও সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজের ভিত্তিতে অভিযুক্ত পড়ুয়া চিকিৎসককে শোকজ নোটিশ ই-মেল মারফত পাঠিয়েছি। ইতিমধ্যে পাঁচজনের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই তদন্ত কমিটিকে সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।'

ব্যারেজে দাঁড়িয়ে ট্রেন, থমকে চলাচল

অর্ণব চক্রবর্তী

ফরাক্কা, ২৪ অগাস্ট : ফরাক্কা ব্যারেজে ঢোকার মুখে বিদ্যুতের ওভারহেড তার ছিঁড়ে বিপত্তি ঘটে গেল। রবিবার সকালে এই ঘটনায় কিছুক্ষণের জন্য উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। ফরাক্কা ব্যারেজের মুখে বিদ্যুতের ওভারহেড তার ছিঁড়ে যাওয়ায় সাময়িকভাবে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। মালদা থেকে ফরাক্কা হয়ে দূরপাল্লার ট্রেনগুলি আটকে পড়ে। ট্রেন চলাচলে এভাবে বিঘ্ন ঘটায় ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। মালদা স্টেশনেও আটকে থাকে কয়েকটি ট্রেন। সকাল ৯টা নাগাদ ব্যারেজের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় মালদা-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জারকে। বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। তবে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন রেলকর্মীরা।

ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে ওই ট্রেনটিকে নিউ ফরাক্কা স্টেশনে নিয়ে আসার চেষ্টা চালায় রেলের টেকনিকাল টিম। রেলের টেকনিকাল টিমের সদস্য আমিনুল ইসলাম বলেন, 'আনুমানিক সকাল আটটা দশ নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। কীভাবে তার ছিঁড়ল সে বিষয়ে আধিকারিকরা তদন্ত করে দেখবেন।'

দুর্ভোগ

- ফরাক্কা ব্যারেজে ঢোকার মুখে বিদ্যুতের ওভারহেড তার ছিঁড়ে যায়
- রবিবার সকালে এই ঘটনায় কিছুক্ষণের জন্য উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়
- সকাল ৯টা নাগাদ ব্যারেজের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় মালদা-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জারকে

তার ছিঁড়ে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েন ট্রেনযাত্রীরা। মালদা-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জারের যাত্রী সবিতা মণ্ডলের কথায়, 'আজিমগঞ্জে অনুষ্ঠানে যাব। তার ছিঁড়ে গিয়েছে। এক ঘণ্টার উপরে বসে আছি। কখন ট্রেন ছাড়বে বুঝতে পারছি না।'

সাতসকালে এই ঘটনায় হতভম্ব হয়ে যান এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা বিদ্যুৎ হালদার বলেন, 'ব্যারেজ মার্কেট থেকে বাজার করে ফিরছিলাম। দেখলাম লাইনে অনেক লোকজন দাঁড়িয়ে। একটা ট্রেনও দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখলাম, আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার। দেখলাম ওভারহেডের তার ছিঁড়ে পেঁচিয়ে গিয়েছে। তারটা নীচে পড়ে গেলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। রেলকর্মীরা এসেছেন। তাঁরাই বিষয়টি দেখছেন।'

সকালে ফরাক্কা-আজিমগঞ্জ রুটের প্রতিটি স্টেশনেই যাত্রীদের থিকথিকে ভিড় ছিল। দুর্ঘটনার পর যাত্রীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে বলে দাবি করে রেল।

অমৃতা সরকার নামে আরেক যাত্রীর কথায়, 'আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি যাব ভেবেছিলাম। ট্রেনটা ঠিকঠাকই আসছিল। হঠাৎ তার ছিঁড়ে বিপত্তি ঘটে গেল। যে কোনও সময়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। তবে রেলকর্মীরা তাড়াতাড়ি চলে এসে দেখছিলেন।'

মশাল মিছিল

রায়গঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবার মশাল মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয় রায়গঞ্জে। 'ভোট চোর, গদি চোর' স্লোগানে জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে বিদ্রোহী মোড় থেকে এই মিছিল বের হয়। গোটা শহর পরিক্রমার পর শিলিগুড়ি মোড়ে গিয়ে মিছিল শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত, লিয়াকত আলি, তিলকতীর্থ ভৌমিক, নার্গিস খাতুন প্রমুখ। মোহিত সেনগুপ্ত বলেন, 'দেশ আজ গভীর সংকটে। দেশে বর্তমানে ভোট চোর ও গদি চোর স্লোগান সামনে রেখেই কংগ্রেস আন্দোলনে নেমেছে। বিজেপি ভোট চুরি ও গদি চুরি করেই ক্ষমতায় টিকে রয়েছে।'

ধুলোয় ঢাকা পড়ছে

প্রথম পাতার পর

দিনাজপুরের গর্বের দুই ফসল বাজারজাত করা বা বৃহত্তর বাজারে পৌঁছে দেবার তেমন কোনও উদ্যোগ আজও দেখা গেল না। তাহলে কর্মসংস্থান বাড়বে কীভাবে? দুই জেলা কার্যত শিল্পশূন্য। যে দু'-একটা ছোট কারখানা রয়েছে তা কর্মসংস্থানের চাহিদা পূরণের ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেনি। ফলে প্রতিনিয়ত নিজেদেরকে বঞ্চিত এবং সার্বিকভাবে অবহেলিতই ভাবছেন জেলাবাসীরা।

অবস্থা এমন যে, নিটের মতো পরীক্ষারও সেন্টার হয় না। এখানকার ছাত্রছাত্রীদের অনেক দূরে শিলিগুড়ি বা মালদাতে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এরকম বহু ক্ষেত্রে জেলাবাসীদের বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে। এর নেপথ্যে রাজনীতি না ষড়যন্ত্র নাকি অন্য কিছু আছে তা উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক মানুষ হিসেবে বুঝে ওঠা কঠিন। জেলাবাসীরূপে মনে হতে পারে, রাজনৈতিকভাবে এই অঞ্চলের যে প্রতিনিধিরা রয়েছেন তাঁরা ঠিকমতো নিজেদের সমস্যার কথা উপস্থাপন করতে পারেন না। একসময় এখানে দৈনিক খবরের কাগজ একদিন পর কলকাতা থেকে আসত। পরবর্তীকালে শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অফিস হওয়াতে এটাতে অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু এটুকু বাদ দিলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ- সবদিক দিয়েই যেন ক্রমাগত উত্তর দিনাজপুরবাসী ক্রমশ সর্বতোভাবে পিছিয়ে পড়ছেন।

তবে কয়েকটা বাইপাস রাস্তা ও কিছু সড়ক সংস্কার হওয়ায় যোগাযোগ খানিকটা সহজ হয়েছে এটা সত্য।

কামতাপুর বা গোর্খাল্যান্ডের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন থেকে অনেকটাই দূরে দুই দিনাজপুর। দুই জেলার মানুষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক অধিকারে বরাবর ভরসা রেখেছেন। তবুও এইসব এলাকার উন্নয়নের পরিকল্পনা নেই রাজ্য বা কেন্দ্রের। বিচ্ছিন্নতাবাদী কথাবার্তা বললেই কি তাহলে উন্নয়নের মানচিত্রে ঠাঁই মিলবে? দুই জেলা আদতে পরিযায়ী শ্রমিক সরবরাহের কারখানা হয়ে উঠেছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে উত্তর দিনাজপুর। ২০১৬ সালে রবীন্দ্র ভবন গড়ে উঠলেও তা চূড়ান্ত অবহেলায় পড়ে রয়েছে। সাধারণ মানুষ নিয়মিত ওই সভাগৃহ ব্যবহার করতে পারছেন না। নেই বিকল্প উন্নত কোনও অডিটোরিয়াম। দুই জেলাবাসীর দশা হয়েছে অনাথ শিশুর মতোই।

প্রস্তাবিত এইমস হাসপাতাল এই অঞ্চলের উন্নয়নের মানচিত্র খোলনলচে পালটে দিতে পারত। কিন্তু তা কল্যাণীতে চলে যাওয়ায় এই অঞ্চলের বঞ্চনার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছে। কিছু ঝকঝকে শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স আর চাকচিক্যের ছবি সরিয়ে দিলে প্রকৃত উন্নয়নের কঙ্কালসার ছবিটা সহজেই ফুটে উঠবে। আজও দুই জেলার ধুঁকতে থাকা শিল্পছবি বদলাতে কোনও পদক্ষেপ হল না। শুধু বালুরঘাটের বিমানবন্দরের জট খুলতেই ল্যাজেগোবরে দশা হয়েছে নেতা-মন্ত্রীদের। প্রয়োজনে ভরতুকি দিয়ে শিল্পতালুকগুলো চালু করতেও উদ্যোগ নেই। একসময়ের বিখ্যাত কালিয়াগঞ্জের তেলকলগুলোর পুনরুজ্জীবনে দিশা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। পর্যটনের প্রসারেও হেলদোল দেখা যাচ্ছে না। গঙ্গারামপুরের দই, তাঁতের প্রতি সুবিচার হল না।

পাশের রাজ্য ও বাংলাদেশের মধ্যে রপ্তানি বাণিজ্য এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে পারত। তাও বিশবাঁও জলে।

জেলাবাসীরা চান রাজনীতির সাপ-লুডো খেলার বাইরে এই অঞ্চলের তরুণ প্রজন্ম কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখুক। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, কৃষিতে আরও বিনিয়োগ আসুক। উন্নত প্রযুক্তি, নতুন উদ্যম আর মানবসম্পদের উন্নত ব্যবহারে ঘুরে দাঁড়াক দুই দিনাজপুর। তার জন্য রাজ্য, কেন্দ্রের আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

(লেখক - শিক্ষক ও সংস্কৃতিকর্মী। রায়গঞ্জের বাসিন্দা)

যদি ট্যাটুতে লেখো... সম্পর্কের অঙ্কে

প্রথম পাতার পর

ভালোবাসা কতটা খাঁটি বোঝাতে হাতে মেয়েটির নামের ট্যাটু করান। কিন্তু শাহরুখ যতই বলুন না কেন, সিনেমার মতো আমাদের জীবনের শেষে সব ঠিক হয়ে যায়- বাস্তব যে বড় রূঢ়।

কয়েকমাস পর জানতে পারেন, যে নামের ট্যাটু করিয়েছেন, সেটা আদতে ভুয়ো। মেয়েটি নাকি যোগাযোগই বন্ধ করে দেন। বেকায়দায় পড়েন অমিত। মাসছয়েক আগে বিয়ে হয়েছে তাঁর। বিয়ের আগে স্টুডিওতে গিয়ে নতুন ট্যাটু করিয়েছেন পুরোনোটির ওপর। গচ্চা গিয়েছে মোটা টাকা। অমিতের আফসোস, 'কী যে ভুল করেছিলাম। আগে অনেক টাকা খরচ হয়েছিল, এবারও হল। প্রেমিক-প্রেমিকার নামে ট্যাটু করানোর আগে দশবার ভাবা উচিত।'

তিন বছর আগে একধাপ এগিয়ে প্রেমিকার ছবি ট্যাটু করিয়েছিলেন বুকে। তিনি সুকান্তনগরের বাণীব্রত। প্রিয়তমা এখন প্রাক্তন। একসময় তরুণীর বিয়ে ঠিক হল অন্য জায়গায়। আর তিনি শরণাপন্ন হলেন ত্বক বিশেষজ্ঞের। তাঁর পরামর্শ নিয়ে বুকে নতুন নকশার ট্যাটু বানালেন।

ডার্মাটোলজিস্ট ডাঃ প্রবীণকুমার ভুপালিকা বললেন, 'আমাদের কাছে প্রচুর মানুষ আসছেন ট্যাটু ওঠাতে। লেসার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে তুলে দেওয়া হয়। নামের ট্যাটু প্রচুর সংখ্যক।'

লক্ষ্মীলাভে খুশি ট্যাটু আর্টিস্টরা। ইসকন মন্দির রোডে একটি স্টুডিও রয়েছে যোগীর। বলছিলেন, 'প্রেমিক-প্রেমিকার নামের ট্যাটু কভার করতে বা ওঠাতে আসছেন অনেকে। টিনএজাররাই বেশি। লেসার ট্রিটমেন্ট করে ট্যাটু তুলে দেওয়া হয়। যাঁরা নতুন করাতে চান, তাঁদের ক্ষেত্রে পুরোনো ট্যাটু ঢেকে তারপর কীভাবে কাজ করা যায়, সেটা আগে ভালোমতো প্ল্যান করে নিতে হবে। ছোট নাম থাকলে পালকের নকশা করে দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। কঠিন হল, যখন কেউ এসে প্রাক্তনের নামের ওপর বর্তমানের নামের ট্যাটু করাতে বলেন। দুটো ক্ষেত্রেই প্রথমবারের চেয়ে খরচ বেশি। বহু ক্রেতা একাধিকবার এসেছেন। এতে অবশ্য ব্যবসা ভালো হয়।'

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের এডোলেসেন্ট হেলথ কাউন্সিলার পিয়ালি ঘোষ পইড়ার সঙ্গে কথা হচ্ছিল রবিবার। তাঁর মতে, 'সেলেব্রিটিদের দেখে এধরনের ট্যাটু করাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। সেলেব্রিটিরা সম্পর্কের সমীকরণ বদলালে ট্যাটু বদলে ফেলেন। সেই ট্রেন্ড মেনে পালটে নেয় ওরা। আবেগের বশে কারও নামের ট্যাটু করালে পরে আবার আর্টিস্টদের কাছে যেতে হচ্ছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে এমন প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। তবে বড়রাও রয়েছেন তালিকায়।'

শিলিগুড়ির সেবক রোডে স্টুডিওতে বসে ট্যাটু আর্টিস্ট সিকে ছেত্রী জানালেন, ব্যবসায় অবশ্যই লাভ হয়। কিন্তু তিনি প্রথমেই সচেতন করে দেন, প্রেমিক-প্রেমিকার নাম না লিখতে। তাঁর পরামর্শ, নিজের বা বাবা-মায়ের নামের ট্যাটু করালে বিষয়টি নিরাপদ। করা যেতে পারে স্ত্রী ও সন্তানের।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের প্রধান ডাঃ নির্মল বেরার পর্যবেক্ষণ, 'কমবয়সিরা এই কাজ বেশি করে। কারণ, সেসময় পরিপক্কতা আসে না। কাল্পনিক জগতে বিচরণ করে ওরা। পরে সম্পর্কের সমীকরণ বদলে গেলে সমস্যা তৈরি হয়। সিনেমা বা টিভি সিরিজে নায়ক-নায়িকাদের দেখে ছেলেমেয়েরা এসব করে।'

মনের মানুষ খোঁজা সহজ কম্ম নয় মোটে। নেটিজেনরা বলে, 'ভাইভ' না মিললে কারও সঙ্গে আজীবন থাকা যায় না। কিন্তু বারবার যদি একটি ট্যাটুর ওপর আরেকটি ট্যাটু করানো হয়, তবে তা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব একটা সুখকর নয়, তা মাথায় রাখা উচিত রোমিওদের।

পরিযায়ীর মৃত্যু

বহরমপুর, ২৪ অগাস্ট : একমাত্র ছেলের চিকিৎসার খরচ আর পাঠানো হল না হতভাগ্য বাবার। তার আগেই ভিনরাজ্যে জীবনে প্রথমবার পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে যাওয়া ওই ব্যক্তির দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল। মৃতের নাম আবদুল হালিম (৩৬)। ঘটনার খবর রবিবার বাড়িতে এসে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে ভগবানগোলা লাগোয়া এলাকায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মাস কয়েক আগে ছেলের চিকিৎসার জন্য আবদুল হালিম পরিযায়ী শ্রমিকের কাজের খোঁজে হায়দরাবাদে যান। সেখানে কাজ চলাকালীন নিজের কর্মস্থল থেকে কিছুক্ষণের জন্য বিরতি নিয়ে বাড়িতে ছেলের চিকিৎসার জন্য টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্যে বের হন তিনি। পথে পিছনদিক থেকে আসা একটি নিয়ন্ত্রণহীন দ্রুতগতির গাড়ি তাঁকে পিষে দেয়।

ক্রিকেটকে গুডবাই, অবসর গ্রহে পূজারা

রাজকোট, ২৪ অগাস্ট : চেষ্টা করেছিলেন।

বাদ পড়ে জারি রেখেছিলেন লড়াই। প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে আঁকড়ে ধরেছিলেন কাউন্টি ক্রিকেটকেও। কিন্তু লক্ষ্যপূরণ করতে না পারার হতাশা নিয়ে এদিন সেই লড়াইয়ে ইতি টানলেন চেতেশ্বর পূজারা। জানিয়ে দিলেন, আর নয়। ইতি টানছেন ১০৩টি টেস্টের উজ্জ্বল কেরিয়ারে।

সব ভালোর শেষ আছে, কথাটা মেনে নিয়ে এদিন সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন ভারতীয় ক্রিকেটের বহু যুদ্ধের সৈনিক। ক্রিকেটপ্রেমীদের রবিবারের মেজাজকে আবেগতাড়িত করে সাতসকালেই পূজারার ঘোষণা, বাইশ গজে ভারতীয় দলের জার্সিতে আর কখনও ব্যাট হাতে দেখা যাবে না তাঁকে। আবেগঘন বিদায়বার্তায় সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'ভারতের জার্সি পরা, জাতীয় সংগীত গাওয়া, মাঠে নেমে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা- এর গুরুত্ব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে সব ভালোর শেষ আছে। ভারতের হয়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে ভালোবাসা ও সম্মান দেওয়ার জন্য।'

১০৩ টেস্টের কেরিয়ারে করেছেন ৭,১৯৫ রান। সর্বাধিক ২০৬। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৭৮টি ম্যাচে সংগ্রহ ২১,৩০১ রান। সর্বাধিক ৩৫২। ২০০৯ থেকে ২০১৪- পাঁচ বছর আইপিএলে খেলেছেন। প্রথমে কলকাতা নাইট রাইডার্স, তারপর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

তবে কপিবুক ক্রিকেটে বিশ্বাসী পূজারা কিছুটা বেমানান ছিলেন মেগা লিগের ঝলকে।

পরিসংখ্যান ছাপিয়ে দেশের হয়ে বাইশ গজে বুক চিতিয়ে লড়াইয়ের নানান কাহিনী। ২০১০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক। অচিরেই রাহুল দ্রাবিড়ের জুতোয় পা রেখে তিন নম্বর পজিশনে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের নিউক্লিয়াস হয়ে উঠেছিলেন। শেষ টেস্ট ২০২৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল।

নামের পাশে একঝাঁক নজির। ভারতীয় ক্রিকেটের স্মরণীয় সব জয়গাঁথার কারিগর হয়ে ওঠার কাহিনী। একমাত্র ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে একটি টেস্ট ইনিংসে পাঁচশোর বেশি বল খেলেছেন। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে সর্বাধিক ১২৫৮ বল খেলার রেকর্ডও পূজারার দখলে। নামের পাশে টেস্টের পাঁচদিন ব্যাটিং করার নজির। কেরিয়ারজুড়ে এমনই সব মণিমাণিক্যের ভিড়।

তৃপ্তিটাই ঝরে পড়ল বিদায়ি বার্তায়। পূজারা লিখেছেন, রাজকোটের এক ছোট্ট শহরের ছেলে হিসেবে আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দুই চোখে ছিল দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন। প্রত্যাশা ছাপিয়ে পেয়েছেন। অগণিত মানুষের ভালোবাসা এবং দেশকে প্রতিনিধিত্ব করা— প্রাপ্তির ঘরা পূর্ণ।

ভারতীয় ক্রিকেটকে দিয়েছেন দুই হাত ভরে। বিশেষত দল বিপদে মানে পূজারার ব্যাট আরও চওড়া। ধৈর্য আর লড়াইয়ের প্রতীক ছিলেন। পেশিশক্তির আস্ফালন নয়, দাঁতে দাঁত চাপা মরিয়া প্রয়াসে প্রতিপক্ষকে বাধ্য করেছেন হার মানতে।

ঐতিহাসিক ২০১৮-'১৯ অস্ট্রেলিয়া সফরে তরুণ শুভমান গিল, ঋষভ পন্থদের সাহস জুগিয়েছেন। সাফল্যের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন। নিজে করেছিলেন ৫২১ রান। অজি পেসারদের বলে গোটা শরীরে আঘাত পেলেও লড়াইয়ের ময়দান থেকে নড়ানো যায়নি ভারতের ক্রাইসিসম্যানকে। পুরস্কারস্বরূপ সিরিজ সেরার সম্মান।

> ভারতের জার্সি পরা, জাতীয় সংগীত গাওয়া, মাঠে নেমে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা- এর গুরুত্ব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে সব ভালোর শেষ আছে। ভারতের হয়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে ভালোবাসা ও সম্মান দেওয়ার জন্য।
>
> -চেতেশ্বর পূজারা

১৩ বছরের টেস্ট কেরিয়ারে ১৯টি সেঞ্চুরি রয়েছে। ৫টি একদিনের ম্যাচ খেললেও ছাপ রাখতে পারেননি। তবে চিরাচরিত ফর্ম্যাট টেস্টে দলে বরাবরের ব্যাটিংস্তম্ভ ছিলেন। শচীন তেন্ডুলকারের কথায়, তিন নম্বরে পূজারা ব্যাট করতে নামা মানে স্বস্তিতে থাকা।

ভালোবাসা, পাশে থাকার জন্য পূজারা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, নিজের আঞ্চলিক সংস্থা সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে। বিদায়ি বার্তায় কোচ, কোচিং স্টাফ, কাউন্টি টিম, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট দলগুলির কথাও ভোলেননি। পূজারার মতে, তাঁর সাফল্যের নেপথ্যে সবার প্রচেষ্টা, সমর্থন, পরিশ্রম। যদিও শুরুটা বর্ণময় হলেও শেষের ছবিটা অনেকটাই ফিকে। ২০২৩ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পর আর ডাক পাননি। নির্বাচকদের নজরে আসার জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। কাউন্টি ক্রিকেটও খেলেছেন। কিন্তু নির্বাচকদের সামনের দিকে তাকানোর ভাবনায় আর সুযোগ পাননি পূজারা।

ভারতের গত ইংল্যান্ড সফরে কমেন্ট্রি বক্সে দেখা গিয়েছিল পূজারাকে। সুনীল গাভাসকার, রবি শাস্ত্রী, মাইকেল আথারটন, মাইকেল ভনদের সঙ্গে ধারাভাষ্যেও নিজের ছাপ রাখেন। নয়া ইনিংসে যে দায়িত্বে হয়তো আরও বেশি করে দেখা যাবে। যুবরাজ সিং তো ইতিমধ্যেই লেজেন্ড লিগের দরজা খুলে রাখার ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন। সুনীল গাভাসকারের কথায়, দেশের ক্রিকেট উন্নয়নে পূজারার দক্ষতাকে কাজে লাগানো উচিত। কোন ভূমিকায় ভারতীয় ক্রিকেটে পূজারার প্রত্যাবর্তন ঘটবে সেটাই এখন দেখার।

শরীর বাজি রেখে...

২০২১ সালে ব্রিসবেন টেস্টের পঞ্চম দিনের ভাঙা পিচে প্যাট কামিন্স-মিচেল স্টার্ক-জোশ হ্যাজেলউডদের ৯টি বল শরীরে লাগার পরও মাঠ ছাড়েননি চেতেশ্বর পূজারা। তাঁর তৈরি ভিতে পরবর্তীতে জয় আনেন ঋষভ পন্থ।

সংখ্যায় পূজারা

১ ভারতীয় হিসেবে একটি টেস্ট ইনিংসে পূজারা (৫২৫ বলে ২০২, বনাম অস্ট্রেলিয়া ২০১৭) সর্বাধিক বল খেলেছিলেন।

৪ একটি টেস্ট সিরিজে ভারতীয়দের মধ্যে চতুর্থ সর্বাধিক বল খেলেছেন পূজারা (৪ ম্যাচে ১২৫৮ বল, ২০১৮-'১৯ বনাম অস্ট্রেলিয়া)।

১৪ ভারতের যে ১৪ জন ক্রিকেটার একশো টেস্ট খেলেছেন চেতেশ্বর পূজারা তাদের অন্যতম।

৮ টেস্টে ভারতের অষ্টম সর্বাধিক রান সংগ্রাহক পূজারা।

২ টেস্টে তিন নম্বরে নেমে ভারতের হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান রয়েছে পূজারার (৬৪৮৮)। শীর্ষে রাহুল দ্রাবিড় (১০৩৮১)।

৩ অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজে ভারতীয়দের মধ্যে পূজারা (৪ ম্যাচে ৫২১, ২০১৮-'১৯) তৃতীয় সর্বাধিক রান সংগ্রাহকারী।

৩ টেস্টে ১ হাজার রান করার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মধ্যে তৃতীয় দ্রুততম পূজারা (১৮ ইনিংস)।

২ ভারতীয়দের মধ্যে টেস্টে তিন নম্বরে দ্বিতীয় সর্বাধিক দ্বিশতরান রয়েছে পূজারার (৩টি)। শীর্ষে দ্রাবিড় (৫টি)।

টেস্ট

অভিষেক	৯ অক্টোবর, ২০১০ বনাম অস্ট্রেলিয়া
শেষ ম্যাচ	৭ জুন, ২০২৩ বনাম অস্ট্রেলিয়া
ম্যাচ	১০৩
রান	৭১৯৫
বল খেলেছেন	১৫৭৯৭
গড়	৪৩.৬০
শতরান	১৯
অর্ধশতরান	৩৫
সর্বাধিক	২০৬*

ওডিআই

অভিষেক	১ অগাস্ট, ২০১৩ বনাম জিম্বাবোয়ে
শেষ ম্যাচ	১৯ জুন, ২০১৪ বনাম বাংলাদেশ
ম্যাচ	৫
রান	৫১
গড়	১০.২০
শতরান	০
অর্ধশতরান	০
সর্বাধিক	২৭

দেশকে সবার আগে রেখেছ : গাভাসকার

গর্বিত করেছ, প্রশংসায় একসুর কুম্বলে-শচীনদের

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : বাহারি ক্রিকেট শট নয়। দলের জন্য ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকা। নিজের সবটুকু দিয়ে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলা। যে প্রাচীর বারবার ভারতের ডুবন্ত জাহাজকে যেমন রক্ষা করেছে, তেমনই হতাশ করেছে প্রতিপক্ষকে। রাহুল দ্রাবিড়ের জুতোয় পা রেখে যথার্থ অর্থেই হয়ে উঠেছিলেন টিম ইন্ডিয়ার ক্রাইসিসম্যান।

চেতেশ্বর পূজারার অবসর ঘোষণায় সেই আবেগের প্রতিফলন ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। সুনীল গাভাসকার, শচীন তেন্ডুলকার, অনিল কুম্বলে, যুবরাজ সিং থেকে বর্তমান প্রজন্ম শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন পূজারাকে। তুলে ধরেছেন তাঁর উজ্জ্বল ক্রিকেট কেরিয়ার, ভারতীয় ক্রিকেটে অসমান্য অবদানের কথা।

গাভাসকার সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'পুরোনো মানসিকতার টেস্ট ক্রিকেটার, যে দেশকে সবসময় সবকিছুর আগে রেখেছে। দেশের জন্য অগুনতিবার শরীরে বলের আঘাত সয়েছে। কিন্তু কখনও পিছিয়ে যায়নি। আশাকরি ভারতীয় ক্রিকেট ওর অভিজ্ঞতা, দক্ষতা কাজে লাগাবে। অসাধারণ চেতেশ্বর। তুমি আমাদের গর্বিত করেছ।'

গর্বের স্রোত শচীনের কথাতেও। মাস্টার ব্লাস্টারের কথায়, 'ঠান্ডা মস্তিষ্ক, টেকনিক, ধৈর্য, টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা, আবেগের প্রতিফলন দেখেছি তোমার মধ্যে। তিন নম্বরে তোমাকে ব্যাট হাতে নামতে দেখে বরাবর স্বস্তি পেয়েছি।' পূজারার ছবি পোস্ট করে শুভমান গিল পূর্বসূরিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, ভারতীয় ক্রিকেটে অসামান্য অবদান রাখার জন্য।

অনিল কুম্বলে : উজ্জ্বল কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন। সুন্দর এই খেলার অসাধারণ এক দূত। ক্রিকেট মাঠে তুমি যে কৃতিত্ব অর্জন করেছ, তার জন্য আমরা সবাই গর্বিত। তোমার সঙ্গে কাজ (কোচের দায়িত্ব) করতে পারা আমার কাছে সম্মানেরও।

গৌতম গম্ভীর : ঝড়ের মুখে সবসময় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছ। যখন সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছে, তখন লড়াই করেছ। অভিনন্দন পুজি।

বীরেন্দ্র শেহবাগ : তোমার পরিশ্রম, চেষ্টা, দায়বদ্ধতা নতুন প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা। তোমার সাফল্যে আমরাও গর্বিত। তুমি গর্বিত করেছ গোটা দেশকে।

যুবরাজ সিং : এমন একজন ক্রিকেটার, যার শরীর, মন দুটোই উৎসর্গ ছিল ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য। দুরন্ত কেরিয়ারের জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন পুজি। নতুন ভূমিকায় তোমার সঙ্গে শীঘ্রই দেখা হচ্ছে।

আজিঙ্কা রাহানে : অভিনন্দন পুজি। তোমার সঙ্গে খেলার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি। সারাজীবন মনের মণিকোঠায় থেকে যাবে তোমার সঙ্গে দুরন্ত সব টেস্ট জয়ের স্মৃতি। দ্বিতীয় ইনিংসের জন্য শুভেচ্ছা রইল।

ঋদ্ধিমান সাহা : খুব সামনে থেকে বছরের পর বছর ধরে তোমার ধৈর্য, দলের কঠিন মুহূর্ত লড়াই দেখেছি। তোমার সঙ্গে মাঠ এবং সাজঘর ভাগ করে নেওয়া আমার কাছে গর্বের।

সূর্যকুমার যাদব : হ্যাপি রিটায়ারমেন্ট পুজি ভাই।

সুরেশ রায়না : অবিশ্বাস্য কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন ভাই। তোমাকে এবং তোমার পরিবারকে আগামীর শুভেচ্ছা।

প্রজ্ঞান ওঝা : অসাধারণ কেরিয়ার এবং নতুন সফরে পা রাখা-অনেক অভিনন্দন তোমাকে। ভারতীয় ক্রিকেটে তোমার অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দেবজিৎ সইকিয়া (বিসিসিআই সচিব) : নিঃস্বার্থভাবে দলের হয়ে লড়াইয়ের প্রতীক চেতেশ্বর পূজারা। অসাধারণ ধৈর্য, টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি ওর ভালোবাসা, আবেগ অনুকরণযোগ্য।

'বারবার ট্রেনিং পদ্ধতি বদলে আখেরে ক্ষতি'

ব্রঙ্কো টেস্ট নিয়ে সতর্কবার্তা অশ্বীনের

চেন্নাই, ২৪ অগাস্ট : বিরাট কোহলি-রবি শাস্ত্রীর আমলে ফিটনেসের মাপকাঠি ছিল ইয়ো ইয়ো টেস্ট। রোহিত শর্মা-রাহুল দ্রাবিড় জুটিও ভরসা রেখেছিলেন ইয়ো ইয়োতেই। গৌতম গম্ভীর জমানাতে যদিও রদবদলের ভাবনা ক্রিকেটারদের ফিটনেসের মাপকাঠিতে।

ইয়ো ইয়োর সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে ব্রঙ্কো টেস্ট। গম্ভীরদের যে নয়া ভাবনায় খুশি নন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। প্রাক্তন অফস্পিনারের মতে, অযথা পরিবর্তনে হিতে বিপরীত হতে পারে। সুবিধার বদলে সমস্যা বাড়তে পারে ফিটনেস টেস্টের অযথা পরিবর্তনে।

ভারতীয় দলের ক্রিকেটার, বিশেষত পেস বোলারদের জন্যই মূলত আসতে চলেছে রাগবির ধাঁচে নতুন ব্রঙ্কো টেস্ট পদ্ধতি। যদিও অশ্বীনের যুক্তি, যা সফলভাবে চলছে তাকে রাতারাতি বদলে ফেলার কোনও দরকার নেই। এতে সমস্যাই বাড়বে। খেলোয়াড়দের চোট প্রবণতা বাড়তে পারে।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন ব্রঙ্কো টেস্ট নিয়ে বলেছেন, 'ট্রেনার পরিবর্তন হলে ট্রেনিং পদ্ধতিও বদলানো ঠিক না। এরফলে আদপে ক্রিকেটাররাই সমস্যায় পড়ে। দীর্ঘদিন একটা নির্দিষ্ট ট্রেনিং পদ্ধতি অনুসরণ করার পর হঠাৎ তা বদলে ফেললে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবে। এরফলে চোটের সম্ভাবনা বাড়ার আশঙ্কা থাকে। বারবার ট্রেনিং পদ্ধতি বদলালে তা আখেরে ক্ষতিই হয়।' সোহম দেশাইয়ের বদলে দলের স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচের দায়িত্বে এখন আদ্রিয়ান লা রু। ব্রঙ্কো টেস্ট লা রু-রই মস্তিষ্কপ্রসূত।

> ট্রেনার পরিবর্তন হলে ট্রেনিং পদ্ধতিও বদলানো ঠিক না। এরফলে আদপে ক্রিকেটাররাই সমস্যায় পড়ে। দীর্ঘদিন একটা নির্দিষ্ট ট্রেনিং পদ্ধতি অনুসরণ করার পর হঠাৎ তা বদলে ফেললে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবে। এরফলে চোটের সম্ভাবনা বাড়ার আশঙ্কা থাকে।
>
> -রবিচন্দ্রন অশ্বীন

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অশ্বীনের আরও দাবি, অতীতে যখন ইয়ো ইয়ো টেস্ট দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, শুরুতে সমস্যায় পড়েছিলেন। একটা নির্দিষ্ট ফিটনেস ট্রেনিংকে দীর্ঘদিন অনুসরণ করেছেন। নতুন পদ্ধতিতে মানিয়ে নেওয়া সহজ ছিল না। অনেক চেষ্টার পর তা রপ্ত করেছিলেন। আরও বলেছেন, '২০১৭ থেকে ২০১৯-লম্বা সময় লেগেছিল নতুন পদ্ধতির সঙ্গে ঠিকঠাক মানিয়ে নিতে। সমস্যা হত। সোহম জানে আমার সমস্যার কথা। আমার ধারণা, ব্রঙ্কোর অন্তর্ভুক্তিতে একই সমস্যায় পড়বে বর্তমান ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা।'

অশ্বীনের যুক্তি, ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা থাকা দরকার। বারবার বদল হওয়া উচিত নয়। নতুন ট্রেনার আসলেই পদ্ধতি বদলে যাবে এবং তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে ক্রিকেটারদের, এর যৌক্তিকতা নেই। বিশেষত, যখন চলতি ফিটনেস পদ্ধতিতে সুফল মিলছে, তখন অযথা কাটাছেঁড়া করা, রদবদলের কোনও মানে নেই।

শতরানের পর চেনা সেলিব্রেশনে ট্রাভিস হেড। ম্যাকেতে রবিবার।

হেড-মার্শ-গ্রিনে রেকর্ড অজিদের

ম্যাকে, ২৪ অগাস্ট : সিরিজের নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল আগেই। নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২৭৬ রানে হারাল অস্ট্রেলিয়া। প্রথমে ব্যাট করতে নেমেই ঝড় তোলেন ট্রাভিস হেড (১৪২) ও মিচেল মার্শ (১০০)। শতরান করলেন তিন নম্বরে নামা ক্যামেরন গ্রিনও (অপরাজিত ১১৮)। ৪৭ বলে তিন অঙ্কে পৌঁছে গ্রিন অজিদের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি করলেন। যার সুবাদে অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে যায় ৪৩১/২ স্কোরে। দেশের মাটিতে ওডিআইতে সর্বাধিক রান।

অন্যদিকে, বল হাতে বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন বাঁহাতি স্পিনার কুপার কোনোলি (২২/৫)। ২২ বছর ২ দিন বয়সে কনিষ্ঠতম অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে পাঁচ উইকেট নিলেন তিনি। এটাই অজি স্পিনারদের মধ্যে ওডিআইয়ে সেরা বোলিং ফিগার। যার সুবাদে দক্ষিণ আফ্রিকা অলআউট হয়ে যায় মাত্র ১৫৫ রানে। ওডিআই ক্রিকেটের ইতিহাসে এটাই তাদের সর্বাধিক রানে হার।

স্মৃতি-রিচাদের প্রস্তুতি শিবির হবে ভাইজাগে

মুম্বই, ২৪ অগাস্ট : ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি।

লক্ষ্যপূরণে নিজেদের প্রস্তুত রাখতে বন্দরনগরী ভাইজাগে প্রস্তুতি শিবির করবে ভারতীয় মহিলা দল। বিশ্বকাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজও খেলবেন স্মৃতি মান্ধানা-হরমনপ্রীত কাউর-রিচা ঘোষরা। তার প্রাক্কালে ২৫ অগাস্ট থেকে সপ্তাহ খানেকের এই প্রস্তুতি শিবির করবে ভারতীয় মহিলা দল। ১৫ সদস্যের বিশ্বকাপের দলের পাশাপাশি শিবিরে অংশ নেবেন স্ট্যান্ডবাই তালিকায় থাকা ৬ জন ক্রিকেটারও।

শিবিরে যোগ দেবেন মহিলা ভারতীয় 'এ' দলের খেলোয়াড়রাও। বর্তমানে 'এ' দল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্ট খেলতে ব্যস্ত। নিউজিল্যান্ডের মহিলা দল বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে ভারতের 'এ' দলের বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচ খেলবে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। শিবিরে ভারতের মহিলা বিশ্বকাপের মূল স্কোয়াডও আন্তঃদলীয় প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে 'এ' দলের বিরুদ্ধে।

প্রস্তুতি শিবিরের জন্য ভাইজাগকে বেছে নেওয়ার মূল কারণ, বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা (৯ অক্টোবর) ও অস্ট্রেলিয়ার (১২ অক্টোবর) বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ বন্দরনগরীতে খেলবেন হরমনপ্রীতরা। ফলে ভাইজাগে প্রস্তুতি শিবিরে পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সুবিধা হবে। ৩০ সেপ্টেম্বর মহিলা বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচেই নামছে ভারত। গুয়াহাটির বরসাপাড়া স্টেডিয়ামে মান্ধানা-রিচারা যে ম্যাচে খেলবেন প্রতিযোগিতার সহ আয়োজক শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। প্রাথমিকভাবে উদ্বোধনী ম্যাচ বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামীতে হওয়ার কথা থাকলেও রাজ্য সরকার চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামকে ছাড়পত্র না দেওয়ায় ম্যাচ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

প্রথমবার কোচের দায়িত্বে সৌরভ

মুম্বই, ২৪ অগাস্ট : দুই দফায় দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টরের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেটের ভূমিকাতেও তাঁকে পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে এই জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচ করা হয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির তরফে ইনস্টাগ্রাম পোস্টে জানানো হয়েছে, জোনাথন ট্রটের পরিবর্তে সৌরভকে দায়িত্ব দেওয়া হল। সৌরভের হাত ধরেই প্রিটোরিয়া প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে প্রথমবার তারা ফাইনালে উঠলেও পরবর্তী দুইবার তারা শেষ করে যথাক্রমে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ স্থানে। ২৬ ডিসেম্বর এবারের দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগ শুরু হচ্ছে।

ভারতকে আবার নির্বাসিত করতে পারে ফিফা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : ‘এখন আমাদের সবটাই মেঘাচ্ছন্ন। কয়েকদিনের বিশ্রাম দরকার। তারপর আবার হয়তো আবার ফিরতে পারব লড়াই করার জন্য। আশা করছি দ্রুত চুক্তি হয়ে যাবে। যাতে এদেশে আবার ফুটবল ফিরতে পারে। প্রতিদিন আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠি একটা ভালো খবর পাওয়ার জন্য এবং দয়া করে আপনারাও (সংবাদমাধ্যম) ধাক্কা দিন। আপনাদের হাতে অনেক বেশি ক্ষমতা।’ সদ্য ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া কোচ যখন হাতজোড় করে এই আবেদন করেন তখন তাঁর মুখেই যেন মিলেমিশে যায়, এদেশের আপামর কোচ-ফুটবলার-ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত সবার মুখ। কারণ, ফের একবার ফিফার নির্বাসনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এই টালমাটাল অবস্থার জন্য।

রবিবার দ্য ট্রিবিউন এএফসি-র এক সূত্রের উল্লেখ করে জানিয়েছে, বিশ্বের সর্বোচ্চ ফুটবল সংস্থা ভারতীয় ফুটবলের এই অচলাবস্থা নিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত। দ্রুত এই সমস্যা না মেটালে হয়তো আবারও নির্বাসনের খাঁড়া নেমে আসতে পারে ভারতের উপর। এএফসি ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতির দিকে সবসময় নজর রাখছে। ২০২২ সালে একবার ফিফার নির্বাসনের কোপ পড়ে ভারতের উপর। এবার আবারও যদি নির্বাসিত হয় তাহলে ফিফা এবং এএফসির টুর্নামেন্টে ভারত এবং ক্লাব দলগুলি খেলতে পারবে না। ফলে দ্রুত সমস্যা না মেটালে যে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে, তা পরিষ্কার।

ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট এবং ফুটবল চালু করার ব্যাপারে তারা বাধা নয়। বরং দ্রুত আলোচনার টেবিলে বসার নির্দেশ দেন বিচারপতিরা। যা খবর তাতে শনি-রবিবার নিজেদের মধ্যে আইনি বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে নেওয়ার কাজ সেরে সোমবারই হয়তো আলোচনায় বসতে পারে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড। এই বিষয়ে এআইএফএফ এবং এফএসডিএলের মধ্যে আলোচনার পরবর্তী শুনানি ২৮ অগাস্ট। আদালতের এই নির্দেশের পর ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, ‘আদালতের নির্দেশ মেনে এআইএফএফ ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে এমআরএ, যা আগামী ৮ ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে সদিচ্ছার (আইনি ভাষায়, গুড ফেইথ নেগোসিয়েশন) সঙ্গে আলোচনায় বসতে চায়।’

সুপ্রিম কোর্ট চায় বলেই হয়তো দুই পক্ষকে সদিচ্ছা নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে। আর তাতেই লিগ শুরু হওয়ার রাস্তা বেরোনোর সম্ভাবনা।

গোল করে দূরবীন সেলিব্রেশনে বার্সেলোনার পেদ্রি।

সূর্যদের জার্সিতে থাকছে না ড্রিম১১

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : অনলাইন গেমিং অ্যাপের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপের পরই আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। সূত্রের খবর, ভারতীয় দলের স্পনসরশিপ থেকে সরানো হচ্ছে ড্রিম১১-কে। আসন্ন এশিয়া কাপেই যার প্রভাব পড়তে চলেছে। এশীয় যুদ্ধে সূর্যকুমার যাদবদের জার্সিতে আর দেখা যাবে না ড্রিম১১-এর লোগো। এশিয়া কাপের আগেই সম্ভবত বিকল্প স্পনসরের জন্য নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। অবশ্য ভারতীয় বোর্ড বা ভারতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান মূল স্পনসর ড্রিম১১-এর তরফে এখনও এব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।

এশিয়া কাপ

বোর্ড সচিব দেবজিৎ শইকিয়া অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা মেনেই চলবে বিসিসিআই। কেন্দ্র যদি অনুমতি না দেয়, তাহলে বোর্ড সেই পথে হাঁটবে না। কেন্দ্রীয় সরকার যে পদক্ষেপ করবে, তা মেনে চলা হবে। ফলে ড্রিম১১-এর বিদায় সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

ডুরান্ড কাপ জয়ের পর বাবা-মায়ের সঙ্গে আশির আখতার।

বাগানের পঞ্চবাণে বিদ্ধ বিএসএস

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট : ৫ (শিবম-৩, আদিত্য অধিকারী, করণ)
বিএসএস : ২ (রোমিন, তুহিন)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : হ্যাটট্রিক করে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে জয়ের রাস্তা দেখালেন শিবম মুন্ডা। কলকাতা ফুটবল লিগের ম্যাচে বিএসএস স্পোর্টিং ক্লাবকে ৫-২ গোলে হারাল সবুজ-মেরুন।

সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে ড্রয়ের পর রবিবার বিএসএসের বিরুদ্ধে বাড়তি তাগিদ নিয়েই মাঠে নেমেছিল মোহনবাগান। মিংমা শেরপা, করণ রাইদের খেলায় তার স্পষ্ট প্রতিফলন। শুরু থেকে বিপক্ষকে চাপে রাখলেও গোলের জন্য ডেগি কার্ডোজোর মোহনবাগানকে অপেক্ষা করতে হল প্রায় আধ ঘণ্টা। ২৯ মিনিটে পালতোলা নৌকোয় হাওয়া লাগালেন শিবম মুন্ডা। ডান প্রান্ত থেকে ভেসে আসা বল পায়ের টোকায় গোলে ঠেলে দেন তিনি। ৪২ মিনিটে বিশ্বমানের গোল শিবমের। কর্নার থেকে সরাসরি লক্ষ্যভেদ করলেন। যা বিশ্ব ফুটবলে ‘অলিম্পিকো গোল’ বলে পরিচিত।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আচমকাই ছন্দপতন। দুই মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল হজম করে মোহনবাগান। ৪৮ মিনিটে বিএসএসের হয়ে প্রথম গোল শোধ রোমিন গোলদারের। দ্বিতীয় গোল তুহিন পোড়েরে। দুটি গোলই হল মোহনবাগান রক্ষণের ভুলে। এই সময় রীতিমতো ডেগির দলকে চাপে ফেলে দেয় বিএসএস। তবে ৫৪ মিনিটে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করে বাগানকে জয়ের পথ দেখিয়ে দিলেন শিবম। মিংমার পাস গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে নিখুঁত প্লেসিংয়ে জালে পাঠান তিনি। ৬৩ মিনিটে প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে মাটি ঘেঁষা শটে বাগানের চতুর্থ গোলটি করলেন আদিত্য অধিকারী। শুধু গোলই করলেন না, পরিবর্ত হিসাবে নামার পর তাঁর খেলা বেশ নজর কাড়ল। ম্যাচের একেবারে অন্তিম লগ্নে কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন করণ।

হ্যাটট্রিক করে শিবম মুন্ডা।

এদিন জয়ের পরও ৮ ম্যাচ খেলে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ ‘এ’-র পয়েন্ট টেবিলে ছয় নম্বরেই থেকে গেল মোহনবাগান। অন্যদিকে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সের কাছে সুরুচি সংঘ ১-০ গোলে হেরে যাওয়ায় আখেরে সুবিধাই হল সবুজ-মেরুনের। বলা চলে সুপার সিক্সের সম্ভাবনা একটু হলেও বাড়ল। এছাড়া রবিবার প্রিমিয়ারের ম্যাচে পুলিশ এসি-কে ১-০ গোলে হারাল ক্যালকাটা কাস্টমস ক্লাব।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট : দীপ্রভাত, লিওয়ান, বিলাল (সাহিল), আদিত্য মণ্ডল, রোশন (আদিল), নিশার (রোহিত), গোগোচা (আদিত্য অধিকারী), মিংমা, শিবম (পিয়ুষ), তুষার ও করণ।

পিছিয়ে পড়েও জিতে খুশি ফ্লিক

মাদ্রিদ, ২৪ অগাস্ট : দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও দুরন্ত জয়। গত মরশুমে যেখানে শেষ করেছিল, এই মরশুমে সেখান থেকেই যেন শুরু করেছে বার্সেলোনা।

লেভান্তের বিরুদ্ধে কঠিন ম্যাচে ৩-২ গোলে জিতে তৃপ্ত কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, ‘আমি ছেলেদের পারফরমেন্সে গর্বিত। পিছিয়ে থেকেও হাল ছাড়েনি। শেষ পর্যন্ত ৩ পয়েন্ট পাব, এই বিশ্বাসটা ছিল।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘ম্যাচটা খুব কঠিন ছিল। লেভান্তে দারুণ ফুটবল খেলেছে। প্রথমার্ধে আমরা বেশি সুযোগ তৈরি করতে পারিনি। দ্বিতীয়ার্ধে পেদ্রি গোল করার পর আমরা ম্যাচে ফিরি।’

ম্যাচে ফিরতে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মার্কাস র‍্যাশফোর্ডকে তুলে নেন হ্যান্সি। সেইসঙ্গে মিডফিল্ড থেকে ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনহাকে উইংয়ে নিয়ে আসেন তিনি। এই নিয়ে তিনি বলেছেন, ‘মার্কাস প্রথমার্ধে ভালো খেলেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচ জেতার জন্য কিছু পরিবর্তনের দরকার ছিল। তাই ওকে তুলে নিই এবং রাফিনহাকে মিডফিল্ড থেকে উইংয়ে নিয়ে আসি। আমার মনে হয়, এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। এরপরই প্রথম গোলটি আসে, যেটা ম্যাচের রং পরিবর্তন করে।’ টানা দুই ম্যাচ জিতে লিগ শীর্ষে উঠে এসেছে বার্সেলোনা।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নামবেন অনিমেষ

চেন্নাই, ২৪ অগাস্ট : ইতিহাস গড়লেন অনিমেষ কুজুর। ভারতের প্রথম দৌড়বিদ হিসাবে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেন তিনি।

চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিক্সে সোনা জেতেন অনিমেষ। ২০০ মিটার দৌড় শেষ করতে সময় নেন ২০.৬৩ সেকেন্ড। সেই সঙ্গে আগামী সেপ্টেম্বরে জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত হতে চলা অ্যাথলেটিক্স বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছেন ছত্তিশগড়ের ২২ বছর বয়সি অ্যাথলিট। দেশের প্রথম পুরুষ স্প্রিন্টার হিসাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি।

ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সে ইতিহাস

অনিমেষের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তাঁর কোচ মার্টিন ওয়েনস। তবে টোকিওতে ছাত্রের থেকে পদকের আশা করছেন না। ওয়েনসের সহজ স্বীকারোক্তি, ‘পদকের কোনও প্রত্যাশাই রাখছি না। বিশ্ব মঞ্চে সাফল্য পেতে হলে আরও অনেক উন্নতি করতে হবে। এবার অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নামবে অনিমেষ। বিশ্বের সেরাদের সঙ্গে লড়ার সুযোগ। পরেরবার নিশ্চিতভাবে পদকের লক্ষ্যেই দৌড়াবে।’ কিছুদিন আগেই গ্রিসে অনুষ্ঠিত এক প্রতিযোগিতায় ১০.১৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়ে জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন অনিমেষ কুজুর। সেই নিয়ে কোচ ওয়েনস জানালেন, ‘মরশুমের শুরুতে ১০০ মিটারে জাতীয় রেকর্ড একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। এবার বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপেও জায়গা করে নিল। কঠোর পরিশ্রমের ফল পাচ্ছে অনিমেষ।’

ডুরান্ড জয়ের প্রেরণা জন, বলছেন আশির

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : টানা দ্বিতীয়বার ডুরান্ড কাপ জিতে ইতিহাস গড়েছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। রক্ষণ সামলে ফাইনালে গোল করেছেন আশির আখতার।

শনিবার গ্যালারিতে ছিলেন আশিরের মা-বাবা। গতবারও ফাইনাল দেখতে তাঁরা যুবভারতীতে এসেছিলেন। তবে আশিরের কাছে এবারের ফাইনালটা ‘স্পেশাল’। বললেন, ‘পরপর দুইবার ট্রফি জেতার অনুভূতি দুর্দান্ত। দুইবারই গ্যালারিতে আমার পরিবার ছিল। তবে এবার ওঁদের সামনে গোল করতে পারা বিশেষ মুহূর্ত।’ আরও একজনের কথা উল্লেখ করতে ভুললেন না। দলের অন্যতম কর্ণধার জন আব্রাহাম। জানালেন, এই সাফল্যের অনুপ্রেরণা তিনিও। আশির বলেন, ‘জন বলেছিলেন আমরা ট্রফি জিততেই কলকাতায় এসেছি। সেই বার্তাই আমাদের আরও অনুপ্রাণিত করেছে।’

> গতবছর ফাইনালে মোহনবাগানকে হারানোটা আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল। ওদের আরও বেশি সমর্থক ছিল। ২ গোলে পিছিয়ে পড়ে প্রত্যাবর্তনটা একেবারেই সহজ হয়নি। তবে সেদিনও আমরা বিশ্বাস হারাইনি।
>
> **আশির আখতার**

গতবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে জয়, নাকি এবার ডায়মন্ড হারবারকে হারানো, কোনটাকে এগিয়ে রাখবেন? আশিরের স্পষ্ট উত্তর, ‘গতবছর ফাইনালে মোহনবাগানকে হারানোটা আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল। ওদের আরও বেশি সমর্থক ছিল। ২ গোলে পিছিয়ে পড়ে প্রত্যাবর্তনটা একেবারেই সহজ হয়নি। তবে সেদিনও আমরা বিশ্বাস হারাইনি।’ একই সঙ্গে কিবু ভিকুনার দলের প্রশংসাও করলেন ইস্টবেঙ্গলের এই প্রাক্তনি। বলেন, ‘ডায়মন্ড হারবার ভালো খেলেছে। ডুরান্ড অভিষেকেই ফাইনাল খেলে ইতিহাস গড়েছে ওরা। এটাই ওদের সাফল্য। তবে আমাদের জন্য দ্বিতীয় ডুরান্ড জয়টা আরও বেশি ঐতিহাসিক। এই সাফল্য আমাদের দলকে আরও আত্মবিশ্বাস দেবে।’

সুদীপ্তা মণ্ডল।

জাতীয় ফুটবলে গোল সুদীপ্তার

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৪ অগাস্ট : গুয়াহাটিতে অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের জাতীয় ফুটবল শুরু হয়েছে। প্রতিযোগিতায় শনিবার ওড়িশার বিরুদ্ধে গোল করেছে হরিশ্চন্দ্রপুরের সুদীপ্তা মণ্ডল। সোমবার গ্রুপ লিগের ম্যাচে মুম্বইয়ের মুখোমুখি হবে বাংলা। সেই ম্যাচে জিতলেই কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করবে তারা। গাজোল হাতিমারি হাইস্কুলের সুদীপ্তা মিডফিল্ডার। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার অনূর্ধ্ব-১৪ বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছে সুদীপ্তা। চলতি বছরের এপ্রিলে সুদীপ্তা প্রথমবার অনূর্ধ্ব-১৪ বাংলা দলের হয়ে জাতীয় ফুটবলে অংশ নিয়েছিল। তারা বাবা সুবীর মণ্ডল হরিশ্চন্দ্রপুর ভূমি সংস্কার দপ্তরের বাইরে একটি জেরক্স করার দোকান চালান। পাশাপাশি তিনি ফুটবলের রেফারি এবং ফুটবল কোচিংও করেন। সুদীপ্তার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হরিশ্চন্দ্রপুরের ক্রীড়ামহল।

সেঞ্চুরির নজির গড়েও স্বপ্নভঙ্গ রোনাল্ডোর

হংকং, ২৪ অগাস্ট : নজির গড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আবার খেতাবও হাতছাড়া করলেন।

সৌদি সুপার কাপ ফাইনালে আল আহলির বিরুদ্ধে আল নাসেরের জার্সিতে শততম গোলটি করেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে চারটি ভিন্ন ক্লাবের হয়ে শততম গোল করার নজির গড়েছেন তিনি। কিন্তু তিনি নজির গড়লেও আল নাসের ফাইনালে হেরে গিয়েছে।

সুপার কাপ ফাইনালে ৪১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন রোনাল্ডো। তবে সংযোজিত সময়ে গোল করে আল আহলিকে সমতায় ফেরান ফ্রাঙ্ক কেসি। ৮১ মিনিটে মার্সেলো ব্রোজোভিচের গোলে ফের লিড নেয় আল নাসের। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ৮৯ মিনিটে রজার ইবানেজ সমতায় ফেরান আল আহলিকে। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে ৫-৩ ফলে হেরে খেতাব হাতছাড়া হয় রোনাল্ডোদের। আপাতত আল নাসেরের হয়ে আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্স কাপ ছাড়া কোনও খেতাব জিততে পারেননি পর্তুগিজ মহাতারকা।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নিজের ফুটবল কেরিয়ারে একমাত্র স্পোর্টিং লিসবন ছাড়া বাকি সব ক্লাবের হয়ে ‘গোলের সেঞ্চুরি’ করেছেন। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ৪৫০টি, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে ১৪৫ ও জুভেন্তাসের হয়ে ১০১টি গোল করেছেন তিনি। এমনকি জাতীয় দলের জার্সিতেও গোলের সেঞ্চুরি রয়েছে সিআর সেভেনের। পর্তুগালের হয়ে ১৩৮টি গোল করে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বাধিক গোলদাতা এখন ক্রিশ্চিয়ানোই।

আল আহলির বিরুদ্ধে গোল করার পথে রোনাল্ডো।

কান্তিরাভা বাতিল করল এএফসি

পরিবর্ত মাঠ হিসাবে ভাবনায় গোয়া-শিলং

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : বেঙ্গালুরুতে হচ্ছে না ভারত বনাম সিঙ্গাপুরের এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের খেলা। ইতিমধ্যেই দুটি ম্যাচ খেলা হয়ে গেছে ভারতের। যার মধ্যে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে ড্র এবং হংকংয়ে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে হারের পর এবার টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে গেলে এই সিঙ্গাপুর ম্যাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভারতের কাছে। তাছাড়া এই ম্যাচ দিয়েই খালিদ জামিল কোচ হিসাবে আন্তর্জাতিক ম্যাচে কাজ শুরু করবেন। কাফা নেশনস কাপে তার আগে দল নিয়ে গেলেও তা ফিফা আন্তর্জাতিক নয়। সরকারি ঘোষণা না হলেও সূত্রের খবর অনুযায়ী বেঙ্গালুরুর শ্রীকান্তিরাভা স্টেডিয়ামেই সিঙ্গাপুর ম্যাচ করবে বলে ঠিক করে ফেলে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। কিন্তু এএফসি মাঠ পরিদর্শনের পর এই মাঠ বাতিল করে দিয়েছে। সূত্রের খবর, মাঠের অবস্থা বেশ খারাপ এবং আরও কিছু বিষয় এএফসি-র নিয়মের পরিপন্থী হওয়াতেই এই সিদ্ধান্ত। ফলে এখন নতুন করে মাঠ খুঁজতে হচ্ছে ফেডারেশনকে।

যা পরিস্থিতি তাতে শিলংয়ের নতুন মাঠ, যেখানে ভারত খেলা বাংলাদেশের বিপক্ষে সেটাও যেমন ভাবনায় আছে তেমনি গোয়ার ফতোরদা স্টেডিয়ামও তৈরি। এখানে কয়েকদিন আগেই এসিএল-২ বাছাইপর্বে ওমানের আল সিবের বিরুদ্ধে খেলে এফসি গোয়া। এছাড়াও তারা এসিএল টুয়ের আসন্ন গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচগুলিও খেলবে ফতোরদার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে। ফলে এএফসি-র অনুমোদন নেওয়াই আছে। ফলে এই দুই মাঠেই আসন্ন এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচটি হওয়ার সম্ভাবনা বলে মনে করা হচ্ছে।

ড্র ম্যাচে শতরান আদিত্যর

মহারাষ্ট্র-২৬৬ বাংলা-৩২৫/৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ অগাস্ট : দ্বিতীয় দিনে একটানা বৃষ্টিতে ম্যাচের ভাগ্য কার্যত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় দিনে অঘটন কিছু ঘটেনি। প্রত্যাশামাফিক অমীমাংসিতভাবেই শেষ হল বাংলা-মুম্বই ম্যাচ। তৃতীয় তথা শেষ দিনে আজ যখন ম্যাচে ইতি পড়ে মুম্বইয়ের ২৬৬ রানকে অতিক্রম করে বাংলার স্কোর ৩২৫/৫। ড্র হলেও প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থেকে ম্যাচে ইতি টানে অনুষ্টুপ মজুমদার ব্রিগেড। গতকালের ৫৭/১ স্কোর এদিন খেলা শুরু করে বাংলা। পুরো দিন ধরেই

বাংলা-মুম্বই

কার্যত বাংলা ব্যাটারদের দাপট। গতকালের দুই অপরাজিত ব্যাটার আদিত্য পুরোহিত ও সৌরভ সিং দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ২০৫ রান যোগ করেন। ১৪ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া করেন সৌরভ। আদিত্য অবশ্য ফেরেন শতরান পূরণ করে। ২১৯ বলে ১২টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে ১২২ রান করেন আদিত্য।

অভিষেক পোড়েল (৭) এদিন রান পাননি। অধিনায়ক অনুষ্টুপের ব্যাট থেকে আসে ৩৪। ম্যাচে যখন ইতি পড়ে সুমন্ত গুপ্ত ২২ ও বিশাল ভাটি ২১ রানে অপরাজিত। মুম্বইয়ের পক্ষে সিলভেস্টার ডিসুজা ও আকাশ পার্কার দুটি করে উইকেট নেন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বীরপাড়া-এর এক বাসিন্দা

বাসিন্দা বিসোত খারিয়া - কে 06.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 98B 45343 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমাকে কোটিপতি হওয়ার এই সুন্দর একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে শুধুমাত্র ধন্যবাদ জানাবো না। আমি এখন আর্থিক সমস্যা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, আমি এবং আমার পরিবারের সুন্দর একটি ভবিষ্যত পরিকল্পনার জন্য উৎসাহিত।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।
পশ্চিমবঙ্গ, বীরপাড়া - এর একজন
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ভুটানকে আট গোল ভারতের

থিম্পু, ২৪ অগাস্ট : অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় ম্যাচে ভুটানকে ৮-০ গোলে হারাল ভারত। হ্যাটট্রিক করেন অনুষ্কা কুমারী। জোড়া গোল করেন আভিস্তা বাসনেট। ভারতের হয়ে বাকি গোলগুলি করেন পার্ল ফার্নান্ডেজ, দিব্যানী লিন্ডা ও ভালানিয়া ফার্নান্ডেজ। আপাতত তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে ভারত।

ফাইনালে কুপাদহ

গঙ্গারামপুর, ২৪ অগাস্ট : ঠ্যাঙ্গাপাড়া ফুটবল ক্লাবের দুইদিনের ১৬ দলীয় ফুটবলে ফাইনালে উঠল এএফএ কুপাদহ। ঠ্যাঙ্গাপাড়া ফুটবল মাঠে প্রথম সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে গঙ্গারামপুরের মামা ভাগ্নে ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে কুড়ালডাঙা দল। - বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

সেরা কুড়ালডাঙা

কুমারগঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : গয়েশপুরে আমরা কজনের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কুড়ালডাঙা। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে ভোঁওর দলকে হারিয়েছে। গোল করেন সুমন মার্ডি। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে আর্থিক পুরস্কার পেয়েছে।

খেতাব জিতল সাঈদ

কুমারগঞ্জ, ২৪ অগাস্ট : কুমারগঞ্জের উচইট এলাকায় ১৬ দলীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল সাঈদ ইলেভেন স্টার। রবিবার ফাইনালে তারা উচইট দলকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা বনি সাহা। প্রতিযোগিতার সেরা সুজন মণ্ডল।

চ্যাম্পিয়ন মর্নিং বয়েজ

গঙ্গারামপুর, ২৪ অগাস্ট : গঙ্গারামপুর ফিল্ড বয়েজের একদিনের ৪ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মর্নিং বয়েজ। রবিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ২-১ গোলে আয়োজকদের হারিয়েছে। ইন্দ্রনারায়ণপুর কলোনি হাইস্কুল মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা মর্নিং বয়েজের কুশ সরকার। প্রতিযোগিতার সেরা ফিল্ড বয়েজের রবি সরকার।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মর্নিং বয়েজ। - চয়ন হোড়

চ্যাম্পিয়ন প্রসাদপাড়া

পতিরাম, ২৪ অগাস্ট : পতিরাম কলেজ পাড়া আমরা কজনের ৮ দলীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল প্রসাদপাড়া। কলেজ পাড়ায় রবিবার ফাইনালে তারা রাধানগর দলকে হারিয়েছে।

বছরের পর বছর ধরে এক বিশ্বস্ত নাম
FREE FROM IRRITATION
RVP
B-TEX
WHITE OINTMENT
বি-টেক্স
সাদা মলম
B Tex Ointment Mfg. Co.
C/16-17, Udyog Nagar,
Navsari-396445, Gujarat, INDIA.